উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ রবিবার ৬.০০ টাকা 3 December 2023 Sunday 20 Pages Rs. 6.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in JAL

রংদার রোববার

শীত এসেই গেল। এক এক জায়গায় শীত এক এক রকম। কোথাকার শীত কেমন? উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে। ভূস্বর্গ কাশ্মীরে বা রাজধানী নয়াদিল্লিতে। ইউরোপে আর আমেরিকায়। প্রচ্ছদে ছয় জায়গা থেকে রইল হাফডজন লেখা।

শীতের আমেজ

▸▸ ১৫ থেকে ১৮-র পাতায়

অভিজিৎকে মুখ্যমন্ত্রী চান অধীর

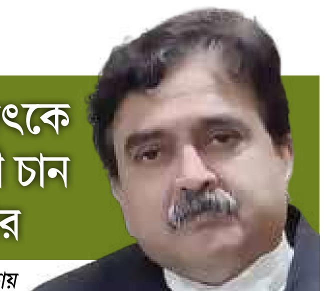

▸▸ এগারোর পাতায়

ফলের আগেই ছক কষা শুরু ৫ রাজ্যে

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : ম্যাচ শেষ। অপেক্ষা এখন বিজয়ী এবং বিজিতের নাম ঘোষণার।

মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, রাজস্থান এবং তেলেঙ্গানা বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণা রবিবার। মিজোরামের ফল ঘোষণাও রবিবার করার কথা ছিল। কিন্তু স্থানীয়দের বিক্ষোভে পিছিয়ে করা হয়েছে সোমবার। প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির জয়পরাজয়ের উদ্বেগকে সঙ্গী করে রবিবার ভোটগণনা শুরু হবে। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের আগে পাঁচ রাজ্যের এই নির্বাচনকে সেমিফাইনাল মনে করা হচ্ছে বলেই উদ্বেগ বেশি।

বুথফেরত সমীক্ষার প্রায় সবক'টিই পাঁচ রাজ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ইঙ্গিত দিয়েছে। পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে এখন মধ্যপ্রদেশ বাদে আর কোথাও বিজেপি সরকার নেই। ২০০৩ সাল থেকে বিজেপি ওই রাজ্যে ক্ষমতাসীন। তবে, রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে গত পাঁচ বছর ধরে সরকারে আছে কংগ্রেস। নতুন রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পর থেকে তেলেঙ্গানায় একচ্ছত্র রাজপাট কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের। কেসিআর নামেই যার বেশি পরিচিতি।

রবিবার দুপুরের পর এই তিন দলের মধ্যে কাদের মুখে হাসি চওড়া হবে, সেটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই ভোটে বিজেপি মূলত যে চারটি অস্ত্রের ওপর নির্ভর করেছিল, সেগুলি হল মোদি ম্যাজিক, মহিলা ভোটারদের সমর্থন, ওবিসি ভোটব্যাংক এবং হিন্দুত্ববাদে জোর। তাতেও মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে বিজেপির সাফল্য নিয়ে অবশ্য ধন্দের কারণ, দুটি রাজ্যেই গোষ্ঠীকোন্দলে জেরবার পদ্ম শিবির। মধ্যপ্রদেশে শিবরাজ সিং চৌহান ও রাজস্থানে বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়াকে প্রার্থীপদ শেষমুহূর্ত পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখায় সেই আভাস ছিল।

তেলেঙ্গানায় কেসিআর-কে সরিয়ে কংগ্রেসের ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনা ছিল সমীক্ষায়। কর্ণাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার শনিবার দাবি করেন, তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী বিআরএসে যোগ দেওয়ার জন্য কংগ্রেস প্রার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছেন। যদিও বিআরএস নেতা কে কেশব রাও এবং দাসোজু শ্রবণ এই দাবি খারিজ করেছেন। বিআরএসের ক্ষমতায় আসা নিশ্চিত বলে তাঁদের দাবি।

শিবকুমার শুক্রবার জানিয়েছিলেন, কংগ্রেস এবার রিসর্ট রাজনীতি করবে না। কিন্তু ফল প্রকাশের ২৪ ঘণ্টা আগে

এরপর বারোর পাতায়

বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজে মোদির নামে সেলফি পয়েন্ট

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : যুগের হাওয়া সেলফি পয়েন্ট। সেজন্য পরিকাঠামো তৈরি হবে দেশের সমস্ত কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ভাবনায় ছিল, এমন নয়। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে সেলফি পয়েন্ট নির্মাণের নির্দেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি)। ডিসেম্বরের ১ তারিখের ওই নির্দেশ ইতিমধ্যে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পৌঁছে গিয়েছে।

অধিকাংশ পর্যটনকেন্দ্রে তো বটেই, বিভিন্ন শহরে আজকাল সেলফি পয়েন্ট দেখা যায়। সম্প্রতি বিভিন্ন স্টেশনে নরেন্দ্র মোদির প্রতিকৃতিকে সামনে রেখে সেলফি তোলার ব্যবস্থা করেছে রেলমন্ত্রক। সেলফি তোলায় উৎসাহ দিতে এবার এগিয়ে এল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ইউজিসি। রেলস্টেশনের মতো কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সেলফি পয়েন্টে থাকবে শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর ছবি ও কাটআউট। তার সামনে সেলফি তুলতে পড়ুয়াদের উৎসাহিত করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষগুলিকে।

বিজেপি বিরোধী দলগুলি তো বটেই, এই নির্দেশে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে পড়ুয়া ও অধ্যাপক মহলে। কেন্দ্রীয় সরকারের রুটিন কর্মসূচি কিংবা কর্মকাণ্ডকে ফুলিয়েফাঁপিয়ে প্রচারের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদিকে মহিমামণ্ডিত করতে এই

এরপর বারোর পাতায়

কোথায় কীভাবে

- কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা চিহ্নিত
- পিছনে নরেন্দ্র মোদির ছবি ও কাটআউট
- প্রধানমন্ত্রীর ছবি বাছাইয়েও নির্দেশিকা
- সেলফি তুলতে উৎসাহ দিতে নির্দেশ
- পড়ুয়াদের পাশাপাশি অধ্যাপক ও অতিথিরাও যেন আগ্রহী হন

২০ বন্ধ বাগান ফেরাচ্ছে বিশ বছর আগের স্মৃতি

চা বলয়ে অশনিসংকেত

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২ ডিসেম্বর : একে একে ইতিমধ্যেই ২০। বড়সড়ো বিপদের হাতছানি।

বেশ কয়েকটি চা বাগান আগে থেকেই বন্ধ ছিল। পুজোর বোনাসের প্রাক্কালে নতুন করে ঝাঁপ পড়া শুরু হয়। শীতের মরশুমে চা বাগানে উৎপাদন স্তব্ধ থাকে। সময় সেই সীমার দিকে যতই এগোচ্ছে উত্তরবঙ্গে বন্ধ চা বাগানের সংখ্যা ততই বাড়ছে। এই মুহূর্তে উত্তরবঙ্গে ২০টি চা বাগান বন্ধ। পরিস্থিতি ২০০৩ সালকে মনে পড়াচ্ছে।

চা শ্রমিকদের যৌথ সংগঠন জয়েন্ট ফোরামের অন্যতম শীর্ষ নেতা মণিকুমার দার্নাল বলেন, 'কিছু বাগান বোনাস ও কিছু বাগান অন্য ইস্যুতে বন্ধ রয়েছে। ২০০৩ সালেও এরকম পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। তবে সেসময় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার শক্ত হাতে হাল ধরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করেছিল। ইউপিএ-১ সরকারের আমলে চা শিল্পের জন্য বিশেষ সহায়ক নীতি নেওয়া হয়। কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার বা তাদের আওতাধীন টি বোর্ড সম্পূর্ণভাবে উদাসীন।' মালিকপক্ষ অবশ্য পরিস্থিতিকে দুষছে। মালিকপক্ষের সংগঠন ডিবিআইটিএ'র সম্পাদক সঞ্জয় বাগচী বললেন, 'বর্তমানে চা শিল্পে সার্বিক সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি, কিছু ক্ষেত্রে শ্রমিক সংগঠনগুলির ভূমিকাও সন্তোষজনক নয়।' আইটিপিএ'র ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রামঅবতার শর্মার বক্তব্য, 'চা শিল্প যে ক্রমেই অলাভজনক হয়ে উঠেছে তা বর্তমান পরিস্থিতিতেই পরিষ্কার।'

গোটা বিষয়টি অবশ্য রাজ্যকে যথেষ্টই ভাবাচ্ছে। চা নিয়ে গঠিত মন্ত্রীগোষ্ঠীর সদস্য এবং অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইকের কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রী নিজে বাগানের ওপর বিশেষ নজর দিয়েছেন। কিছু বাগান খোলা হয়েছে। অন্যগুলি খুলতে শ্রম দপ্তরের চেষ্টায় কোনও খামতি নেই। দিনকয়েক আগেই মন্ত্রীগোষ্ঠীর একটি বৈঠক হয়েছে। ৫ ডিসেম্বর আরেকটি বৈঠক আছে।' ওই মন্ত্রীগোষ্ঠীরই আরেক সদস্য ও রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক বলেন, 'বাগান বন্ধ রাখার বিষয়টি কোনওভাবেই মেনে নেওয়ার প্রশ্ন নেই। রাজ্য সরকার বিষয়টিকে মোটেও ভালোভাবে নিচ্ছে না।' আগে থেকে বন্ধ থাকা বাগানগুলি খোলার ক্ষেত্রে আইনি জট বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে বলে অবশ্য শ্রম আধিকারিকরা জানাচ্ছেন।

তালা ঝুলল বানারহাটের রিয়াবাড়ি চা বাগানে। শ্রমিকদের মুখে উদ্বেগের ছায়া।

পদক্ষেপের দাবি

- বেশ কয়েকটি চা বাগান আগে থেকেই বন্ধ ছিল, বোনাসের প্রাক্কালে নতুন করে ঝাঁপ পড়া শুরু
- বর্তমানে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত মিলিয়ে ২০টি চা বাগান বন্ধ রয়েছে
- পাহাড়ের ৯টি, আলিপুরদুয়ারের ৭টি, জলপাইগুড়ির ২টি, তরাই ও কোচবিহারের ১টি করে বাগান বন্ধ
- ফেব্রুয়ারিতে নয়া মরশুম চালুর আগে বাগানগুলি খুলবে কি না কারও জানা নেই, পদক্ষেপের দাবি

বর্তমানে উত্তরবঙ্গে পাহাড়ের ৯টি, আলিপুরদুয়ার জেলার ৭টি, জলপাইগুড়ি জেলার ২টি বাগান বন্ধ বা অচল। তরাই ও কোচবিহারের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ১টি করে। পাহাড়ে কার্সিয়াংয়ের অম্বুটিয়া, সুখিয়োপোখরির মুন্ডো কোঠি, রংমুখ-সিডার্স, ধোতেরিয়া-বালাসন, মগরজুম, বিজনবাড়ির চুংথুং, রংলি রংলিয়েটের পেশক, দার্জিলিংয়ের পান্ডাম ও মিরিকের পানিঘাটা বন্ধ। পুজোর আগে বোনাস ইস্যুতে রংমুক-সিডার্স, পেশক ও ধোতেরিয়া-বালাসন বন্ধ হয়। পাহাড়ের অন্য বাগানগুলি চলতি বছরে অন্যান্য কারণে বন্ধ হয়। পুজোর সময় বোনাস ইস্যুতে উত্তরবঙ্গের আরও কয়েকটি বাগান বন্ধ হলেও সেগুলি শ্রম দপ্তরের হস্তক্ষেপে খোলে। তবে গত দেড় মাসে বন্ধ হওয়া যে বাগানগুলির সমস্যা এখনও মেটানো যায়নি সেগুলির মধ্যে আলিপুরদুয়ারের দলমোর, দলসিংপাড়া, রায়মাটাং, কালচিনি, রামঝোরা ও ঢেকলাপাড়া রয়েছে। লঙ্কাপাড়া বাগানটি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ। জলপাইগুড়ির রায়পুর বাগানটি প্রায় দেড় দশক ধরে বন্ধ। কাজের সময়কে কেন্দ্র করে শুক্রবার বানারহাটের রিয়াবাড়ি বাগানটি হঠাৎ করে বন্ধ হয়েছে। পুজোর আগে তরাইয়ের ত্রিহানা বাগানটি বন্ধ হয়েছে। গত বুধবার কোচবিহারের বংশীধাম বাগান বন্ধ হয়েছে।

ফেব্রুয়ারিতে নয়া মরশুম চালুর আগে চা বাগানগুলি খুলবে কি? কারও জানা নেই। জয়েন্ট ফোরামের আরেক নেতা জিয়াউল আলমের কথায়, 'এক সময়ে উত্তরবঙ্গ সহ গোটা দেশে ১৩৭টি চা বাগান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরে সমস্ত বাগান ধীরে ধীরে খোলে। সেই সময় সরকার সদর্থক ভূমিকা নিলেও বর্তমানে কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারের ভূমিকাই হতাশজনক। সমস্যা মেটাতে বাগান মালিকদের উদ্যোগী হতে হবে।'

বিয়ের ২২ দিনে তরুণীর মৃত্যু, ধৃত স্বামী

অমিতকুমার রায়

মানিকগঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : সোশ্যাল মিডিয়ায় আলাপ থেকে প্রেম। পরিবার ছেড়ে প্রেমিকের হাত ধরে পালিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসা। ওই ঘটনার ২২ দিনের মাথায় সম্পর্কের করুণ পরিণতি। স্ত্রী পুষ্পা রায়কে (২২) খুনের অভিযোগে স্বামী সঞ্জয় রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মৃতার পরিবার ধৃতের কড়া শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছে। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন নলজোয়াপাড়া এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ শনিবার কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। তদন্ত শুরু হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুষ্পা রাজগঞ্জ থানার অন্তর্গত ফাটাপুকুর পাটাগড়া গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় আলাপের পর তাঁর সঙ্গে নলজোয়াপাড়ার সঞ্জয়ের প্রেম। সঞ্জয়কে বিয়ে করতে চাওয়া। কিন্তু পুষ্পার পরিবারের তাতে ঘোরতর আপত্তি ছিল। ওই তরুণী অবশ্য সেই বাধার কোনও তোয়াক্কা করেননি। বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে সপ্তাহ তিনেক আগে তিনি সঞ্জয়কে বিয়ে করেন। মেয়ে অসুস্থ বলে জানিয়ে শুক্রবার রাতে পুষ্পার বাবার কাছে ফোন যায়। ওই রাতে হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে গিয়ে তিনি মেয়েকে মৃত অবস্থায় স্ট্রেচারে শুয়ে থাকতে দেখেন। পরিবারের দাবি, পুষ্পার গলা সহ শরীরের নানা জায়গায় ক্ষতচিহ্ন ছিল। মৃতদেহ ফেলে রেখে সঞ্জয়ের পরিবারের সদস্যরা গায়েব হয়ে গিয়েছিলেন বলেও অভিযোগ। সঞ্জয়ের বাড়িতে গিয়েও কারও দেখা মেলেনি। পুষ্পার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে মানিকগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ শনিবার সঞ্জয়কে গ্রেপ্তার করে। হলদিবাড়ি থানার পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠায়।

মৃতার মামা নির্মলচন্দ্র রায়ের অভিযোগ, 'সোশ্যাল মিডিয়ায় আলাপের পর থেকেই সঞ্জয় পুষ্পাকে ব্ল্যাকমেল করত। বিয়ে না করলে আত্মহত্যার ভয়ও দেখাত। একারণেই পুষ্পা ওর হাত ধরে বাড়ি ছাড়ে।

এরপর বারোর পাতায়

নজরকাড়া

ইডি'র ঘরে হানা তামিলনাড়ু পুলিশের

▸▸ দশের পাতায়

সাদা বলে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে সামি

▸▸ উনিশের পাতায়

মৌচাকে ঢিল মারাতেই বন্ধ এডুকেশন বিশ্ববিদ্যালয়

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : প্রভাবশালী বেসরকারি বিএড কলেজ মালিকদের মৌরসি পাট্টা হয়ে উঠেছে বাবাসাহেব আম্বেদকর এডুকেশন বিশ্ববিদ্যালয় (বিএড বিশ্ববিদ্যালয়)। ভাড়ার সার্টিফিকেটে কলেজ চালানো, শিক্ষকদের নিয়ম মেনে বেতন না দেওয়া, সরকারের বেঁধে দেওয়া ফি'র বাইরে ভর্তির জন্য বেআইনি উপায়ে লক্ষ লক্ষ টাকা নেওয়া, পরিকাঠামো না থাকা- বিএড কলেজগুলির বিরুদ্ধে এরকম ভূরিভূরি অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন সময় চিঠি দিয়ে সতর্ক করলেও প্রভাবশালীদের দৌরাত্ম্যে কলেজগুলিকে নিয়মে ফেরাতে ব্যর্থ হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এবার কড়া হতেই বেঁধেছে বিপত্তি। তাহলে কি দুর্নীতির মৌচাকে ঢিল মেরেছেন উপাচার্য? আর তাতেই কি স্বার্থে আঘাত লাগতেই উপাচার্যের বিরুদ্ধে তেড়েফুঁড়ে নেমেছেন বেসরকারি কলেজ মালিকদের একাংশ, এসব প্রশ্নেই এখন শিক্ষামহল তোলপাড় হচ্ছে।

বাবাসাহেব আম্বেদকর এডুকেশন বিশ্ববিদ্যালয় (বিএড বিশ্ববিদ্যালয়)-এর নিয়ন্ত্রণে রাজ্যে মোট ৬২৪টি বিএড কলেজ আছে। এর মধ্যে ৬০১টি কলেজই বেসরকারি। সেই কলেজ মালিকদের প্রভাবশালী দু'তিনটি গোষ্ঠীই নিয়মের তোয়াক্কা না করে বছরের পর বছর ধরে বকলমে বিশ্ববিদ্যালয় চালাচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে শাসকদলের কয়েকজন নেতাও আছেন। ভর্তির অনুমোদন বাতিল হওয়া ২৫৩টি কলেজের মধ্যে প্রভাবশালী গোষ্ঠীর মালিকদের বেশ কিছু কলেজ আছে। 'অনুমোদন' বাতিল বুঝেও 'সিট বুকিং'-এর নামে ইতিমধ্যেই ভর্তির জন্য কোটি কোটি টাকা তুলেছেন ওই কলেজ মালিকরা। এখন যে কোনওভাবে পড়ুয়াদের ভর্তি করাতে না পারলে তাঁদের বড়সড়ো সমস্যায় পড়তে হবে, সেকথা ভালোই বুঝেছেন তাঁরা। ফলে পিঠ বাঁচাতে শুরু হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট আটকে আন্দোলন।

অবশ্য সেইসব যুক্তি মানতে নারাজ বেসরকারি বিএড কলেজ মালিকদের সংগঠন অল বেঙ্গল এডুকেশন ফোরামের আহ্বায়ক মলয় পিট। তাঁর কথা, 'উপাচার্য নিজেই দুর্নীতির রাস্তা খুলে দিয়েছেন। দালাল নিয়োগ করেছেন।

এরপর বারোর পাতায়

পাত্র চাই

■ পাত্রী বিহারি, 33/5`, B.A. (H), Eng., SBI ব্যাংকে ক্লার্ক। সরকারি চাকরিজীবী বাঙালি পাত্র চাই। (M) 6295933518. (C/107482)

■ E.B., বৈশ্য সাহা, একমাত্র কন্যা, 25/5`-1", ফর্সা, সুশ্রী, IBM ২য় বর্ষ, Sydney-তে অধ্যয়নরতা, কন্যার জন্য অস্ট্রেলিয়ায় প্রতিষ্ঠিত স্ববর্ণ/অসবর্ণ, অনূর্ধ্ব 30 পাত্র চাই। 2024 জুলাইয়ের পর বিবাহে ইচ্ছুক যোগাযোগ করুন। 9832085610, 7003146152, 8 A.M.-10 A.M./8 P.M.-10 P.M. (C/108219)

■ শিলিগুড়ি, পাত্রী SC, 21/5`, B.A. Bengali Hons., গৃহকর্মে নিপুণা, ২৪ বছরের মধ্যে, শিলিগুড়ির ছোট পরিবারের উপযুক্ত, চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। M-6296398472. (C/112791)

■ কোচবিহার নিবাসী, WB, চ্যাটার্জি, ব্রাহ্মণ, কাশ্যপগোত্র, 32/5`-2 1/2", ফর্সা, নরগণ, মীনরাশি, Eng. M.A., রেলে (NFR) স্থায়ী পদে কর্মরতা, পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 38, ব্রাহ্মণ, সঃ (রাজ্য/কেন্দ্র) বা উচ্চ বেসরকারি পাত্র চাই। M- 9434842796, (WApp) 7029401388. (C/A)

■ কায়স্থ, 36/5`-1", B.Com. (ইংরেজি মাধ্যম), বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, ফর্সা, সুশ্রী, পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। M-9832330541. (C/112793)

■ কায়স্থ, 29/5`-3", কাশ্যপ, M.A., B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী, পাত্রীর কোচবিহার শহরে সরকারি চাকুরে, 30-32'এর পাত্র চাই। M-6294428021. (C/A)

■ পাল, অবিবাহিত, 38, সিস্টার ইনচার্জ গ্রেড (1), পাত্রীর জন্য সঃ চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। Phone No. 8101241374. (C/108353)

■ বারুজীবী, 32, GNM, 5`, সরকারি হাসপাতালে কর্মরতা, একমাত্র কন্যার সরকারি চাকুরে/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র কাম্য। কোচবিহার/আলিপুর জেলা অগ্রগণ্য। (M) 9332966852. (S/C)

■ কায়স্থ (দেবগণ), M.A. (Eng.), B.Ed., 32+/5`-3", প্রতিষ্ঠিত স্কুলের শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত ও শিলিগুড়িবাসী পাত্র চাই, ব্যবসায়ী চলবে। (M) 9593221051. (C/112795)

■ তিলি, পাল, 28+/5`3", M.A, B.Ed, SET, শ্যামবর্ণা, রায়গঞ্জ নিবাসী। M - 7029683512 / 9593805553. (M-TR)

■ ST উরাও 30/5`3" সুশ্রী ফর্সা, বিএসসি নার্সিং কর্মরতা পাত্রীর জন্য চাকুরীজীবী যোগ্য উরাও পাত্র কাম্য। M-9851232850. (M-SM)

■ দাস (Gen) 32/5`3" M.A., B.Ed ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সুপাত্র কাম্য। মালদা / দুই দিনাজপুর অগ্রগণ্য। M - 8927944491 / 9932443053 (W/A). (M-ED)

■ Wanted groom working in Delhi, Mumbai, Pune or Hyderabad for Bengali bride, Kayastha, fair, 4`-11", 25 yrs., B.Tech. (E & T), working in MNC at Noida. Contact : 9969228360, 9969339006. (S/N)

■ কায়স্থ, 5`-2"/29+, B.A. পাশ, সঃ চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 7908504529. (M/G)

■ কলেজ শিক্ষিকা (SC মালো), 32/5`-5", M.Sc., Ph.D. পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। Mob : 8392028129. (C/107359)

■ কায়স্থ, 34/5`-3", M.A., B.Ed., Govt. প্রাইমারি স্কুল শিক্ষিকা, 36 মধ্যে সঃ চাঃ, শিলিগুড়ি নিকটস্থ পূঃ বঃ পাত্র কাম্য। Mob : 6295892741. (B/S)

■ কায়স্থ, 33/5`-1", M.A., ডিভোর্সি। চাকরিরত, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ডিভোর্সি পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 7063811953. (S/M)

■ কায়স্থ কর্মকার, 29 উচ্চতা 5`-1", M.Tech., Computer Engineer Bengaluru-এ কর্মরত, সুশ্রী পাত্রীর জন্য Bengaluru-এ কর্মরত শিক্ষিত সুপাত্র কাম্য। (M) 9593993381. (A/B)

■ নমশূদ্র, ৩৫/৫`-২", হাইস্কুল শিক্ষিকা, স্বল্পদিনের ডিভোর্সি (ইস্যুলেস)। উপযুক্ত সরকারি কর্মচারী (ডিভোর্সি হলেও হবে), ইস্যুলেস, ৩৫-৪২'এর মধ্যে নম্র, ভদ্র পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 9732855401, 9564692863. (C/108357)

পাত্র চাই

■ Gen. Caste, 26+/5`-2", M.A., B.Ed., প্রকৃত সুন্দরী, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সরঃ চাকরিজীবী/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। শিলিঃ কাম্য। (M) 8170932933. (C/112800)

■ ঘোষ, 24, M.A. (M.S.W.), 5`-1", ফর্সা, সুশ্রী, একমাত্র কন্যার সরকারি চাকুরে/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র কাম্য। M- 6297142474. (S/C)

■ কায়স্থ, 30/5`-1", M.A., D.El.Ed., সুশ্রী, ফর্সা, নামমাত্র বিবাহে ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য বিবাহিত/ডিভোর্সি ইস্যুহীন), নেশাহীন উপযুক্ত পাত্র চাই। Caste no bar. শিলিঃ 9093104349. (C/112801)

■ পাত্রী সোম, মধুগল্য, কায়স্থ, 29+/5`-3", H.S. পাশ, ঘরোয়া, ফর্সা, নামমাত্র ডিভোর্সি। উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9434121277. (C/108267)

■ 34+/5`-4", M.Sc., B.Ed., সুশ্রী, সরকারি হাইস্কুলের শিক্ষিকার জন্য শিলিগুড়ি নিবাসী চাকরিজীবী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 8900701437. (C/112802)

■ ব্রাহ্মণ, 25 বৎসর/5`, কোচবিহার নিবাসী একমাত্র কন্যার জন্য চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী অনূর্ধ্ব 35 পাত্র কাম্য। M.No. 9733192048. (C/107358)

■ সাহা, 33/5`, সঃ চাকরি পাত্রীর জন্য সঃ চাকরি (অনূর্ধ্ব 40) কোচবিহার/আলিপুরদুয়ার শহরের পাত্র চাই। (M) 9932390707. (C/107362)

■ ব্রাহ্মণ, ভরদ্বাজ, 5`-5"/27+, B.A., LLB/LLM, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সুযোগ্য পাত্র চাই। (M) 9064070092. (B/A)

পাত্র চাই

■ তিলি, 38/5`-4", M.A., B.Ed., পাত্রীর জন্য 45 বছর বয়সের মধ্যে চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। Ph : 9641687305. (C/108361)

■ কায়স্থ, উজ্জ্বল গায়ের রঙ, চাকরিরতা, কোচবিহার নিবাসী, 31/5`-4", তুলা রাশি, কন্যার জন্য নেশাহীন, শিক্ষিত, সরকারি চাকরিরত (ডিভোর্সি নয়) লম্বা পাত্র কাম্য। মোঃ 9002464517. (A/A)

■ No Caste bar. পাত্রী SC, 34/5`-2", B.A. LLB(H). উপযুক্ত পাত্র চাই, শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9474086074. (C/112806)

■ কুলীন, কায়স্থ, 26/5`-3", M.A., B.Ed. (English), Convent educated, ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের টিচার, বাবা Retd. কেন্দ্রীয় সঃ কর্মী। সুন্দরী পাত্রীর জন্য (সঃ চাঃ/ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার), শিলিগুড়ি, কলকাতা, গুয়াহাটির পাত্র কাম্য। M- 9435381225 (7 P.M.-10 P.M.). (C/108284)

■ ব্রাহ্মণ, ভালো সুদর্শন পাত্র চাই, সুন্দরী, ২৯, B.Tech, ৫`-৭", বেঙ্গালুরু-এ কর্মরতা, পাত্রীর জন্য ছবি সহ যোগাযোগ করুন- 9678894035. (K)

■ জেনারেল মাথাভাঙ্গা 29/5`-9`` উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, নিজ ব্যবসা আছে, পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী চাই। M : 94348-40464. (C/108286)

■ গন্ধবণিক (দত্ত), 34+/5`-4", M.A. (বাংলা-Hons.), ফর্সা, সুন্দরী, ঘরোয়া, নামমাত্র বিবাহে ডিভোর্সি। চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য, কোচবিহার। (M) 8016672978. (C/107364)

পাত্র চাই

■ 34+, ঝা ব্রাহ্মণ (বাঙালি কালচার), বিএ পাশ। পাত্রীর জন্য সুপাত্র কাম্য। মোঃ 9851325347, 7797619717. (C/107944)

■ ব্রাহ্মণ, নর, সুশ্রী, ৩২/৫`-২", M.A., পাত্রীর জন্য সুচাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ভদ্র ব্যবসা, শিক্ষিত সচ্ছল পরিবারের ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। 7718433436. (M/M)

■ দিনহাটা, জেলা কোচবিহার নিবাসী, রাজবংশী, পিতা সরকারি আধিকারিক, 23/5`-2", B.Sc. (H), সুশ্রী কন্যার জন্য সরকারি অফিস/রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক/LIC অফিসে চাকরিরত পাত্র কাম্য। কোচবিহার/আলিপুরদুয়ার /জলপাইগুড়ি জেলা কিংবা শিলিগুড়ি মহকুমার অধিবাসী পাত্র অগ্রগণ্য। (M) 8768717210 (6 P.M. - 10 P.M.) সাক্ষাতে যোগাযোগ কাম্য। (C/108111)

■ কায়স্থ, 43/5`-4", ডিভোর্সি পাত্রীর (12 বঃ ছেলে আছে) জন্য শিলিগুড়ির মধ্যে ডিভোর্সি/বিপত্নীক 47-50 বঃ প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। (M) 8016074989.

■ ক্ষত্রিয় রাজবংশী, ২৭/৫`-২", BE, WB Govt. Jr. Eng. Govt. Service পাত্র চাই। Caste no bar. ৯৮৩০৩৬২৫০৮. (C/108376)

■ বৈদ্য কাশ্যপ গোত্র, 32/5`, সরকারি চাকরিরতা পাত্রীর জন্য শিক্ষিত, সরকারি চাকরিজীবী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9434118639. (C/108280)

■ পাল (কুণ্ডু), ৩৪+/৫`, M.A., পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/চাকরিজীবী, স্ববর্ণ/উচ্চ অসবর্ণ, উপযুক্ত পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9641866309, 9733028249 (6 P.M. - 10 P.M.). (C/108281)

পাত্র চাই

■ শিলিগুড়ি, সাহা, 29/5`-3", M.A., বেসরকারি কর্মরতা, শ্যামবর্ণা পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। (M) 8145272732. (C/108279)

■ যাদব ঘোষ, 33+/5`-1", B.A., ফর্সা পাত্রীর জন্য সঃ চাকুরে/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। Ph : 6295198145. (C/108279)

■ বারুজীবী, 30 বছর, M.A., B.Ed., Guest Teacher, 5`-4", ফর্সা, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 7872853648. (C/108280)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, ৪০/৫`-১০", বেঙ্গালুরুতে MNC-তে উচ্চপদস্থ ম্যানেজার। পাত্রী 31+ উর্ধ্ব, শিক্ষিতা, মার্জিত, সুন্দরী কাম্য। M- 9832370004. (C/112730)

■ ব্রাহ্মণ, 39/5`-7", M.A., একমাত্র পুত্রসন্তান, নিজবাড়ি, সু-উপায়ী (ব্যবসা), উপযুক্ত ব্রাহ্মণ/কায়স্থ, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। Mob- 7044946384. (B/S)

■ পাত্র পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে কর্মরত, বয়স 30+, উচ্চতা 5`-9", একমাত্র পুত্রের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিতা, 26-এর মধ্যে, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। উচ্চতা 5`-এর উপর হতে হবে, জলপাইগুড়ি/শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। M- 7679506246. (C/112789)

■ কায়স্থ, 39+/5`-10", দাবিহীন, মাসিক 50000+, একই ভাই সঃচাকুরে, বাবা পেনশনার, দোতলা বাড়ি, শিলিগুড়িতে, 32 মধ্যে সুমুখশ্রী, শিলিগুড়িস্থ, অমাঙ্গলিক পাত্রী চাই। 9474163202. (C/112790)

পাত্রী চাই

■ সাহা, 36/5`-8", নরগণ, শিলিগুড়িতে নিজেদের দুটি তিনতলা বাড়ি, দাবিহীন, প্রতিষ্ঠিত ঔষধ ব্যবসায়ী, পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুন্দরী, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। M- 9434479413. (C/112797)

■ পাত্র কায়স্থ, 33 বছর, উচ্চতা 5`-7", Chemistry (PG), B.Ed., ICSC অনুমোদিত ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে (H.S.) কর্মরত, পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। M- 9775939691, 9733089044 (5 P.M. to 10 P.M.). (A/B)

■ পাত্র বসাক, ৪৩ বছর, M.A., B.Ed., হাইস্কুল শিক্ষক, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার অন্তর্গত পুলিশে কর্মরতা, উপযুক্ত পাত্রী চাই। M- 9851292089. (C/A)

■ নন্দী, 38+/5`-4", শিলিগুড়ি নিবাসী, B.Com, ব্যবসায়ী, পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী চাই। M.No. 8597282066. (C/112799)

■ ব্রাহ্মণ, 33/5`-9", B.Com. (Hons.), বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, পাত্রের জন্য উপযুক্ত, সুশ্রী, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য, চাকরিরতা চলিবে। M- 9609794750. (C/108270)

■ পঃবঃ কর্মকার, Gen. caste, 33/5`-6" (M.Com.), দেবগণ, হুগলি, নিজ দোতলা বাড়ি, টিউশন করে, সুশ্রী, শিক্ষিত পাত্রী কাম্য। দাবিহীন। M- 7980899278. (C/108270)

■ পাত্র ২৮/৫`-৫", রাজবংশী, জলপাইগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি, B.Tech (IT, JGEC), বেঙ্গালুরুতে Sr. SE পদে কর্মরত-এর জন্য কর্মরতা (IT/MBA, Blr.-এ অগ্রগণ্য), অনূর্ধ্বা ২৭, স্বঃ/অসবর্ণ, সুশ্রী পাত্রী চাই। M- 8436474381. (C/107943)

পাত্রী চাই

■ অধ্যাপক, কায়স্থ, 35/5`-8", কর্মস্থল ফালাকাটা, নিবাস শিলিগুড়ি। উপযুক্ত পাত্রী চাই। M- 9749244255. (C/108375)

■ কায়স্থ, 28+/5`-10", M.Tech, Hyderabad MNC-তে কর্মরত, পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। অবশ্যই শিলিগুড়ির। M- 8918764284. (C/108362)

■ রাজবংশী, B.Tech (Comp. Sc.), ফর্সা, 35+/5`-11", জব-শেয়ার ট্রেডিং, রোজগার 12 লক্ষ টাকা বাৎসরিক প্রায়। সুযোগ্য পাত্রী কাম্য। 28-34 মধ্যে। কোচবিহার। M- 9679081830. (C/107363)

■ পাত্র কায়স্থ, MBBS ডাক্তার, মেডিকেল অফিসার, 29, ফর্সা, সুদর্শন পাত্রী কাম্য। ডাক্তার ও চাকুরে চলবে। জলঃ, কোচঃ, শিলিঃ অগ্রগণ্য। মো- 9083527580. (C/107945)

■ পাল, সরকারি চাকুরে, 29+/5`6" পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। M - 9614906228. (M-TR)

■ সাহা, 29/5`9" সরকারী চাকুরে (Insp. পদে) কর্মরত পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা ঘরোয়া 22-26 এর মধ্যে পাত্রী কাম্য। M : 7001067577. (M-104918)

■ কর্মকার বিপত্নীক 47, মালদা নিজস্ব জুয়েলারী শোরুম, তিনটি ত্রিতল বাড়ি, একমাত্র পুত্র 16, অবিবাহিত / বিধবা নিঃসন্তান 32-37 B.A. সুদর্শনা পাত্রী কাম্য। 8250027848. (M-104916)

■ কায়স্থ, ২৯+/৫`-৭", B.Tech (IT), MNC (Wrok from Home)-এ কর্মরত, সুদর্শন, পাত্রের জন্য তদনুরূপ পাত্রী চাই। জলপাইগুড়ি ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল অগ্রগণ্য। Mob: 9733362203. (C/107946)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ (ডিভোর্সি), 42/5`-4", MNC-র অধীনস্থ RLY-তে Tech. পদে কর্মরত। ফর্সা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। মা রেলের পেনশনার। M- 7063360126. (C/108112)

■ ব্রাঃ, 43 Ph.D. 6`, সঃ হাইস্কুল টিচার, ডিভোর্সি, পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা, যে কোনও কাস্টের পাত্রী কাম্য। M- 7001699369. (C/108372)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 32 বছর বয়সি, American MNC-তে উচ্চপদে কর্মরত, প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য Metro City-তে কর্মরত, সুপাত্রী কাম্য। (No Demand/No caste bar). 080-69141354. (C/108280)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 37/5`-10", কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদে কর্মরত (মুম্বই), পাত্রের জন্য উচ্চশিক্ষিতা, 32-33/5`-4"এর মধ্যে, ফর্সা, স্লিম, সুন্দরী, কায়স্থ, বৈদ্য বা ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার অগ্রগণ্য, শুধুমাত্র অভিভাবকগণ যোগাযোগ করুন। M- 9933317798 (সময়- রাত্রি ৮টার পর)। (C/108248)

■ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কর্মরত, 32 বছর বয়সি, প্রতিষ্ঠিত, একমাত্র পুত্রসন্তান-এর জন্য উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সুপাত্রী কাম্য। 080-69075229. (C/108280)

■ নমশূদ্র, 30/5`-8", B.Tech, Govt. Bank Officer, একমাত্র পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। M- 9734488968. (C/108280)

■ General, 31+/5`-8", M.Tech, Indian Oil-এ অফিসার পদে কর্মরত, পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। M- 7003763286. (C/108280)

■ কায়স্থ, 32/5`-9", M.Tech, MBA, নামী MNC-তে কর্মরত (বছরে 26 লাখ আয়), সুপাত্রের জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্রী চাই। M- 9733066658. (C/108280)

■ কায়স্থ, 32+/5`-7", M.Tech, Railway Group 'A' অফিসার পদে কর্মরত, পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। Caste no bar. M- 9432076030. (C/108280)

■ সুন্নি মুসলিম, 31 বছর বয়সি, M.Tech, State Govt.-এর PWD-তে উচ্চপদে কর্মরত, প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 080-69075229. (C/108280)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 34 বছর বয়সি, কায়স্থ, সরকারি Bank-এ উচ্চপদে কর্মরত, প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। কাস্টবার নেই। 080-69103049. (C/108280)

■ সুন্নি মুসলিম, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কর্মরত, 33 বছর বয়সি, প্রতিষ্ঠিত, একমাত্র পুত্রসন্তান-এর জন্য উত্তরবঙ্গ নিবাসী, সুপাত্রী কাম্য। (No Demand). 080-69141300. (C/108280)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 30, B.Tech, M.Tech, State Govt.-এর PWD-তে উচ্চপদে কর্মরত, প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই, দাবিদাওয়া নেই। 080-69144002. (C/108280)

■ বারুজীবী, 35/5`-4", শিলিগুড়ি নিবাসী, সরকারি চাকুরে, পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। M- 9832080378. (C/108279)

■ দাস, 32+/5`-4", B.Tech, শিলিগুড়ির কাছে বেঃসঃ কোম্পানিতে কর্মরত। শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। কাস্টবার নেই। M- 9641026468. (C/108279)

■ কায়স্থ, ৩৩/৫`-১১", দেবগণ, B.Arc. (Architect), Bangalore-এ কর্মরত (মাঙ্গলিক প্রতিকার করা), পাত্রের জন্য উত্তরবঙ্গের উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (Bangalore বা নিকটস্থ কর্মরত পাত্রী অগ্রগণ্য। M- 9932241976. (C/108280)

■ ব্রাহ্মণ, 30+/5`-6", M.Sc. (Phy.) কেঃসঃ চাকুরে পাত্রের জন্য নিরামিষ, শিক্ষিতা, নম্র, ভদ্র, সুশ্রী, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। যোগাযোগ- 7432087128, 9641003356. (C/108284)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 32/5`-5", H.S. পাশ, একমাত্র পুত্রসন্তান, নিজ বাড়ি, উপযুক্ত, সুশ্রী, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। M- 9679390753. (C/108285)

■ Baisya, 30/6 ft., B.Tech (NIT), Officer in PSU 20 L+ Eggetarian. Father CA, retired Officer of PSU residing at Malda in own house. Suitable match wanted of 26+/5 ft. 04+ of respected family. M- 9109795520. (K)

■ হিন্দু General Caste 5`-9``, জন্ম জুলাই 1983, ডিভোর্সি, Master Degree from IIIT Allahabad, MNC-তে উচ্চপদস্থ পাত্রের জন্য 34-এর মধ্যে সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। জাতিগত বাধা নাই। M,W/ App : 9479792676. (K)

■ আলিম্যান গোত্র, 29+/5`-3", M.A. (Bengali), উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুন্দরী, ঘরোয়া (তেলি পাল) পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা/চাকরিজীবী পাত্র চাই। কোচবিহার, তুফানগঞ্জ, আলিপুরদুয়ার অগ্রগণ্য। মোঃ 7318614442. (S/A)

■ ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য, ৩১/৫`-২", B.Sc. (H), B.Ed., পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। কোচবিহার অগ্রগণ্য। পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও সঃ চাকুরে। (M) 7047012180. (B/S)

■ কাশ্যপ, দাস, 29/5`, M.A., শিলিগুড়ি নিবাসী, Pvt. Company-র Owner পাত্রীর জন্য উপযুক্ত শিলিগুড়ি নিবাসী সুপাত্র চাই। Mob : 9641040666. (C/112805)

■ EB কর্মকার, দিল্লি নিবাসী, 28/5`-4", B.Tech., MNC-IT গুরগাঁওতে কর্মরতা, পাত্রী ফর্সা, অতীব সুন্দরী। পিতা উঃ পদস্থ সঃ রিটায়ার্ড অফিসার, বনেদি পরিবার, আদি নিবাস মালদায়। উচ্চশিক্ষিত/সুযোগ্য সঃ/বেসঃ চাঃ, স্বঃ/অসঃ পাত্র কাম্য। (M) 9873709845. (S/T)

■ সাহা, 36/5`-5", B.A., Geo. (H), সুশ্রী, 37/41 বয়সের উপযুক্ত পাত্র চাই। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9800179955. (C/107949)

■ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে গ্রুপ-A গেজেটেড অফিসার, 33, ফর্সা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। গ্রুপ-A গেজেটেড অফিসার এবং শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9883892316. (C/108274)

■ ব্রাহ্মণ, 33 বছর 5`-4", আইনজীবী। পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9434411534, 9735070908. (C/108368)

■ পাত্রী কুণ্ডু, 36/5`-1", B.A., সরকারি চাকরিরতা, ফর্সা, সুশ্রী, ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ি নিবাসী সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। Ph : 7029089116. (C/108274)

■ কুলীন কায়স্থ, 31+/4`-11", ফর্সা, স্লিম, B.Tech., Govt. Polytechnic Lecturer Gr.-A (স্থায়ী) পদে কর্মরতা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য (ST বাদে)। (M) 9563111528. (C/107947)

■ কায়স্থ, 23/5`-3", M.A. Pass, ঘরোয়া, পরমাসুন্দরী পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্র চাই। (M) 9733088858. (C/108280)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 28+ বছর, প্রকৃত সুন্দরী, M.Sc., Ph.D., রাজ্য সরকারের অধীনে কর্মরত পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী পাত্র চাই। 080-69103049. (C/108280)

■ গোস্বামী, 33/5`-3", SSC শিক্ষিকা। অনূর্ধ্ব 36 উচ্চপদস্থ (স্থায়ী) সঃ চাকরিজীবী জেনারেল কাস্ট পাত্র চাই। APD/COB অগ্রগণ্য। (M) 9733046780 (8 P.M. - 10 P.M.). (C/108374)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 27 বছর বয়সি, 5`-3", M.Tech., MNC-তে Work from home কর্মরত, সুন্দরী পাত্রীর জন্য কাম্য সরকারি বা MNC অধীনে চাকরিজীবী উপযুক্ত পাত্র। No caste bar. 080-69141354. (C/108280)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 26, M.Sc., সুন্দরী, ঘরোয়া, প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। 080-69144002. (C/108280)

■ কায়স্থ, 40/5`-7", শিক্ষিত, ব্যবসায়ী, পাত্রীর জন্য স্ব/অসঃ, অনূর্ধ্ব 34, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। ফোন- 8348907295. (C/108108)

■ ব্রাহ্মণ, 30+/5`-5", APD নিবাসী, সরকারি চাকরিজীবী, পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। M- 9434608873. (C/108109)

■ বিপত্নীক, 48+, সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মী, উপযুক্ত সরকারি কর্মী/শিক্ষিকা পাত্রী চাই। Ph. 9832516332, 7076854139. (C/112794)

■ ঘোষ, 31, হালিশহর নিবাসী, WB, বেসরকারি কর্মরত। ঘরোয়া, সুশ্রী, নিম্ন/মধ্য পাত্রী চাই। সত্বর পরিবার ও ঘটক- 7980502076. (C/108110)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 28+/5`-6", B.Tech, MNC-তে কর্মরত, পাত্রের জন্য শিক্ষিত, ঘরোয়া, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। কুলীন অগ্রগণ্য, সরাসরি যোগাযোগ- 9862582604. (C/107938)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, M.P., গন্ধবণিক, কায়স্থ, দত্ত, ৩৯/৫`, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। M- 9475914007. (C/107940)

■ কায়স্থ, ঘোষ, ৩৩ বছর, ৫`-৫" উচ্চতা, বিএ পাশ, গৃহশিক্ষক, কম্পিউটার জানা আছে, একমাত্র সন্তান, পিতা সরকারি চাকরি অবসরপ্রাপ্ত। মোঃ ৯৬৪১৪২৭০৫৭। (C/107939)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, 31/5`-7", মাহিষ্য, SC, M.Sc. (Math), B.Ed., D.El.Ed., Govt. প্রাইমারি শিক্ষক, অনূর্ধ্ব 27, সুশ্রী, শিক্ষিতা, বাঙালি পাত্রী চাই (কেবলমাত্র অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন)। M- 8609695970. (C/107936)

■ একমাত্র পুত্র, কায়স্থ, 36+, উচ্চতা 5`-3", বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, শিক্ষিতা, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। M- 9733476797 (9 P.M. to 10 P.M.) (U/D)

পাত্রী চাই
28+/5'9" ব্রাহ্মণ ডিভোর্সী BE, MBA IT (Multinational) Co. তে কর্মরত। কলকাতায় নিজস্ব 3BHK ফ্ল্যাট ও গাড়ি আছে। অনূর্দ্ধ 27 অবিবাহিতা/ ডিভোর্সী ফর্সা, সুশ্রী, শিক্ষিতা, ঘরোয়া, ইসুলেস ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ বা জেনারেল কাস্টের পাত্রী চাই। শীঘ্র বিবাহ।
M: 8668844390

■ কায়স্থ, ৩৪, সিংহ, দেবারি, ৫`-১০", ট্যাক্স অ্যান্ড প্রপার্টি কনসালটেন্ট অ্যাডভোকেট, শিলিগুড়িতে নিজস্ব ফ্ল্যাট ও চেম্বার, বার্ষিক ৮ লাখ, উপযুক্ত পাত্রী চাই। মোবাইল- ৬২৯৪২৫১৯৩৬। (C/107361)

■ কায়স্থ, 27+/5`-6", সুদর্শন, শিলিগুড়ি (পূঃবঃ) নিবাসী, B.Tech (civil), প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী (Industries), সম্ভ্রান্ত পরিবারের একমাত্র সন্তান, কনভেন্টে পড়া শিক্ষিতা, অনূর্ধ্ব 24 বঃ, ন্যূনতম 5`-2", সম্ভ্রান্ত পরিবারের, ঘরোয়া, স্লিম, ফর্সা, প্রকৃত সুন্দরী পাত্রী কাম্য। উঃবঃ অগ্রগণ্য। M- 8653808209. (C/108282)

■ বারুই, 35+/5`-7", M.A., B.Ed., SSC Upper Primary উত্তীর্ণ, গৃহশিক্ষক, ব্যবসা, উপযুক্ত পাত্রী চাই। M- 8927704655. (S/C)

■ কায়স্থ, রায়গঞ্জ, অবিবাহিত 42/5`11", Group A অফিসার দাবিহীন পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। No Caste bar. 7076189510. (M-TR)

■ পাত্র হাওড়া নিবাসী, GEN., রায় ২৯/৫`-৩", Company : Cognizant, Desigration : Senior drug Safety Specialists. Package : 9 lacs per annum, বাবা অবসরপ্রাপ্ত রেলের ইঞ্জিনিয়ার, সুন্দরী, শিক্ষিত, রুচিশীল পরিবারের ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। Caste no bar. Ph. No. 8906872174. (C/108364)

■ শিলিগুড়ি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ (Govt. Auditor.) 44+/5`-7", ডিভোর্সি (7 দিন), ভদ্র পরিবারের, উচ্চশিক্ষিতা, সুন্দরী, কর্মরতা, ঘরোয়া, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, অবিবাহিতা, ব্রাহ্মণ/বৈদ্য পাত্রী কাম্য। M- 9233193067. (C/108273)

■ বারুজীবী, 5`-8", বঃ 34, দেবারিগণ, বিটেক, এসবিএ, হায়দ্রাবাদে স্টার্ট আপে C.E.O. পদে আছে। ডিভোর্সি, ইস্যু নেই। সুশ্রী, নম্র, হাসিখুশি পাত্রী কাম্য। কায়স্থ চলিবে, আলিঃ নিবাসী, কোচঃ, উঃবঃ অগ্রগণ্য। M- 9635885649. (U/D)

■ মাহিষ্য (দাস), 30, MNC (IT sector)-তে চাকরিরত, উপযুক্ত, সুশ্রী, শিক্ষিত পাত্রী কাম্য (ঘরোয়া বা চাকরিজীবী হলেও চলবে। North Bengal, Kolkata, Pune, Bangalore অগ্রগণ্য। বিবাহ প্রতিষ্ঠান/ঘটক যোগাযোগ করবেন না। No caste bar. M- 8910030231. (C/108366)

■ সাহা, 37/5`-6", বিকম, ঔষধ ব্যবসায়ী, পাত্রের জন্য স্লিম, সুশ্রী, অনূর্ধ্ব 30 পাত্রী কাম্য। শিলিগুড়ি বাদে। M- 9531621709. (C/108370)

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সপ্তাহ ধরেই নানা রকম কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তাও কেটে যাবে। ব্যবসার জন্যে নেওয়া ধার শোধ হওয়ায় চিন্তামুক্ত হবেন। মাথার যন্ত্রণা নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। বিদেশে যাওয়ার বিষয়টি ঠিক হতে পারে।

বৃষ : ছেলের বিদেশে যাওয়ার বাধা কেটে যাওয়ায় আনন্দ। নিজের ব্যবসার কাজে দূরে কোথাও যেতে হতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য মিলবে। পথে খুব সাবধানে চলুন।

মিথুন : বাবার সঙ্গে ভ্রমণে বের হয়ে আনন্দ। মেয়ের পরীক্ষার ফলে আনন্দ। ব্যবসায় এ সপ্তাহে লগ্নি না করাই ভালো। বাড়ি সারাতে গেলে প্রতিবেশীর সঙ্গে অবশ্যই কথা বলে নিন। রাজনীতির ব্যক্তি হলে সামান্য ভুলে বড় ক্ষতির সামনে দাঁড়াতে হতে পারে। প্রেমে শুভ।

কর্কট : বারবার যে কাজ করতে গিয়েও সফল হচ্ছিলেন না, এ সপ্তাহে সেই কাজে সাফল্য পাবেন। পথে চলতে খুব সাবধানে থাকুন। কোনও বিপন্ন সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। অফিসে কোনও জটিল কাজে সফল হয়ে জনপ্রিয় হবেন। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে।

সিংহ : ব্যবসার প্রয়োজনে বেশ দূরে যেতে হতে পারে। সংগীত ও অভিনয়শিল্পী হলে এই সপ্তাহে ভালো কাজ পেতে পারেন। যেচে কাউকে উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। সামান্য নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুন। দাঁত নিয়ে সমস্যা।

কন্যা : এ সপ্তাহে বেশ কিছু ঋণ শোধ করতে হবে। কোনও ভালো সম্পর্ক ভেঙে যেতে পারে। ব্যবসা নিয়ে দুশ্চিন্তা হতে পারে। সন্তানের পরীক্ষার সাফল্যে আনন্দ। দীর্ঘদিনের পুরোনো বন্ধুকে খুঁজে পাবেন। কোনও গোপন প্রকাশ্যে আসায় অস্বস্তি বাড়বে।

তুলা : ছেলের চাকরি পাওয়ার সংবাদে খুশি হবেন। হঠাৎ দীর্ঘদিনের পুরোনো বন্ধুকে কাছে পেয়ে খুশি হবেন। বাড়িতে আত্মীয়স্বজন আসায় আনন্দ। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ক্ষতি করবে। মাথা যন্ত্রণায় ভোগান্তি।

বৃশ্চিক : পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে বের হয়ে বেশ আনন্দ। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে মতবিরোধ। অন্য কারোর জিনিস নিজের কাছে রাখবেন না। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। অতিরিক্ত পাওয়ার আশা ত্যাগ করুন।

ধনু : বাবা ও মায়ের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। নতুন গাড়ি কেনার সুযোগ মিলবে। হঠাৎ নতুন চাকরিতে যোগ দিতে পারেন। সামান্য কারণে প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে গণ্ডগোল হতে পারে। আগুন ব্যবহারে খুব সতর্ক থাকবেন। প্রেমের সঙ্গীকে বেশ কিছু সময় দিন।

মকর : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভালো ফল হবে। বিদেশে চাকরিরত ছেলের উন্নতির খবর পেয়ে খুশি হবেন। হঠাৎ ব্যবসার কারণে অন্য শহরে যেতে হতে পারে। উচ্চশিক্ষার সুযোগ মিলবে। অন্য কারোর জন্যে ভালো কাজ করেও খারাপ কথা শুনতে হতে পারে। চোখের সমস্যা কমবে।

কুম্ভ : ঘরবাড়ি সারানোর কাজে সারা সপ্তাহটাই সময় দিতে হবে। ভাইয়ের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ লাভ। অফিসে এ সপ্তাহে নতুন কোনও দায়িত্ব নিতে হবে। পথে চলতে খুব সাবধান থাকবেন। প্রেমের সঙ্গীকে অন্য কারোর কথায় বিচার করতে যাবেন না।

মীন : ব্যবসার কারণে ধার করতে হতে পারে। দাম্পত্যে সামান্য কারণ নিয়ে মনোমালিন্য হতে পারে। বাবার পরামর্শে নতুন ব্যবসার অগ্রগতি। হঠাৎ কারোর শরীরের কারণে অনেক টাকা খরচ হতে পারে। যে ব্যবসা ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবছিলেন, সেই ব্যবসায় উন্নতি। শ্লেষ্মা জাতীয় অসুখে ভোগান্তি বাড়বে।

একত্রিশ বছর ধরে বাঙালির মন জুড়ে
31
বছর উদযাপন
অঞ্জলি জুয়েলার্স
সূচনা ১৯৯২

অঞ্জলির জন্মদিনে সোনা কিনলে সোনা ফ্রি*

4 ডিসেম্বর
আপনার জন্মদিন হলে
সোনার গয়নার মজুরিতে
পান 100%# ছাড়!

গ্রহরত্নে
10%
ছাড়!
(হিরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)

হিরের গয়নার
মজুরিতে
50%**
পর্যন্ত ছাড়!

সোনার গয়নায়
প্রতি গ্রামে
₹200 +
₹100*
ছাড়!

পুরোনো গয়না বদলে নতুন গয়না কিনুন

1 থেকে 4 ডিসেম্বর, 2023 পর্যন্ত

অঞ্জলি জুয়েলার্স

সবার জন্য

GET IT ON Google Play
Download on the App Store
অঞ্জলি জুয়েলার্স অ্যাপ
ইনস্টল করুন ও সহজেই
অনলাইন এ কেনাকাটা করুন

নতুন শোরুমঃ কাঁথি । আসানসোল । আরামবাগ

QR কোড
টি স্ক্যান করে
Website থেকে
গয়না কিনুন

গোলপার্ক । শোভাবাজার । সল্টলেক বি ই । সল্টলেক এইচ এ । বেহালা । হাওড়া পঞ্চাননতলা । বারাসাত ডাকবাংলো মোড় । শিলিগুড়ি আশ্রম পাড়া । বৌবাজার । বহরমপুর । গড়িয়া
হালিশহর কাঁচরাপাড়া বাগ মোড় । চুঁচুড়া খড়ুয়া বাজার ঘড়ির মোড় । বড়িশা(শীলপাড়া) । বর্ধমান । হাবড়া । সোদপুর । শ্রীরামপুর । মালদা । দুর্গাপুর । তেঘরিয়া(বাগুইআটি)
মেদিনীপুর(পশ্চিম) । কৃষ্ণনগর । নয়াদিল্লি । আউটলেটঃ শিয়ালদহ স্টেশন । এছাড়া আমাদের আর কোনও শাখা নেই।

Gifty উপহার দেওয়ার সেরা ও সহজ মাধ্যম | গয়না কিনুন অনলাইনে, www.anjalijewellers.in - এ | anjalijewellerskolkata anjalijewellersbharat anjalijewellers@anjalijewellers | আমাদের ফলো করুন:

মমতার সফরে দুটি শিল্প সম্মেলন

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : উত্তরের উন্নয়নে পর্যটন নজরে। পর্যটনকে শিল্পের মর্যাদা দেওয়ার পর এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য এবার রাজ্য উদ্যোগী হল। তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাহাড় সফরের সময় যেমন ট্যুরিজম কনক্লেভ হতে চলেছে, তেমনই নর্থবেঙ্গল বিজনেস সামিটের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কনক্লেভের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার সরাসরি উদ্যোগ নিলেও, কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ (সিআইআই) এবং ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স (আইসিসি) যৌথভাবে সামিটের দায়িত্বে রয়েছে। দুটি ক্ষেত্রেই মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী উপস্থিত থাকবেন। কনক্লেভ এবং সামিট, উত্তরের শিল্পপতিরা দুটি সম্মেলনেই পর্যটনকে কেন্দ্র করে বিনিয়োগের আশা করছেন। পাশাপাশি, শিল্প সমস্যা মিটবে বলেও তাঁদের আশা।

বিশ্ববঙ্গ শিল্প সম্মেলন থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গে বিশেষ নজর দেওয়ার কথা বলেছিলেন। এবার তাঁর উত্তরবঙ্গ সফরকালেই শিলিগুড়িতে একদিনে জোড়া শিল্প সম্মেলন হচ্ছে। ৭ ডিসেম্বর সকালে কাওয়াখালির বিশ্ব বাংলা শিল্পী হাটে নর্থবেঙ্গল বিজনেস সামিট হবে এবং ওইদিন বিকেলে হিলকার্ট রোডের একটি হোটেলে ট্যুরিজম কনক্লেভ হবে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, দুটি ক্ষেত্রেই রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পপতিরা উপস্থিত থাকবেন। পর্যটন দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'মূলত উত্তরবঙ্গের পর্যটনে বিনিয়োগের লক্ষ্যে কনক্লেভ করা হচ্ছে। আমারা আশা করছি পাহাড়ের পাশাপাশি সমতলেও মোটা অঙ্কের বিনিয়োগ হবে। ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি যেমন হবে, তেমনই পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটবে।'

কাওয়াখালির এই শিল্পী হাটেই নর্থবেঙ্গল বিজনেস সামিট হবে মুখ্যমন্ত্রীর সফর চলাকালীন। ছবি ঃ শান্তনু ভট্টাচার্য

লক্ষ্য পর্যটন

- ৭ ডিসেম্বর সকালে কাওয়াখালির বিশ্ব বাংলা শিল্পী হাটে নর্থবেঙ্গল বিজনেস সামিট
- সেদিন বিকেলে হিলকার্ট রোডের একটি হোটেলে ট্যুরিজম কনক্লেভের সিদ্ধান্ত
- দুটি সম্মেলনেই পর্যটনকে কেন্দ্র করে বিনিয়োগের আশা উত্তরবঙ্গের শিল্পপতিদের

সিআইআই এবং আইসিসি বিজনেস সামিট নিয়েও আশাবাদী। বিনিয়োগের পাশাপাশি শিল্প সমস্যাগুলি মিটবে বলে শিল্প এবং বণিক সংগঠন দুটি আশায় রয়েছে। আইসিসির তরফে দিলীপ দুগার বলেন, 'মুখ্যসচিবের পাশাপাশি শিল্প সম্পর্কিত প্রতিটি দপ্তরের সচিবরা উপস্থিত থাকবেন। কী কী সমস্যা দেখা দিচ্ছে, সেই তালিকা তৈরি করতে বলা হয়েছে। ফলে সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেমের মাধ্যমে সমস্যাগুলির সমাধান হবে বলে আশা করছি।'

সিআইআইয়ের উত্তরবঙ্গ জোনের চেয়ারম্যান প্রদীপ আগরওয়ালের বক্তব্য, 'সমস্ত ক্ষেত্রেই উত্তরবঙ্গের বিকাশ ঘটছে। রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় শিল্পক্ষেত্রেও উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি এখন আর পিছিয়ে নেই। নতুন বিনিয়োগের মধ্যে দিয়ে পর্যটন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রও উপকৃত হবে বলে আমরা বিশ্বাসী।' প্রশাসনিক একটি সূত্রে খবর, শুক্রবার পর্যটন দপ্তরের শীর্ষকর্তাদের উপস্থিতিতে ট্যুরিজম টাস্ক ফোর্সের বৈঠক হতে পারে।

জলপাইগুড়ি থেকে গজলডোবা রাস্তার এমনই হাল হয়েছে।

গজলডোবার রাস্তা সারানোর দাবি এনবিএসটিসির

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : দীর্ঘ বছর ধরে জলপাইগুড়ি থেকে গজলডোবা যাওয়ার প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার রাস্তাটি খারাপ হয়ে রয়েছে। অথচ রাস্তা মেরামতির উদ্যোগ নেই। বেহাল এই রাস্তায় সরকারি বাসের যন্ত্রাংশের ক্ষতি হচ্ছে। জ্বালানি বেশি পুড়ছে। সময় বেশি লাগছে। রাস্তার ধুলোতে যাত্রীদের কষ্ট হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের জলপাইগুড়ির নেতাজিপাড়া বাস ডিপো থেকে জলপাইগুড়ি থেকে বোদাগঞ্জ, টাকিমারি, মিলনপল্লি হয়ে গজলডোবা হয়ে ওদলাবাড়ি পর্যন্ত বেহাল রাস্তা নিয়ে জেলা শাসকের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

জেলা শাসকের কাছে জানানো হয়েছে, রাস্তাটি দ্রুত মেরামত করা না হলে যাত্রী পরিষেবা দেওয়া মুশকিল হয়ে যাবে। এই রাস্তায় প্রাণ হাতে নিয়ে অফিসে যাতায়াত করতে হয় বলে সরকারি কর্মী ধ্রুবজ্যোতি সাহা জানান। এক নিত্যযাত্রী সুনির্মল বিশ্বাস বলেন, 'বর্ষাকালে গেটবাজার দিয়ে ঘুরে বাইকে ওদলাবাড়ি যাতায়াত করি। নয়তো যে কোনও সময় বাস উলটে মৃত্যু হতে পারে।' গজলডোবার পর ওদলাবাড়ি যাওয়ার ক্যানাল থেকে যাওয়ার রাস্তাও বেহাল হয়ে রয়েছে। প্রায়ই কাঠামবাড়ি দিয়ে ঘুরপথে যেতে হচ্ছে বাসটিকে। এই রুটে এই একটাই সরকারি বাস চলে। সাধারণ মানুষ থেকে নিত্যযাত্রী, ছাত্রছাত্রী সকলে এই সরকারি বাসের উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া গজলডোবা পর্যটন কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য ভরসা এই বাস। দিনে দু'বার যাতায়াত করে। এক বাসকর্মীর মতে, সরকারি বাস বলেই চলছে। বেসরকারি বাস হলে কবে বন্ধ করে দিত। এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'বেশ কিছু রাস্তার বেহাল দশার কারণে বাসের ক্ষতি হচ্ছে। আমরা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনকে জানিয়েছি।'

এই রাস্তা জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের অধীনে রয়েছে। কিন্তু আড়াই বছর ধরে রাস্তার বেহাল দশা। গত বছর পূর্ত দপ্তর রাস্তা করার ডিপিআর জমা দিলেও মেরামতিতে উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

জেলা শাসক শামা পারভিন বলেন, 'দ্রুত রাস্তা মেরামতির জন্য পূর্ত দপ্তর ও জেলা পরিষদকে জানানো হয়েছে।' পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থার কার্যনির্বাহী ইঞ্জিনিয়ার জ্যোতির্ময় সিনহা বলেন, 'পূর্ত দপ্তর করবে বলে আমরা উদ্যোগ নিইনি। এবার ডিপিআর তৈরির কাজ চলছে। আশা করি রাস্তা নির্মাণের কাজ আগামী বছর মার্চে শুরু করা যাবে।'

ডিএ দাবি শিক্ষকদের

লাটাগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : লাটাগুড়িতে নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভা হল শনিবার। রবিবার লাটাগুড়ির বেসরকারি রিসর্টে সমিতির ৩১তম জলপাইগুড়ি জেলা সম্মেলন হবে। তারই প্রস্তুতি হিসেবে এদিনের সভা।

স্থানীয় নেতাজি ক্লাব প্রাঙ্গণে এদিনের সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সম্পাদক ধ্রুবশেখর মণ্ডল, জেলা সম্পাদক শেখর মণ্ডল, রাজ্য সভানেত্রী শ্যামলী হালদার প্রমুখ। বক্তারা বকেয়া মহার্ঘ ভাতা চালু, শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা, শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের বিরোধিতা সহ নানা দাবি তুলে ধরেন।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৩৯০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৪২০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬১০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৭৭৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৭৭৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, PWD, Cob. Divn. invites online e-tender (e-NIT 23), Tender Id: 2023_WBPWD_610482_1, Bid submission start date: 06.12.2023. Bid submission closing date: 12.12.2023. Downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- EE, PWD, COB. DIVN. ICA-T24397(4)/2023

ডুয়ার্স উৎসবে ঠান্ডা লড়াই সৌরভ-সুমনের

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২ ডিসেম্বর : গত বছরও দুজনে ছিলেন যুযুধান দুই শিবিরে। তাঁদের চাপানউতোরে যেন এক আলাদা মাত্রা পেয়েছিল গত বছরের ডুয়ার্স উৎসব। রাজনীতির পাকেচক্রে এবছর তাঁরা দুজনেই এক শিবিরে। 'রাজনৈতিক মিত্র'। খালি তাই নয়, ডুয়ার্স উৎসবের আয়োজনে দুজনেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ময়দানে। এবছরের ডুয়ার্স উৎসবে ডুয়ার্সবাসী তাহলে কী দেখবেন? সৌরভ-সুমন দোস্তি? নাকি কুস্তি? সেই জল্পনায় সরগরম স্থানীয় রাজনৈতিক মহল।

২৮ ডিসেম্বর থেকে আলিপুরদুয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ডে শুরু হচ্ছে ১৮তম ডুয়ার্স উৎসব। তার আগে কোনও আয়োজনে খামতি রাখতে চাইছে না উৎসব কমিটি। এদিকে, উৎসব কমিটির অন্দরেই একটা ঠান্ডা লড়াই চলছে কমিটির দুই মাথার মধ্যে। একজন আলিপুরদুয়ারের বর্তমান বিধায়ক, অপরজন প্রাক্তন বিধায়ক। গতবছর উৎসব নিয়ে বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল ও এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তীর মধ্যে ঠোকাঠুকি লেগেছিল। তবে সেবার তাঁরা বিরোধী দলে ছিলেন, এবছর ঘাসফুলেরই দুই 'পাপড়ি'।

নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিটে দাঁড়ানো সৌরভকে হারিয়ে আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক হন সুমন। তারপর থেকেই সম্মুখসমরে নামেন দুজনে। গতবারের ডুয়ার্স উৎসবে তাই একে অপরকে নিশানা করে তোপ দাগা স্বাভাবিক ছিল। গত ডুয়ার্স উৎসবের সময় সুমন ছিলেন বিজেপির বিধায়ক। উৎসব কমিটির বৈঠকে বা অনুষ্ঠানে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি দেখে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন। প্রতিবাদস্বরূপ সুমন সহ আলিপুরদুয়ারে বিজেপির অন্য বিধায়করা টিকিট কেটে ডুয়ার্স উৎসবে প্রবেশ করেছিলেন সকলের নজর কাড়তে।

চুপ ছিলেন না সৌরভও। উৎসব কমিটির তরফে কড়া জবাব দিয়েছিলেন সব অভিযোগের। কিন্তু এবছর সেসব অতীত। ১৮তম ডুয়ার্স উৎসব কমিটির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে সৌরভ চক্রবর্তী। আর কার্যনির্বাহী সভাপতির দায়িত্বে সুমন কাঞ্জিলাল। এক বছরের মধ্যে সব মতভেদ মুছে যাবে?

যদিও যাঁদের নিয়ে আলোচনা, সেই দুজনে মতানৈক্যের বিষয়টিকে তেমন আমল দিতে চাইছেন না। দুজনেই উৎসবের সাফল্য চাইছেন। বিধায়কের ভূমিকা কী, তা নিয়ে সৌরভ বলেন, 'এবছর ডুয়ার্স উৎসব 'আমি' নয় 'আমরা' নীতিতে চলবে। সব কাজের জন্য কমিটি করা হয়েছে। বিধায়কও রয়েছেন কমিটিতে। সবাই মিলেই কাজ হবে।' অন্যদিকে সুমনের কথায়, 'ডুয়ার্স উৎসবের জন্মলগ্ন থেকে আমি সঙ্গে রয়েছি। মাঝখানের কয়েকবছর ছিলাম না। এবছর ডুয়ার্স উৎসব কীভাবে সফল করা যায়, আমাদের সবার চেষ্টা সেটাই। যাতে অনেক বেশি মানুষ এই উৎসবে শামিল হতে পারেন।'

দুজনে একসঙ্গে চলার রব ওঠালেও অন্দরের ছবিটা কিন্তু আলাদা। আর সেটা কমিটির অন্য সদস্যদের কাছেও স্পষ্ট। গত সোমবার উৎসব কমিটির বৈঠকেই তার ঝলক দেখা যায়। বৈঠকে কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি উৎসবের প্রবেশমূল্য তুলে দেওয়ার প্রস্তাব দিলেও সেটা নিয়ে আপত্তি জানান কমিটির সাধারণ সম্পাদক সহ অনেকেই। প্রথম বৈঠকেই দুই হোতার দুই রকম মত দেখা গিয়েছে। আগামীতেও হবে না তো? সেটাই দেখার।

একনজরে

- গতবছরের ডুয়ার্স উৎসব কমিটির কাজ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন বিধায়ক সুমন
- প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ তার জবাবও দেন
- এবছর দুজনে তৃণমূলের সদস্য হওয়ার পাশাপাশি ডুয়ার্স উৎসব কমিটির শীর্ষপদে রয়েছেন
- একসময়ের সম্মুখসমর তাই এখন ঠান্ডা লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে
- দুজনের এই মতভেদ এবার আয়োজনে ছাপ ফেলবে কি না, প্রশ্ন রয়েই যাচ্ছে

সামসিংকে দার্জিলিংয়ে জোড়ার দাবি গুরুংয়ের

সামসিং, ২ ডিসেম্বর ঃ সামসিং মৌজাকে দার্জিলিংয়ের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানালেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং। শনিবার সামসিং টপ লাইনে এক কর্মীসভায় এই দাবি জানান গুরুং। পাশাপাশি সামসিং চা বাগানের বেহাল অবস্থার জন্য রাজনৈতিক দলের নেতাদের তোপ দাগেন তিনি। এখানকার বিধায়ক ও সাংসদরা সামসিংয়ের উন্নয়নের জন্য কোনও কাজ করেননি বলেও অভিযোগ করেন গুরুং। নাগরাকাটা বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক পুনা ভেংরা বলেন, 'বিমল গুরুং কে আমি তাকে চিনি না। ভোট এলেই এঁরা মানুষের দুঃখের কথা শুনতে আসেন। এতদিন সামসিং বাগান যখন বন্ধ ছিল তখন কোথায় ছিলেন তিনি। তিনি আবার ডুয়ার্সে এসে অশান্তি তৈরি করার চেষ্টা করছেন।'

কর্মীসভায় গুরুং বলেন, 'বর্তমানে কাজের অভাবে এখানকার ছেলেমেয়েরা বাইরে যাচ্ছে। নেতারা এখানকার জনগণকে নিয়ে শুধু রাজনীতিই করছেন। উন্নয়নের জন্য কিছু করছেন না।' দেড় মাসের মধ্যে যদি সামসিং বাগানের সমস্যার সমাধান না হয় তাহলে জলপাইগুড়িতে ধর্নায় শামিল হবেন তিনি।

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি/ইএল/১৬/২৩-২৪। নিম্নে উল্লিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. এপি/ইএল/১৬/২৩-২৪। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলে-আলিপুরদুয়ার জংশনে ১৫ টি বিদ্যুতায়িত মহিলা আরপিএফ ব্যারেকের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ, মালবাজার এবং আলিপুরদুয়ারে বিশ্রাম গৃহের নবনির্মাণের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ এবং কোকরাঝাড়ে আরপিএফ পোস্টের বৈদ্যুতিকরণ কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ১২,৫৪,৮২২,৯০ টাকা। বায়না রাশিঃ ২৫,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময় ২৬-১২-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২৬-১২-২০২৩ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ ইলেক্ট (জি), আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। বিস্তৃত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/জি, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"গ্রাহকের পরিষেবায়"

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজগুলি
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./৬৯ অফ ২০২৩; তারিখ ঃ ২৯-১১-২০২৩; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং ঃ ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ এডিইএন/দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের এখতিয়ারের অধীনে ডিএইচআর (এনজি) ডিভিশনে (মোট-৩৭৬টি) স্টিল চ্যানেল স্লিপার সহ এনজি টিবিটিআর (মোট সেতু-৩৩টি)। টেন্ডার মূল্য ঃ ৬০,৯৮,০৯৪.৮৫ টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ১,২২,০০০/- টাকা; টেন্ডার নং ঃ ২; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নিষ্কাশনের উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্য ঃ ২,৪৭,১৭,০৪৭.৬৭ টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ২,৭৩,৬০০/- টাকা; টেন্ডার নং ঃ ৩; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ কাটিহার ডিভিশনের পাকুর/বড়ুডিহ/তালঝাড়ি/রাজগ্রাম -এর খনি থেকে ৫০ মিমি আকারের মেশিনে চূর্ণ পাকুড় জাতের ব্যালাস্টের উৎপাদন ও সরবরাহ। টেন্ডার মূল্য ঃ ৮,৯৬,৯১,১২০/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ৫,৯৮,৫০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ২৮-১২-২০২৩ তারিখে ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ২৮-১২-২০২৩ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

টিউশন

■ ময়নাগুড়ি আনন্দনগরে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সকল বিষয় যত্ন সহকারে পড়ানো হয়। M- 9593814458. (S/C)

TUITION

■ Home Tuition V-XII, MATH, SCN, CBSE, ICSE, WB, Siliguri. M- 8637042170. (C/112807)

ভর্তি

■ শিলিগুড়ি উচ্চতর বালক বিদ্যালয়ের 2024 শিক্ষাবর্ষের ৫ম শ্রেণির ভর্তির ফর্ম (বাংলা ও ইংরেজিমাধ্যম) 04/12 থেকে 09/12/23 পর্যন্ত দেওয়া ও নেওয়া হইবে। -প্রধান শিক্ষক (C/108284)

স্পোকেন ইংলিশ

■ নির্ভুল ইংরেজি দ্রুত শেখার অভিনব সহজ পদ্ধতি। প্রবীণ শিক্ষকের ক্লাসে/অনলাইনে। M : 97335-65180, শিলিগুড়ি। (C/108286)

জ্যোতিষ

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/-। (C/108270)

■ শত্রুদমন সহ A to Z সমস্যার স্থায়ী সমাধান। আচার্য শ্রী জি. এন. শাস্ত্রী। শিলিগুড়ি, আলিপুর, কোচবিহার। (M) 8335830322. (C/108275)

চিকিৎসা

■ প্রখ্যাত নিউরোলজিস্ট প্রফেসর পাহাড়ী ঘোষ আগামী ৯ ও ১০ই ডিসেম্বর, ২০২৩ শিলিগুড়িতে রোগী দেখবেন- 'শিলিগুড়ি মেডিকেল হল'। 0353-2538844, 9609225864. (C/108282)

চিকিৎসা

■ কাউন্সেলিং ও গাইডেন্স ঃ স্টুডেন্ট, যুবক-যুবতী, বিবাহিত দম্পতি (সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত)। 9832012088 (9-5 P.M.). (C/107183)

UROLOGIST

■ Dr. Kishor Roy, MS. Mch (Urology) PGIMER (Chandigarh) AIIMS Consultant Urologist & Andrologist is now available at Neotia Mediplus, Sevoke Road, Siliguri. Cont- 9093379093, 9144454627. (C/108282)

কিডনি চাই
অবিলম্বে B+ গ্রুপের কিডনি দাতা চাই 25-42 বয়সের মধ্যে। কিডনি দিতে ইচ্ছুক সহৃদয় ব্যক্তি যোগাযোগ করুন। Mob.: 9038031173 / 6289541452

ভাড়া

■ শিলিগুড়ির বাবুপাড়ায় Gound floor-এ 2 BHK বাড়ি ভাড়া দেব। M- 6295204705. (C/108365)

■ শিলিগুড়িতে সংহতি মোড়ের কাছে গ্রাউন্ড ফ্লোরে 2 BHK ঘর ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ- 9932708848. (C/112809)

■ মাটিগাড়া/শিবমন্দিরে Apartment-এ 3 BHK Flat ভাড়ায় চাই। দালাল নহে। M- 7478383199. (C/1082283)

■ 600 Sq.ft. Office/Godown at Hakimpara. 7001291112.

■ শিলিগুড়ি হাকিমপাড়া, খেলাঘরে 3 BHK, ফার্স্ট ফ্লোর/গ্রাউন্ড ফ্লোর ফ্ল্যাট ভাড়ায় দেব (গ্যারাজও আছে)। M- 9434488888. (C/108273)

■ Two Shutter 250 & 450 sq.ft. godown for rent at Hakimpara Main Road. M : 98320-15653. (C/108286)

বিক্রয়

■ উত্তর সেনপাড়া জলপাইগুড়িতে 3 কাঠা জমি সহ রেডি বাড়ি সত্বর বিক্রয় হবে। মূল্য 48 লক্ষ। মো : 9635635900. (C/108284)

■ 2 storied House on 5 katha land for sale in Hakimpara, Siliguri. 7 B. Room, 5 bath, 2 kitchen, 2 balcony, 1 garage, 1 office room, 2 servant room. Can be used for both residential & commercial purpose. M : 9748056919. (K)

■ ঘোষপুকুর- ফুলবাড়ি 4 লেন রাস্তার উপর ক্যানেল ফলস পাওয়ার স্টেশনের বিপরীত দিকে 7 1/2 কাঠা জমি বিক্রি হবে। মূল্য ৮ লাখ প্রতি কাঠা। M : 8900649348. (C/108284)

■ Land for sale four (4) kathas land at F Block Uttorayan, Siliguri interested Person may contact. 9749865969. (C/112796)

■ শিলিগুড়ি কলেজপাড়ায় মেইন রোডে মমতা স্টোর্সের পাশে দোকানঘর বিক্রয়। 9434875129. (C/112804)

■ শিলিগুড়ি বর্ধমান রোডে পঞ্চানন বর্মা স্ট্যাচু সন্নিকটে 3.5 কাঠা বাড়ি সহ জমি বিক্রয়। M : 6294653955/9434143511. (C/108283)

■ 110 sq.ft. shop for sale opp. Matigara Hospital. M : 9547244205. (C/108283)

■ কানকি বাজারের কাছে (চাকুলিয়া থানা), বাড়ি সহ ৭ শতক জমি সত্বর বিক্রয়। M : 8918941377/6294359976. (C/108270)

■ কোচবিহার খাগড়াবাড়িতে 2.5 কাঠা বাস্তুজমি বিক্রয় হইবে। মূল্য 30 লাখ। রাস্তা ১২ ফিট। M : 7908681696. (C/107365)

■ ২ কাঠা জমির উপর পাকা বাড়ি বিক্রয়, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। 9475757215. (C/112792)

■ শিলিগুড়ি ক্ষুদিরামপল্লিতে লাইসেন্স সহ হোলসেল মেডিসিনের দোকান শীঘ্র বিক্রয়। M : 97499-33044. (C/112808)

বিক্রয়

■ 2.5 কাঠা জমি সত্বর বিক্রয়। পাপিয়াপাড়া, নরেশ মোড়, শিলিগুড়ি। দাম : 27 লক্ষ টাকা। M : 70764-62095. (C/108280)

■ ময়নাগুড়ি, ইন্দ্রামোড় নিউটাউনশিপে 30, 15, 12, 10 ফুট রাস্তায় প্লট করে জমি বিক্রয়। ফোন- 9832443719. (C/108279)

■ Ownership, ready to move Bidhan Road facing Showroom sale. 170 sq.ft. M : 97330-05454. (C/108286)

■ দার্জিলিং জেলার মনস্ত্রির কাছে মিরিকে দু'দিক খোলা ১২ ডেসিমেল জমি বিক্রয়। বসবাস বা হোমস্টে'র জন্য উপযুক্ত। M : 85058-52119. (C/108286)

ভ্রমণ

ডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)

■ বাংলাদেশ 2/2/24, দুবাই 26/2, কাশ্মীর 19/3, 16/4, হিমাচল 23/3, অরুণাচল 2/4/24. M- 9733373530. (K)

ব্যবসা-বাণিজ্য

মাসে 1 লক্ষ প্লাস

■ আয় করতে ভারত সরকার স্বীকৃত, করোনা যোদ্ধা সহ 200+ অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত, 'ব্লাড সার্কুলেশন ও অক্সিজেন লেভেল ঠিক রাখার প্রোডাক্ট' নিয়ে বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ (নেটওয়ার্কিং) ব্যবসা করুন। 18+, H.S. পাশ, LIC, RMP, RCM সহ অন্যান্য কোম্পানিতে কাজ করা অভিজ্ঞ লিডার অফিসে আসুন। সম্পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন।। 9143132168, 8961716169. (K)

■ শিলিগুড়ি মহিলা কলেজ, বিরসা মুন্ডা কলেজ, মুন্সী প্রেমচন্দ কলেজ-এর ড্রেস (ফুল প্যান্ট ও ফুল শার্ট) মাত্র 870/- টাকায়। যোগাযোগ ঃ শ্রীশঙ্কর স্টোর, শিলিগুড়ি। M- 8436681211. (C/108283)

খাবার-দাবার

■ ছোট-বড় যে কোনও অনুষ্ঠানে সুস্বাদু খাবারের জন্য যোগাযোগ করুন- 9593320527, 9382470760. (C/108283)

ডিস্ট্রিবিউটার

■ প্রতিটি জেলা এবং অঞ্চলভিত্তিক ডিস্ট্রিবিউটারশিপ নিয়ে মাসে ৫০,০০০ অবধি আয় করুন। M- 6291878230. (C/108354)

CALENDAR/DIARY

■ সস্তায় ক্যালেন্ডার, ডায়ারির পাইকারি প্রতিষ্ঠান 'স্বস্তি প্রিন্টিং প্রেস', পার্ক প্যালেস, H.C. রোড, শিলিগুড়ি। M- 9832083404. (C/108280)

অ্যাফিডেভিট

■ I, Shiva Kumar Sah, Son of (Lt. Ramadhar Sah, Resident of Jyoti nagar Bagdogra, Dist- Darjeeling, have been Konwn as Shiv Kumar Sah vide affidavit sworn before Notary Public at Siliguri on 02.12.2023. (C/112810)

কর্মখালি

■ Modular Kitchen & Interior Decoration-এর জন্য Door to Door যোগ্য Salesman চাই। বেতন+কমিশন। পূর্ণিমা এন্টারপ্রাইজ, শিলিগুড়ি। (M) 7001554315. (C/108270)

■ 1. Auto CAD Designer : Graduate/Civil Engineer. 2. Service Manager : Graduate with Experienced in Electric & Refrigeration. Mail your CV at : tapanrefrigerationsales2@gmail.com, (M) 8900091803 for Tapan Refrigeration, Siliguri. (C/108278)

■ বাগডোগরায় সুপ্রতিষ্ঠিত হোটেলে কমপক্ষে দুই বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন খাবার পরিবেশক প্রয়োজন। বেতন সাক্ষাতে। 7908516510. (C/108358)

■ ভারতনগর করুণাময়ী কালীমন্দিরের জন্য আবাসিক পুরোহিত প্রয়োজন। মোবাইল : 9832095843, 9434328099. (C/108273)

কর্মখালি

■ Required Male B.Com. Graduate Full Time Accountant having knowledge Tally and Excel with minimum 1 year experience. Salary 10K to 12K. (M) 9733449543. (C/108360)

■ শিলিগুড়িতে লজে কাজের জন্য ম্যানেজার আবশ্যক। শিলিগুড়ির বাহিরের আবশ্যক। (M) 9126070526. (C/108369)

■ জলপাইগুড়ি শহরে প্রতিষ্ঠিত ট্র্যাক্টর শোরুমের জন্য কম্পিউটারে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পুরুষ প্রার্থী প্রয়োজন। যোগাযোগ : 9832485756, 9832625600, email-dkdasind@gmail.com (C/108371)

■ Wanted an Experienced Asst. Manager, Salesboy for a reputed Tea Showroom in Siliguri. Please WhatsApp your resume to 9733420149. Negotiable Salary. (C/108276)

■ Siliguri based Outlet shop requires Manager, Accountant with full knowledge of Tally and GST, Salesman for North Bengal. (M) 9679495146. (C/108276)

■ Hindustan Uniliver-এর Sales-এর কাজের জন্য কাজ জানা কোচবিহার লোকাল ছেলে চাই। Basic : 8000. Mo. 9434745150. (C/108373)

■ Computer Cafe-তে কাজ জানা লোক চাই। চিলড্রেনপার্ক, কলেজপাড়া, শিলিগুড়ি। (M) 9434376831. (C/108279)

■ শিলিগুড়ি রেস্টুরেন্টে রুটি করতে জানা ও অন্যান্য কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন-9000/-, থাকা-খাওয়া ফ্রি। (M) 8391068933. (C/108279)

■ শিলিগুড়িতে ছোট সংসারে কাজের জন্য কর্মঠ মহিলা প্রয়োজন। কাজের সময় : 9-5 P.M. বেতন : 8500/-. (M) 9832492627. (C/108280)

কর্মখালি

■ কাউন্টার বিলিং-এর জন্য ২ জন পুরুষ, বেতন-15000/- ঊর্ধ্বে, কাউন্টারে সেলের জন্য ২ জন মহিলা, ২ জন পুরুষ ও অফিসের কাজের জন্য ২ জন পুরুষ, বেতন যোগ্যতা অনুসারে। উভয় ক্ষেত্রে বয়স 30-45, যোগাযোগ-মাল্টিলেভেল জুয়েলার্স অ্যান্ড কোং, এন.টি.এস মোড়, দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/108281)

■ Urgent require one young & energetic Office Asst. B.com., Knowledge of Tally with Computer Office Excel/Word is essential for Tea Garden at Terai. (M) 9735143195 (6 P.M. - 8 P.M.). (C/108281)

■ শীঘ্রই একজন মহিলা/পুরুষ সুপারভাইজার ও একজন কেয়ারটেকার চাই। (M) 7001912762. (C/108281)

■ Ratna Bhandar Jewellers City Centre-Sales Staff required. Min. 2 years experience, Resume @ 9434346666.

■ Ratna Bhandar Jewellers City Centre-Store Manager required. Min. 3 years experience, B.Com. Resume @ 9434346666.

■ শিলিগুড়িতে একটি নতুন সংবাদ চ্যানেলের জন্য পুরুষ অথবা মহিলা অ্যাঙ্কার চাই। অভিজ্ঞ প্রার্থী অগ্রগণ্য। বাংলা উচ্চারণে সাবলীল দক্ষতা থাকা আবশ্যক। বায়োডাটা ওয়াটসঅ্যাপ করুন। (M) 8697933859.

■ Walk in interview for Siliguri based IT showroom required local female Smart freshers receptionist and office boy. Cont- 9434012370.

■ Looking for Godown incharge for animal medicine distribution graduate in any field with basic computer skills may apply 9760022331 herminsa1971@gmail.com (K)

কর্মখালি

■ Pharmacist License available for Medicine corner. M : 7501033314. (B/B)

■ Pick up van চালানোর জন্য অভিজ্ঞ ড্রাইভার চাই। M : 9832081257.

■ পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় সার্ভের কাজে অতি সত্বর ছেলে চাই। (বেতন 15000/-+ T.A) 9679124687. (K)

■ শিলিগুড়ি এবং শিবমন্দিরে মডুলার কিচেন, রুম ইন্টিরিয়র, ওয়ার্ডব ও কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স প্রোডাক্ট বিক্রি করার জন্য কাস্টমার রিলেশন এগজিকিউটিভ দরকার। এই আউটডোর কাজের জন্য ক্লাস X, XII পাশ করা ছেলেরা আবেদন করতে পারেন। ফিক্সড স্যালারি 10, 500/-+ কমিশন ও ইনসেনটিভ। থাকার জায়গা ও PF, ESIC-র সুবিধা আছে। শিলিগুড়ি হাকিমপাড়াতে Interview হবে 4th এবং 5th December. Ph : 8116602333. (C/108286)

গ্র্যাজুয়েট মেয়ে চাই

■ নামী অফিসে কাজের জন্য গ্র্যাজুয়েট মেয়ে চাই। বেতন 18000/- - 25000/-. Interview on 04.12.2023 সোমবার 4.30 P.M. - 6.30 P.M. যোগাযোগ প্রবীন আগরওয়াল, ন্যাশনাল কমার্স হাউস, 2nd Floor, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি। (M) 9647855333. (C/108280)

WORK FROM HOME

■ ডিজিটাল মার্কেটিং-এর ট্রেনিং নিয়ে নিজস্ব কোম্পানিতে কাজ করে মাসে ২০,০০০ অবধি আয় করুন। (M) 6291878230. (C/108354)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

Govt. of Uttarakhand | G20 | Azadi Ka Amrit Mahotsav

DESTINATION UTTARAKHAND

GLOBAL INVESTORS SUMMIT 2023

8th - 9th December, 2023 Dehradun (Uttarakhand)

Peace To Prosperity

Pushkar Singh Dhami

Chief Minister of Uttarakhand, India

Unveiling Uttarakhand's Opportunities

YOUR GATEWAY FROM PEACE TO PROSPERITY

"The construction of a developed india for the 21st century rests on two primary pillars, pride in our heritage and second, every possible effort for the development. Today, both these pillars are being strengthened by Uttarakhand. This decade will be the decade of uttarakhand."

Narendra Modi

Prime Minister

Perfect Investment in a Perfect Destination

MSME Policy 2023

Eligible Projects

Micro, Small and Medium Enterprises as defined in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 and its amendments from time to time.

Type of project	Investment	Turnover
Micro	Up to ₹1 Cr.	Up to ₹5 Cr.
Small	Up to ₹10 Cr.	Up to ₹50 Cr.
Medium	Up to ₹50 Cr.	Up to ₹250 Cr.

INCENTIVES

Capital Subsidy

Micro	Small	Medium
Up to ₹0.5 Cr	Up to ₹2.5 Cr.	Up to ₹4 Cr.

Stamp Duty Reimbursement: Up to 100%

DPR Assistance: Up to 75%

Interest Subsidy

Micro	Small	Medium
Upto ₹5 Lakh/Yr	Upto ₹6 Lakh/Yr	Upto ₹7 Lakh/Yr

Mandi fee reimbursement : 50% up to ₹5 lakhs/unit/Yr

- Exemption on Electricity duty for 5 Years
- Up to Rs 15 lakhs additional Capital subsidy under the Most Priority category
- Reimbursement of Quality certification fee- 75% of cost incurred

Private Industrial Estate Policy 2023

Eligible Projects

- Private industrial estate/ area can be setup by an individual promoter/ developer/ partnership firm/LLP/Company or any entity registered under the company act/ society act etc. (with consent in writing from all the concerned land owners.
- For the establishment of a private industrial estate, it is necessary to have a minimum of 30 acres in the plain area and a minimum of 2 acres in the hilly region.
- The proposed land should be duly in full possession of the promoter & free from any encroachment.
- The rates of industrial plots will be determined and marketed by the promoter/ board of directors of the estate itself. The state Govt. will have no role in this.

Fiscal incentive

Capital Subsidy

Capital grant of INR 10 lakh per acre on saleable area of infrastructure cost of each industrial park/estate promoted by any private sector investor, business entity, etc.

CETP

40% of capital subsidy, a maximum of INR 1 Crore of the fixed capital investment on plant for setting up a CETP

Logistics Policy 2023

Eligible Projects

All projects whether new or existing- going through an expansion in Logistics Park, Inland Container Depot, Warehousing facility, Truck Terminal, Fleet Operators, Cold Storage

INCENTIVES

Unit Type	Incentive
Warehousing facility	Upto 20 percent of the Project cost
Truck Terminal	Upto 20 percent of the Project cost
Vehicle Purchase Incentive (minimum three Trucks/ Small Trucks/Mini Pickup trucks/Reefer vans	Upto 10 percent on big trucks and upto 15 percent on small and medium trucks, up to Rs. 10 Lakhs
Cold Storage	Upto 15 percent of the Project cost
Infrastructure Facilities	20 percent of the Project cost
Logistics Park (MMLP/Dry Port/Air Cargo/Integrated Logistics Park)	For project cost of up to Rs. 50 cr., subsidy upto Rs. 8 cr. For project cost of more between Rs50-150 cr., subsidy upto Rs. 24 cr. For project cost of more than Rs.150 cr., subsidy upto Rs. 32 cr.
Inland Container Depot	
Skill Development Incentive	

Be our growth partner

For more detail please log on
investuttarakhand.uk.gov.in

/ukgis2023

Scan QR Code for Key Policies

Issued in Public Interest by Department of Information and Public Relations, Uttarakhand

www.uttarainformation.gov.in | uttarakhandDIPR | DIPR_UK | uttarakhand DIPR

স্মৃতির রাস স্মৃতির রাশ

উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে আলোচিত, সবচেয়ে জনপ্রিয় উৎসব শুরু হয়েছে কোচবিহারে। রাসমেলা বললেই লোকের কতরকম স্মৃতি। কত প্রাণের কথা। রাসমেলার স্মৃতি পুরোনো হয় না কখনও। তবু স্মৃতি সামলে, স্মৃতির রাশ টেনে যদি বাস্তবে ফিরে প্রশ্ন তোলা যায় ওই মেলার ভালো দিক কী কী, কী কী বদল দরকার? এই প্রশ্ন ঘিরে দুটি প্রতিবেদন আজকের উত্তর সম্পাদকীয়তে।

মহারাজাদের মেলার ভাবনাই আবার ফিরিয়ে আনা হোক

কল্যাণময় দাস

বাঙালির বয়স বাড়ছে। কিন্তু কচি মন নিয়ে তাবৎ বিশ্বের সংস্কৃতি-শিল্প-খেলা-বাণিজ্যের আলোচনাও করছে। বাঙালির বিনোদন নিয়ে বেশি বলা বাতুলতা। দেখা যাচ্ছে মূলত বিনোদনই এই বিবদমান, ব্যবচ্ছেদকামী, বিছানাবিলাসী বৃহত্বর্গের বার্ধক্যের বারাণসী, বঞ্চনার বন্দেমাতরম, বিকেলের বোরডম-বিনাশ।

আমাদের কোচবিহারের রাসমেলাও, বোরডম-বিনাশ বোনাস। অনিলেক্ট্রনিক বিনোদন মাধ্যম। রিল নয়, রিয়েল। দুগ্গা, কালী, ভাইফোঁটাকে ডিঙিয়ে রাসযাত্রা, হাতে রইল বীণাপাণি। তো দু'শো এগারো বছরের কোচবিহারের রাসমেলা ক্রমশ নানাভাবে বিবর্তিত, পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত এবং সেটাতে কোচবিহারের আমবাঙালির সায় আছে, আবার ট্যারা-চোখে তাকানোও আছে। এই প্রবীণ নবীনের রসের রাস তাই অত্যন্ত প্রিয় আমাদের।

বোধ জন্মেছে যখন কেবল, প্রতিবছর আমার ঠাকুরদা, বিচারক এবং রাজপরিবারের আইন পরামর্শদাতা, ফুলবাড়ির সুরেনবাবুর বাড়িতে দিনকয়েক আগে কোচবিহার কালেক্টরেট থেকে আসতেন একজন ধবধবে ধুতি-ফতুয়া-আলোয়ান-খড়ম পরিহিত বিশেষ পত্রবাহক, সঙ্গে দুজন, হাতে তাদের একখানা হাতেলেখা সুগন্ধি আমন্ত্রণপত্র আর মিষ্টির হাঁড়ি, মুখ তার কচি কলাপাতায় মোড়া। বুঝে যেতাম রাসমেলা সমাগত। সেই সুগন্ধি-চিঠি আর সেই মিষ্টির হাঁড়ি বহুযুগ আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পেতাম আমন্ত্রণপত্র, কিছুদিন আগেও। অনেকেই পেতেন কোচবিহারের মান্য মানুষ।

ঠাকুমার কাহিনী-উপকাহিনীতে শোনা, যখন তাঁর বিয়ে হয় সেসময় রাসমেলায় একদিন ছিল শুধু মেয়েদের মেলা। 'স্বর্ণা' (সে কি স্বর্ণের আলোকময় দিন? শুধু নারীদের দিন?)। দূরদূরান্ত থেকে গোরুর গাড়ি সক্কাল সক্কাল বেহারের উদ্দেশ্যে রওনা দিত, পৌঁছাত সন্ধ্যা কিংবা রাতে। গোরুর গাড়িগুলো ভিড়ত ভিক্টোরিয়া কলেজের সামনের রাস্তার দু'ধার হয়ে নৃপেন্দ্রনারায়ণ হাইস্কুলের পশ্চিমের মাঠের ধারে। গাড়িতে থাকত খাদ্যসামগ্রী, হাঁড়ি-বাসন, আচ্ছাদন। পাচকের হাতে নিরামিষ আহারের পর মদনমোহন মন্দির লাগোয়া বর্তমান কোচবিহারের 'আনন্দময়ী ধর্মশালা'য় রাত্রিযাপন। পরদিন ভোর থেকে মদনমোহনবাড়িতে গোপালের পূজাপাঠ আচার সমাপনান্তে মেলায় গৃহস্থালি প্রয়োজনের সামগ্রী কেনাকাটা, সাজসজ্জা পসরা আথালিপাথালি করে খোঁজা, কাবুল থেকে আসত আঙুর-আখরোট-পেস্তা-কাজু-হিং। ভুটিয়া মহিলা বিক্রেতার অবোধ্য ভাষাকে সামলেসুমলে বাড়ির সবার জন্যে মহিলাদের শিশুদের সোয়েটার আর কাশ্মীরি শাল।

কাপাসতুলোর উষ্ণ লাল লেপ আর ঠাকুমার বুকের ওমের ভেতর বয়স তখন। গল্পের ভেতর কোন এক রাজকুমার ঘুরে বেড়াচ্ছে মেয়েদের আঁচলে আঁচলে। এমনি সব অসাধারণ চিত্রকল্পের ভেতর যেন আমার রাসমেলা ক্রমশ বড় হচ্ছে। বড় হতে হতে বাবার আঙুল রাসমেলার পথে। 'জিনপরি আংটি, মধুমালা লজেন্স' জীবন তখন। পুরোনো বাসস্ট্যান্ড চৌপথিতে। ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের বাবা-মায়ের হাত ধরে ঘিরে রেখেছে এক সাইকেল, আর একটা অদ্ভুত মাদকতার সুর ভেসে আসছে হিমেল হাওয়ায়, 'জিনপরি আংটি, মধুমালা লজেন্স'। পাশেই ক্যাড়ড়ড়ড় টমটম হাতে টমটমওয়ালা। সেই প্রথম রাসমেলার সুর।

সেখান থেকে এমজেএন হাসপাতালের সামনের অস্থায়ী ভুটিয়া লেন ধরে এগিয়ে চলেছি মদনমোহনবাড়ির দিকে। মা ভবানী কোম্পানির সূর্য তোরণের নীচে দাঁড়িয়ে ডাইনে-বাঁয়ে অবাক দৃশ্যের মধ্যে বাবার হাত শক্ত। সিলভার জুবিলি রোডের পিডব্লিউডি অফিসের বাউন্ডারি তখন ছিল পিচের ড্রামের, ঠিক তার সামনেই সুলেখা কালির একটি অসম্ভব প্রিয় কারিকুরি ছিল শৈশবের অমোঘ আকর্ষণ, একটি কেশর-ফোলানো সিংহ একটা গুহার ভেতর থেকে তার মাথা বের করছে। তার গর্জন বুক কাঁপিয়ে দিত। বাবা বলতেন, 'হালুম'। ভয় পেয়ে জড়িয়ে ধরতে হত বড়দের। সে এক অনাবিল আনন্দের রাসমেলা।

বরাবর মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ হাইস্কুলের সামনে টমটম কারখানা। সেখান থেকেই সারা রাসমেলা মায় সারা জেলায় টমটমের আওয়াজ। সেও এক অনন্ত আনন্দের শিশুবেলা। আর মদনমোহনবাড়ির সামনে পসরা ছিল কাঠের খেলনাগাড়ি, পুতুল, স্প্রিং লাগানো ঘাড়-নাড়া বুড়োবুড়ি। বসত বিশেষ একরকমের মিষ্টদ্রব্যের ভাণ্ডার, মিছরির হাতি-ঘোড়া। ইয়াব্বড় বড়। বাবা এনে দাঁড় করাতেন একটা লাল টকটকে বিশালদেহী মহিলার সামনে। পূতনা রাক্ষসী। হাঁ শৈশব, গল্প শুনেছি ঠাকুমার কাছে। কেমন করে শ্রীকৃষ্ণ পূতনা বধ করল। এক অলৌকিক শৈশব এরপর মন্দির চত্বর পরিভ্রমণে, মহাভারতের চরিত্রগুলো ছোট ছোট কুঠুরিতে যেন জীবন্ত। ভ্রমণের আগে অবশ্যই বড়দের কোলে চেপে রাসচক্র ঘোরানোর পালা। বৈরাগীদিঘির সামনে সন্দেশের পসরা। সেই সন্দেশের স্বাদ! আহা!

এরপর ট্রাপিজের খেলা, বাঘ-সিংহ-হাতি-ঘোড়া, মেরা-নাম-জোকারে মজা অজন্তা-ইলোরা সার্কাস। বড়দের কাছে শুনেছি কমলা সার্কাসের রাজকীয় খেলকুদের কথা। বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে সার্কাসের তাঁবু, চিড়িয়াখানা, শিম্পাঞ্জি, কুমির আর জীবন্ত হায়না। অলৌকিক কণ্ঠের আহ্বান, 'মাসিমা-কাকিমা-দিদি-ঠাকুমা এইদিকে, হায়না হায়না, সারাদিন কিছু খায়না, বড়দের কিছু বলে না, বাচ্চাদের পেলে ছাড়ে না, মাসিমা...', যাত্রাপালা, জেমিনির পুতুলনাচ, মুক্তিযুদ্ধ, লায়লা-মজনু। হাওয়াই-মিঠাই, জিলিপি, ঢাকাই পরোটা আর ফুরফুর করে ঘুরে চলা রংবেরঙের কাগজের ফুরফুরি, আড়বাঁশি টমটমের আওয়াজ। আহা রে! তে হি নো দিবসাঃ।

মেলা মূলত হয় জনবহুল এলাকার বাইরে। কোচবিহারের মহারাজারা কতটা দূরদর্শী ছিলেন, তার অনেক উদাহরণ আছে, দু'শো এগারো বছর আগে মহারাজারা ঠিক করেছিলেন রাসমেলা হবে লোকবসতি এলাকার বাইরে। যেখানে এখন রাসমেলা হয়, এখন এটা শহরের একদম ফুসফুস বলা চলে। এটা ছিল রাজ আমলে বসতিহীন নিউটাউন এলাকা। ফলে এই নিউটাউনেই মেলা স্থিরীকৃত হল। কেননা জনবহুল এলাকা আর জনস্বাস্থ্যকে মাথায় রেখেছিলেন মহারাজারা। এখন মেলা প্যারেড গ্রাউন্ড ছাড়িয়ে দূর মহাকাশ অবধি ছড়িয়ে গিয়েছে। জনবহুল হয়ে গিয়েছে নিউটাউন, সিলভার জুবিলি রোড। কিন্তু জনবহুলতা আর জনস্বাস্থ্যচেতনা বাণিজ্যের বাজারে প্রশাসকের চেতনা থেকে হারিয়ে গিয়েছে।

আমাদের রাসমেলার চরিত্রটাই এমন যে, এই মেলায় জিলিপির দোকান থাকতেই হবে, থাকতেই হবে পপকর্ণ, থাকবে বাইরে থেকে আসা ব্যবসায়ীদের কেরোসিন স্টোভ, হবে রান্না। ফলে এগুলোকে এড়িয়ে এই রাসমেলা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে বাধ্যতামূলক করতে হবে যে, আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার উপকরণ দোকানে রাখতে হবে, পাউডার সিলিন্ডার, বালি এবং জলের বালতি। কিন্তু সেটা এবারেও হয়নি। দমকল ঢোকার জায়গা নেই মেলায়। কিংবা পৌঁছাতে পৌঁছাতে ছারখার হয়ে যেতে পারে প্রান্তর।

প্রশাসনের ভাবা উচিত মেলার স্থানান্তরের বিষয়ে। মেলা শেষে নাগরিকের নাকে-মুখে-চোখে যে ঝাঁঝালো অস্বাস্থ্যকর হাওয়া উড়ে বেড়ায় তা বিবেচনার ভার পুরসভার। দমকল বিভাগ একবার ঘোষণা করেছিল যে, রাসমেলাটা কিন্তু জতুগৃহ। প্লাস্টিক, বাঁশের ধারা, শুকনো বাঁশ অর্থাৎ প্রচণ্ড দাহ্য পদার্থ দিয়ে তৈরি এর দোকানপাট। আগুন প্রতিরোধক সামগ্রী দিয়ে বানানো একটা নিতান্তই গ্রামীণ মেলার পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে আজও জতুগৃহ রাসমেলা।

এখন সাংস্কৃতিক মঞ্চ আছে, কিন্তু স্থানীয় শিল্পীদের আমন্ত্রণের কোনও আগ্রহ নেই। কিছুদিন আগে অবধি মেলা উপলক্ষ্যে নাট্যোৎসবের আয়োজন ছিল, এখন নেই। উদ্বোধনে রাজনৈতিক নেতৃত্ব আর উচ্চপদের আমলাদের ভিড়, সুকুমার-চর্চাকারীরা অপাঙক্তেয়। বয়ঃপ্রবীণ, শিশু-মহিলা নাগিরকদের জন্য পৃথক কোনও বসার ব্যবস্থা নেই সাংস্কৃতিক মঞ্চের আসনে। ফার্স্ট এইড পোস্টের জন্য বিভিন্ন কলেজের এনএসএস ভলান্টিয়ার নিয়োগ করা উচিত, উচিত শৌচাগার ব্যবস্থাটাকে আরও শক্তিশালী করা। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের হাতে জল সরবরাহ ব্যবস্থাটা তুলে দিলে মেলার চারপ্রান্তে পানীয় জলের অপ্রতুলতা কাটানো যেতে পারে।

এখন আর সুগন্ধি-আমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে মিষ্টির হাঁড়ি এসে পৌঁছায় না ঠাকুরদা-ঠাকুমার হাতে, কিন্তু মনের ভেতর সেই শিশুসময় উথালিপাথালি। আমরা আসলে সবাই শৈশবে ফিরতে চাই রাসমেলার টাইমমেশিনে চেপে।

(লেখক কোচবিহারের নাট্যকর্মী)

নো এন্ট্রি ও আবর্জনার চক্করে যত সমস্যা

পাপড়ি গুহ নিয়োগী

বিশ্বকর্মাপুজো, দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো, ভাইফোঁটা, জগদ্ধাত্রীপুজো এই দীর্ঘ উৎসবের মরশুম পেরিয়ে যখন বাংলার জনজীবন ঢুকে পড়ে তাদের দৈনন্দিন ব্যস্ত জীবনযাত্রায়, তারপরও উৎসবে মাতোয়ারা হয় কোচবিহারবাসী। উপলক্ষ্য, রাসমেলা। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে এক বিশেষ দিন, বিশেষ তিথি এই রাসপূর্ণিমা।

আকাশজুড়ে বিশাল চাঁদ। চরাচর ভেসে যাওয়া জ্যোৎস্না। এই তিথিতেই ব্রজভূমির গোপিনীদের কাছে ধরা দিয়েছিলেন তাঁদের প্রাণের কানাই। কোচবিহার রাসমেলা শতাব্দীপ্রাচীন মেলাগুলির মধ্যে অন্যতম এবং জনপ্রিয়। এই রাস উৎসবে জমা হয় লাখ লাখ মানুষ। জনশ্রুতি আছে এই মেলা প্রথম শুরু করেন মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ, ১৮১২ সালে কোচবিহারের ভেটাগুড়িতে। পরবর্তীকালে এই মেলার স্থান পরিবর্তন হয়। কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরে। এই মন্দিরে পাঁচটি ঘর রয়েছে। প্রতিটি ঘরে আছে দেবদেবীর বিগ্রহ। মন্দিরের মূল বিগ্রহের ঘর হল মদনমোহনের। মন্দিরের মুখোমুখি বৈরাগীদিঘি। মন্দিরের পাশে ভক্তদের জন্য তৈরি করা হয়েছে আনন্দময়ী ধর্মশালা। মন্দির চত্বরের অস্থায়ী মঞ্চে সমগ্র মেলার সময়জুড়ে চলে ভক্তিগীতি, ভাওয়াইয়া, লোকগীতি, কীর্তন, নাটক, নৃত্য, বাউল ও যাত্রা। আগে মেলা এক মাস হত, এখন প্রায় কুড়ি-পঁচিশ দিন হয়।

কোচবিহারের মদনমোহনবাড়ির রাস উৎসব ২০০ বছরেরও বেশি পুরোনো। রাজপরিবারের কুলদেবতা মদনমোহনকে কেন্দ্র করে উৎসব হয় মদনমোহনবাড়িতে। রাজপ্রাসাদ আছে কিন্তু রাজপরিবারের কোনও সদস্য এখন আর নেই। তাই প্রথা অনুযায়ী, সন্ধ্যায় মদনমোহন মন্দিরে রাসচক্র ঘুরিয়ে উৎসবের সূচনা করেন দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি তথা জেলা শাসক। কোচবিহারের রাসের মেলা শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, দেশজুড়ে বিখ্যাত। উত্তর-পূর্ব ভারতের বৃহত্তম উৎসব। প্রতি বছর মদনমোহন মন্দিরে রাস উৎসব দেখতে দেশ-বিদেশের বহু পর্যটক কোচবিহারে আসেন। অনেকে মনে করেন, মদনমোহনকে মনেপ্রাণে পুজো করলে মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

কোচবিহারের রাসের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্য রাস উৎসবগুলোর থেকে স্বকীয়। এই রাস সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক আদর্শ উদাহরণ। বংশপরম্পরায় আলতাফ মিয়াঁর পরিবার এই রাস উৎসবের রাসচক্র তৈরি করে। এই বছর আলতাফ মিয়াঁর ছেলে আমিনুর হোসেন রাসচক্র তৈরি করেন। লক্ষ্মীপুজোর পর থেকে নিরামিষ ভোজন করে তিনি এই রাসচক্র তৈরির কাজ শুরু করেন। রাসপূর্ণিমার দিন তিনি মদনমোহন মন্দিরে এই রাসচক্র স্থাপন করেন আর এই রাসচক্র ঘুরিয়ে শুরু হয় রাস উৎসব। সন্ধ্যায় কোচবিহারবাসীর মঙ্গলকামনায় পুজোয় বসেন কোচবিহারের জেলা শাসক। পুজো সম্পন্ন করেন দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের পুরোহিত।

তবে এত কিছু ভালোর মধ্যেও, প্রদীপের নীচের অন্ধকারের মতো শহরের চারদিকের নো এন্ট্রির জন্য নাজেহাল হয়ে ওঠেন শহরবাসী। শহরে ঢোকা এবং বেরোনোর মুখে থাকে নো এন্ট্রি পয়েন্ট। এর ফলে শহরজুড়ে শুরু হয়ে যায় ব্যাপক যানজট। তার উপর টোটোর দৌরাত্ম্য দিন-দিন বেড়েই চলেছে। প্রতিদিন দুপুর ২টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলোজুড়ে থাকে নো এন্ট্রি। থাকে পুলিশি নজরদারি। থাকে সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারি।

এই নো এন্ট্রির জন্য বেশ অসুবিধায় পড়ে মেলা প্রাঙ্গণে থাকা তিনটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্কুল, জেনকিন্স স্কুল, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজ), পোস্ট অফিস, বাজার। কোচবিহারের একমাত্র মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এই মেলা চত্বরের মধ্যে পড়ে। মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ যেমন মাতৃমা (মাদার অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার হাব) এখানে গর্ভবতী মহিলাদের নিয়ে আসা তাঁদের আত্মীয়রা অপেক্ষা করেন। তার সামনেই মর্গ। সব মিলে একটা বিশৃঙ্খলা এই চত্বরে। এছাড়া শহরের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (মেট্রোপলিটান নার্সিংহোম ও পিকে সাহা হসপিটাল) মেলার নো এন্ট্রি জোনের অংশ। ফলে অসুবিধায় পড়তে হয় চিকিৎসার জন্য আসা রোগী ও তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের। হাসপাতাল সংলগ্ন রাস্তায় শহরের বেশিরভাগ ওষুধের দোকান। সন্ধ্যার পর সেখান থেকে ওষুধ নেওয়া প্রায় দুষ্কর। জেলার একমাত্র পুলিশ হাসপাতাল এই চত্বরের মধ্যে পড়ে। পাশাপাশি ব্যবসায়ী, পথচারী, এই এলাকার বাসিন্দাদেরও একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় প্রতিবার। সারাবছর ফুটপাথে থাকা প্রচুর অস্থায়ী দোকান এই সময় অন্যত্র সরিয়ে নিতে হয় অথবা ভেঙে ফেলতে হয়। মেলার দিনগুলিতে প্রতিদিনের বাজার যেমন নতুন বাজার, দেশবন্ধু মার্কেট, মেলা চত্বরের ভেতরে চলে আসে। দৈনন্দিনের চেনা বাজার হঠাৎ অচেনা হয়ে যায়। এও কম যন্ত্রণা নয়।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজের মেয়েদের একমাত্র হস্টেলটি মেলার মাঠের একদম পাশেই অবস্থিত, এই সময় তাঁদের পড়াশোনার ভীষণ ক্ষতি হয় আর এই সময় ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা থাকে। মেলার ভেতর রয়েছে বেশ কিছু সরকারি দপ্তর। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দপ্তরে আসা মানুষ এইসময় ভীষণ অসুবিধায় পড়েন। মেলা শেষ হবার পরও দীর্ঘদিন আবর্জনা পরিষ্কার করা হয় না। মেলার মাঠে দীর্ঘদিন দুর্গন্ধ হয়। শব্দ দূষণ এই মেলার আরও একটি নেতিবাচক দিক। এমন অসুবিধার কথা বারবার প্রশাসনকে জানানো সত্ত্বেও কোনও সুরাহা হয় না বলে অভিযোগ। এবং মেলা শেষের পর দীর্ঘদিন লাগে পার্শ্ববর্তী এলাকার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে।

সব জিনিসেরই ভালো-মন্দ দুটো দিকে থাকে। আলোর পাশে অন্ধকার, রোদের পাশে ছায়া তেমনি এই মেলারও ভালো এবং মন্দ দুটো দিকই আছে। যাইহোক রাসমেলা কোচবিহারবাসীর এক চিরন্তন, প্রাণের উৎসব। শত বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে কোচবিহারবাসী সারাবছর অপেক্ষায় থাকেন এই মিলনমেলার। আমরা যাঁরা সাধারণ মানুষ প্রশাসনের কাছে আশা করব যাতে মেলার এই দিনগুলোতে আমাদের কম ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হয়। এবং এই রাজশহরের পরম্পরা ও ঐতিহ্য বজায় থাকে।

(লেখক কোচবিহারের সাহিত্যিক)

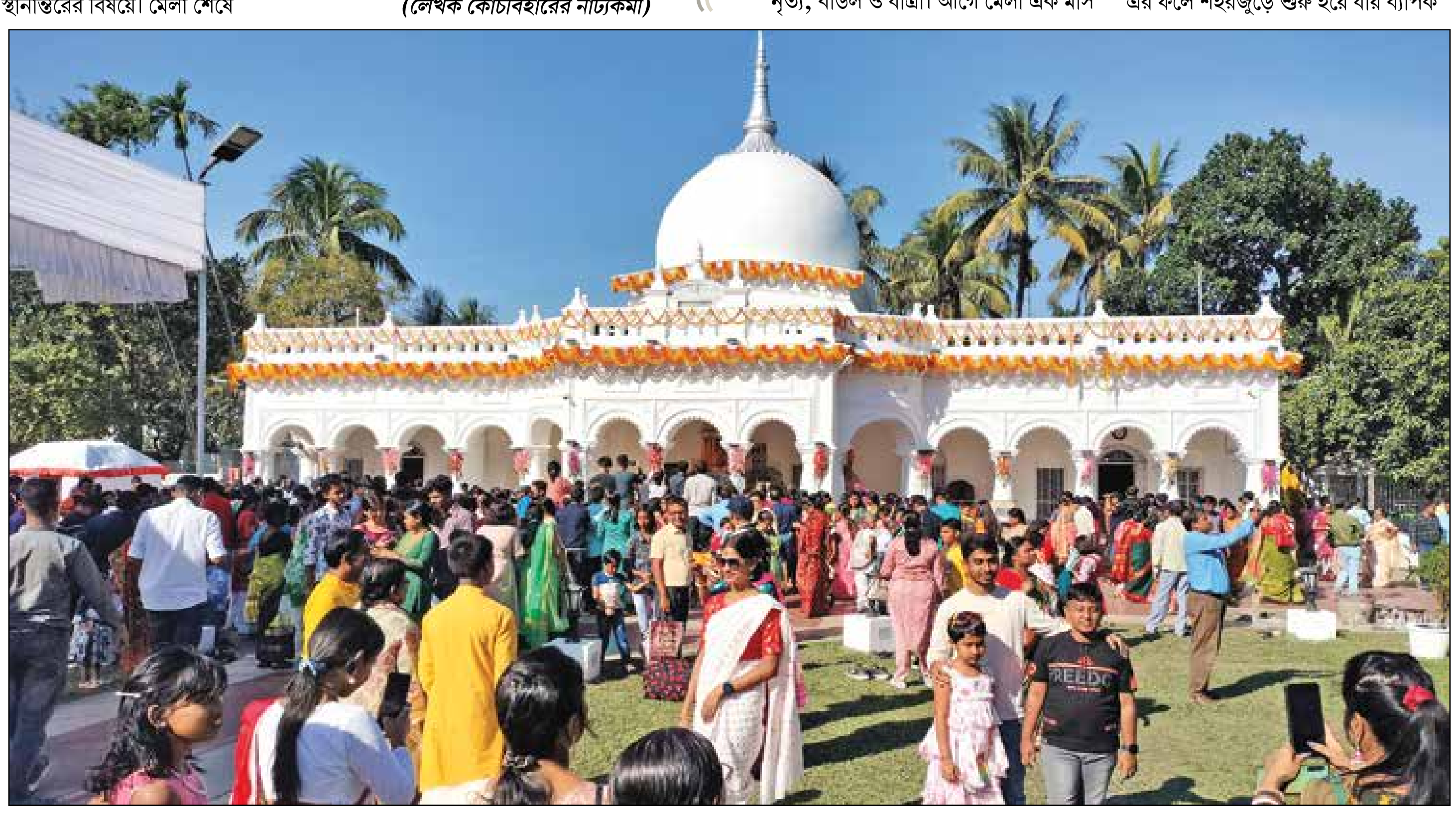

ছবি : জয়দেব দাস ও অপর্ণা গুহ রায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Department of Science and Technology and Biotechnology

Memo No.: 1769 Date: 01.12.23

6th REGIONAL SCIENCE & TECHNOLOGY CONGRESS, 2023-2024

The 6th Regional Science & Technology Congress, 2023-24 will be held from December, 23' - to January, 24' at i) Ananda Chandra College, Jalpaiguri ii) Govt. College of Engineering & Textile Technology, Berhampore iii) Durgapur Govt. College, Durgapur iv) Sidho-Kanho- Birsha University, Puruliya v) University of Kalyani, Kalyani and vi) University of Calcutta, Kolkata respectively in collaboration with the Dept. of Science and Technology and Biotechnology, GoWB where the young scientists, researchers will share their research findings in twelve different disciplines. Besides, there will be deliberations by eminent scientists on the areas of innovations and other scientific topics that are currently relevant.

Young researchers and faculties of the different Colleges/ Universities of the State, pursuing scientific research works will be allowed to attend these lectures, as per their preference, and participate in the discussion.

Intending candidates are hereby invited to submit online applications at least seven days before the date of the program. They will be invited as per the accommodation capacity of the Venue.

For further details and submission of online applications, please visit: https://dstbt.bangla.gov.in/vigyanchetana

Sd/-
Special Secretary
to the Govt. of West Bengal

ICA-N631(7)/2023

রাসমেলায় মানিককে আমন্ত্রণ রবির

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ২ ডিসেম্বর : এ যেন শেষ হয়েও শেষ হবার নয়। বলরামপুরের চেকাডরা গেরগেন্দারপাড়ে মানিক তালুকদারের বাড়ি শনিবারও সরগরম রইল। ১৭ দিন সুড়ঙ্গে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে তিনি শুক্রবার বাড়ি ফিরলে গোটা গ্রাম উৎসবে মেতে উঠেছিল।

মানিক তালুকদারকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

এদিনও সকাল থেকে পার্শ্ববর্তী এলাকার বহু মানুষ ও আত্মীয়রা এক এক করে আসেন মানিককে চোখের দেখা দেখতে। সন্ধ্যায় কোচবিহারের পুরপ্রধান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ আসেন তাঁর বাড়িতে। রবিবার সন্ধ্যায় রাসমেলা মঞ্চে মানিককে সংবর্ধনার আমন্ত্রণ জানান তিনি।

শুক্রবার অনেক রাত পর্যন্ত মানিকের বাড়িতে উৎসব চলে। ঘুমোতে দেরি হয় মানিক সহ সকলের। তারপরও এদিন সকালে তাড়াতাড়িই ঘুম থেকে উঠে পড়েন সকলে। মানিক পার্শ্ববর্তী হরি মন্দির বাজারে গিয়ে পরিচিতদের সঙ্গে আড্ডায় মাতেন। এর মধ্যেই বাড়িতে চলে আসেন কয়েকজন। ছেলের ফোন পেয়ে আড্ডা ছেড়ে বাড়ি চলে আসেন মানিক। তারপর শুভানুধ্যায়ী, আত্মীয়দের আসা-যাওয়া চলেছে দিনভর। মানিককে সুস্থ শরীরে দেখে সকলেই ভীষণ খুশি। বাড়িতে আসা প্রত্যেকের আপ্যায়নে দিনভর ব্যস্ত ছিলেন মানিকের স্ত্রী সোমা, ছেলে মণি। শনিবার সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঘোষ মানিকের বাড়িতে এসে তাঁকে রাসমেলা মঞ্চে সংবর্ধনা গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। এর পাশাপাশি মৃত্যুঞ্জয়ী ওই শ্রমিককে উত্তরীয় পরিয়ে করান মিষ্টিমুখ। রবিবাবু বলেন, 'সুড়ঙ্গ দুর্ঘটনার পর থেকে আমি ওই পরিবারের পাশে ছিলাম। উনি মনের জোরে মৃত্যুকে পরাস্ত করেছেন। তাই ওঁকে সংবর্ধনা জানাব।' সুড়ঙ্গে ১৭ দিনের অভিজ্ঞতা রাসমেলা মঞ্চে তুলে ধরতেও মানিককে অনুরোধ করেন তিনি। এর পাশাপাশি মানিকের জন্য কাজের ব্যবস্থা করারও আশ্বাস দেন।

মানিক বলেন, 'এদিনও বহু মানুষ এসে আমাকে ভালোবাসা, আশীর্বাদ জানিয়েছেন। এভাবেই সকলকে পাশে নিয়ে চলতে চাই সবসময়।'

সুন্দরকে ধরতে নামল ২২টি কুনকি

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ২ ডিসেম্বর : রবিবার ভোর থেকেই সুন্দরকে ধরতে গেরিলা কায়দায় অপারেশনে নামবেন বনকর্তারা। নেতৃত্বে থাকবেন জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক নভজিৎ দে সহ তিনজন অভিজ্ঞ রেঞ্জ অফিসার। আর কুনকির সংখ্যা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করে মোট ২২টি হাতিকে নিয়ে সাঁড়াশি অভিযানে নামা হচ্ছে। নভজিৎ বলেন, 'আমরা এবার সুন্দরকে ধরতে সবরকম ভাবেই চেষ্টা করছি। হাতির সংখ্যা বাড়িয়ে চারদিক থেকে জঙ্গল ঘিরে ফেলা হবে। চিরুনি তল্লাশি চালানো হবে।'

জানা গিয়েছে, জলদাপাড়া পশ্চিম রেঞ্জের চারটি বিটের কয়েক কিলোমিটার এলাকা পুরো ঘিরে ফেলা হবে কুনকি হাতি দিয়ে। দীর্ঘ আটদিন ধরে নিখোঁজ থাকায় সুন্দরকে কোনওরকম রোগ প্রতিরোধের ভ্যাকসিন দেওয়া সম্ভব হয়নি। সেইজন্য ওর শারীরিক সমস্যা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। আর এই জন্যই সুন্দরকে ধরার জন্য অতিরিক্ত কুনকি হাতি জঙ্গলে নামানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এক

বনকর্মী জানালেন, সুন্দর যতটা না মস্তির জন্য পালিয়ে বেড়াচ্ছে তার থেকে ভয় পেয়েছে অনেক বেশি। পাশাপাশি ও যে ওর মাহুতকে মেরে ফেলেছে এই অন্যায় বোধও ওর ভেতর কাজ করছে। এই দুই কারণের জন্যই সুন্দর পালিয়ে বেড়াচ্ছে বলে বনকর্মীর ধারণা।

নির্বাচনি আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক

জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার, ২ ডিসেম্বর : চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নিয়ে শনিবার জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় বৈঠক করেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক অমিত রায়চৌধুরী। গত ১ নভেম্বরে তৃতীয় দফার খসড়া ভোটার তালিকা রাজ্যজুড়ে প্রকাশিত হয়।

আগামী জানুয়ারি মাসে সবক'টি জেলার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে। তাই ১৮ ঊর্ধ্ব ভোটারদের নাম তোলা, মৃত ব্যক্তির নাম কাটা থেকে বদলি সংক্রান্ত, নাম সংশোধন, ঠিকানা স্থানান্তর খতিয়ে দেখা হচ্ছে। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের আগে সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দেন অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক। জেলার বিধানসভাকেন্দ্রিক প্রশাসনের নির্বাচনি আধিকারিকদের নিয়ে জলপাইগুড়ি সার্কিট হাউসে বৈঠক করে তিনি আলিপুরদুয়ারের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। এদিন বিকেল থেকে সন্ধে ৭টা পর্যন্ত ডুয়ার্স কন্যায় জেলা প্রশাসনের আধিকারীকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। রবিবার কোচবিহার জেলায় বৈঠক করবেন।

জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে বেশ কিছু নির্বাচনি বুথের পরিকাঠামো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। হাতে সময় কম থাকায় নির্বাচনি বুথগুলি পরিদর্শন করতে পারেননি। তবে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক হয় জলপাইগুড়িতে। বৈঠকে রাজ্যের তিন ডেপুটি নির্বাচনি আধিকারিক কাকলি মুখোপাধ্যায়, বুলান ভট্টাচার্য ও সুমন্ত রায়, জেলা শাসক তথা জেলা নির্বাচনি আধিকারিক শামা পারভিন, জেলা নির্বাচন দপ্তরের ইনচার্জ স্মৃতা সুব্বা সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

আর্থিক জরিমানায় লাভ এক কোটি টাকা

আলিপুরদুয়ার, ২ ডিসেম্বর : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে স্পেশাল টিকিট চেকিং ড্রাইভ শুরু হতেই সুফল মিলল।

নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে বিনা টিকিটে ট্রেনে যাত্রা, রেলের বুকিং ছাড়া পণ্য পরিবহণের অভিযোগে প্রায় ৯৭২৭টি আর্থিক জরিমানা করে প্রায় এক কোটি টাকার উপরে আয় হয় বলে রেল সূত্রে খবর।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অনুপ্রেরণায়

শিলিগুড়িতে প্রথমবার
ক্রেতা সুরক্ষা মেলা

প্রবেশ অবাধ

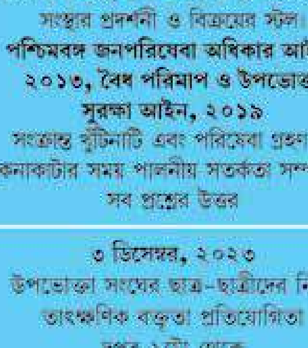

কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং,
১ থেকে ৩ ডিসেম্বর, ২০২৩
রোজ দুপুর ২টো থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত

মেলায় আসুন, হয়ে উঠুন আরও সচেতন ক্রেতা

আজ ৩ ডিসেম্বর, ২০২৩, মেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠান

মেলায় থাকছে নানা সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের স্টল। **পশ্চিমবঙ্গ জনপরিষেবা অধিকার আইন, ২০১৩, বৈধ পরিমাপ ও উপভোক্তা সুরক্ষা আইন, ২০১৯** সংক্রান্ত খুঁটিনাটি এবং পরিষেবা গ্রহণ বা কেনাকাটার সময় পালনীয় সতর্কতা সম্পর্কিত সব প্রশ্নের উত্তর

৩ ডিসেম্বর, ২০২৩
উপভোক্তা সংঘের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা
দুপুর ২টো থেকে
আলোচনাচক্র: দুপুর ৩টে থেকে
উপভোক্তা – আপনার অধিকার সম্পর্কে জানুন
– উপকৃত উপভোক্তাদের প্রতিক্রিয়া

উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী **শ্রী শ্রীকান্ত মাহাত মহাশয়ের** উপস্থিতিতে সমগ্র অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করবেন উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী **শ্রী বিপ্লব মিত্র মহাশয়**
উপস্থিত থাকবেন উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের প্রধান সচিব **শ্রীমতী রোশনি সেন, আইএএস**

আজ মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন দোহার গানের দল
কেনাকাটার ক্ষেত্রে প্রতারিত হলে প্রতিকার পাওয়ার সুলুক-সন্ধানের জন্য থাকছে খোলা মঞ্চে
প্রশ্নোত্তর পর্ব আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন অভিজ্ঞ আধিকারিকরা

ICA-D2155(8)/2023

বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন– ওয়েবসাইট– www.wbconsumers.gov.in
আমাদের টোল-ফ্রি হেল্পলাইন: ১৮০০ ৩৪৫ ২৮০৮ (সরকারি কাজের দিনে কাজের সময়ের মধ্যে)
মনে রাখবেন, আপনার সরকার সর্বদা আপনার সেবায় নিয়োজিত

উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ক্রেতা সুরক্ষা ভবন (চতুর্থ তল), ১১এ, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলকাতা-৮৭

উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত

ইংডিয়ন বৈংক | Indian Bank
ইলাহাবাদ | ALLAHABAD

আঞ্চলিক কার্যালয় : ২, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি–৭৩৪০০১ (পঃবঃ)
দূরভাষ ঃ (০৩৫৩) ২৪৩১১৪৮, ২৫২৫৫৩৮, ২৫২১২৯৪ * ই–মেল : Z748@indianbank.co.in,

৩০.১২.২০২৩–এর সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ই–অকশন

সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২–এর অধীনে 'যেখানে আছে যা আছে, যা আছে তাই আছে, যা কিছু হোক না কেন'–এর ভিত্তিতে ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com এ দেওয়া হবে।

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়ের জন্য ই–নিলাম বিক্রয় নোটিশ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২–এর রুল ৮ (৬)–এর বিধান সহ পঠিত।
এতদ্বারা জনসাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারকে বিশেষভাবে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিটি সুরক্ষিত ঋণদাতা–র কাছে বন্ধক/চার্জড রয়েছে, যার প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংক–এর অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ঋণদাতা দ্বারা নেওয়া হয়েছে, ৩০.১২.২০২৩ তারিখে যা বিক্রয় করা হবে 'যেখানে আছে যা আছে, যা আছে তাই আছে, যা কিছু হোক না কেন'–এর ভিত্তিতে ইন্ডিয়ান ব্যাংক সুরক্ষিত ঋণদাতার কারণে, নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের কাছ থেকে। ই– নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আনা সম্পত্তিটির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে গণনা করা হয়েছে :

ক্র. সংখ্যা শাখা	অ্যাকাউন্টের নাম ও ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়) বায়নার টাকা জমা দর বৃদ্ধি অর্থাঙ্ক	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা সম্পত্তি আইডি সম্পত্তির দায়বদ্ধতা
০১ মোহানাহাট শাখা	১। শ্রী চঞ্চল মণ্ডল (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) গ্রাম : মোহনা, পো:অ:– মোহিপুর, থানা–কুমারগঞ্জ, জেলা–দক্ষিণ দিনাজপুর, পিন–৭৩৩১৪১, পশ্চিমবঙ্গ ২। শ্রী সঞ্জিত মণ্ডল (জামিনদার), গ্রাম: মোহনা, পো:অ: মোহিপুর, থানা–কুমারগঞ্জ, জেলা–দক্ষিণ দিনাজপুর, পিন–৭৩৩১৪১, পশ্চিমবঙ্গ ৩। শ্রী ইন্দ্রজিৎ কুমার মণ্ডল (জামিনদার), গ্রাম: মোহনা, পো:অ: মোহিপুর, থানা–কুমারগঞ্জ, জেলা–দক্ষিণ দিনাজপুর, পিন–৭৩৩১৪১, পশ্চিমবঙ্গ ৪। শ্রী সুনির্মল মণ্ডল (জামিনদার), গ্রাম: মোহনা, পো:অ: মোহিপুর, থানা–কুমারগঞ্জ, জেলা–দক্ষিণ দিনাজপুর, পিন–৭৩৩১৪১, পশ্চিমবঙ্গ	শীর্ষক দলিল ২০৮৫/২০০০–এ তাহার উপর জমি ও নির্মাণের সমস্ত খণ্ড ও অবিচ্ছেদ্য অংশ ০৭.০৯.২০০০ তারিখে, খতিয়ান নং– এলআর পুরোনো– ৪৩০, নতুন–৫২০, প্লট নং– সার্ভে এলআর ২৩৮, জে.এল. নং–১৮৮, জমির এলাকা–০.০৮ ছটাক (জমি ভিটার ০.০৫ একর ও বাস্তর ০.০৩ –এর বাইরে), মৌজা–মোহনা, মোহনা গ্রাম পঞ্চায়েত নং ০৭, থানা–কুমারগঞ্জ, জেলা–দক্ষিণ দিনাজপুর (প:ব:)–এর অধীনে, স্মরণীকান্ত মণ্ডল–এর পুত্র, শ্রী চঞ্চল মণ্ডল–এর নামে সম্পত্তি দণ্ডায়মান। সীমানা দ্বারা – উত্তরে–পুকুর, দক্ষিণে–রাস্তা, পূর্বে–বিক্রেতা, পশ্চিমে–আশিস কুমার মণ্ডল–আবৃত।	টা. ৯,৫৪,০০০.০০ টা. ৯৫,৪০০.০০ টা. ১০,০০০.০০	টা. ৭,৬৫,১৯৭.০০ **(সাত লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার একশত সাতানব্বই টাকা মাত্র)** ২৪.১১.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জসমূহ এবং তদুপরি ব্যয় সহ ব্যাংকের বকেয়ার আদায়করণ পর্যন্ত। আইডিআইবি ৫০৩৩১৭০৪৯০৭ জানা নাই

দরদাতাদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে আমাদের ই–নিলাম সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লি–এর ওয়েবসাইট (www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)টি দেখার পর অনলাইন দর–এ অংশগ্রহণ করার জন্য। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩–২২৯০১০০৪ /২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২ এবং সার্ভিস প্রোভাইডার হেল্প ডেস্ক–এ প্রদত্ত অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরগুলিতে কল করুন। এমএসটিসি লিঃ–এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস–এর জন্য অনুগ্রহ করে ibapiop@mstcecommerce.com–তে যোগাযোগ করুন এবং ইএমডি স্ট্যাটাস–এর জন্য অনুগ্রহ করে ibapifin@mstcecommerce.com–এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তিটির বিশদ এবং সম্পত্তির ফোটোগ্রাফি ও নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে https://ibapi.in দেখুন এবং পোর্টালটি সম্পর্কিত স্পষ্টতার জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর ১৮০০১০২৫০২৬ এবং ০১১–৪১১০৬১৩১–এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে https://ibapi.in এবং www.mstcecommerce.com–এর সাথে ওয়েবসাইট–এ সম্পত্তিটির খোঁজ করার সময় উপরে উল্লিখিত প্রোপার্টি আইডি নম্বরটি ব্যবহার করার জন্য।

তারিখ : ০১.১২.২০২৩, স্থান : শিলিগুড়ি — অনুমোদিত আধিকারিক

ইংডিয়ন বৈংক | Indian Bank
ইলাহাবাদ | ALLAHABAD

আঞ্চলিক কার্যালয় : ২, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি–৭৩৪০০১ (পঃবঃ)
দূরভাষ ঃ (০৩৫৩) ২৪৩১১৪৮, ২৫২৫৫৩৮, ২৫২১২৯৪ * ই–মেল : Z748@indianbank.co.in,

১১.০১.২০২৪–এর সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ই–অকশন

সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২–এর অধীনে 'যেখানে আছে যা আছে, যা আছে তাই আছে, যা কিছু হোক না কেন'–এর ভিত্তিতে ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com এ দেওয়া হবে।

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়ের জন্য ই–নিলাম বিক্রয় নোটিশ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২–এর রুল ৮ (৬)–এর বিধান সহ পঠিত।
এতদ্বারা জনসাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারকে বিশেষভাবে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিটি সুরক্ষিত ঋণদাতা–র কাছে বন্ধক/চার্জড রয়েছে, যার প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংক–এর অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ঋণদাতা দ্বারা নেওয়া হয়েছে, ১১.০১.২০২৪ তারিখে যা বিক্রয় করা হবে 'যেখানে আছে যা আছে, যা আছে তাই আছে, যা কিছু হোক না কেন'–এর ভিত্তিতে ইন্ডিয়ান ব্যাংক সুরক্ষিত ঋণদাতার কারণে, নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের কাছ থেকে। ই– নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আনা সম্পত্তিটির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে গণনা করা হয়েছে :

ক্র. সংখ্যা শাখা	অ্যাকাউন্টের নাম ও ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়) বায়নার টাকা জমা দর বৃদ্ধি অর্থাঙ্ক	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা সম্পত্তি আইডি সম্পত্তির দায়বদ্ধতা
০১ শিলিগুড়ি মেইন ব্রাঞ্চ	১। মেসার্স সদানন্দ রাধিকা মঙ্গল চ্যারিটেবল ট্রাস্ট (ঋণগ্রহীতা) নিবন্ধীকৃত ঠিকানা ঃ ভোমা দেবী অ্যাপার্টমেন্ট, ৩, জীবনকৃষ্ণ দত্ত সরণি, আশ্রমপাড়া, ওয়ার্ড নং ১৪, শিলিগুড়ি, জেলা–দার্জিলিং, পব–৭৩৪০০১ ২। শ্রী দিলীপ শর্মা শ্রী চাঁদ শর্মার পুত্র (ট্রাস্টি, গ্যারান্টার) ঠিকানা ঃ সদগুরু ভিলা, ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা রোড, চয়নপাড়া, শালুগাড়া, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৩৪০০১ ৩। শ্রীমতী ববিতা শর্মা/দিলীপ শর্মা (ট্রাস্টি/গ্যারান্টার) ঠিকানা ঃ ভোমা দেবী অ্যাপার্টমেন্ট, ৩, জীবনকৃষ্ণ দত্ত সরণি, আশ্রমপাড়া, ওয়ার্ড নং ১৪, শিলিগুড়ি, জেলা–দার্জিলিং, পব–৭৩৪০০১ ৪। মেসার্স সৎসঙ্গ গুরুকৃপা হোটেল (এস) প্রাইভেট লিমিটেড (গ্যারান্টার) নিবন্ধীকৃত ঠিকানা ঃ ভোমা দেবী অ্যাপার্টমেন্ট ৬১৪/১৩২/১৯৩, রামকৃষ্ণ রোড (বাইলেন) প্রথম তল, আশ্রমপাড়া, ওয়ার্ড নং ১৪, শিলিগুড়ি, জেলা–দার্জিলিং, পব–৭৩৪০০১	১) দলিল নং I–১২৬৬ তাং ২৪.০৯.২০১৯ অনুযায়ী জমির সকল এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ যার আয়তন (১) ২১.৬২ কাঠা (০.৩৫৭৪ একর) শ্রী দিলীপ শর্মা ও শ্রীমতী ববিতা শর্মার নামে (২) ২.৫ কাঠা (৪.১২৫ ডেসিমেল) দলিল নং I–১৩০১/২০১৯ তাং ৩০.০৯.২০১৯ শ্রীমতী ববিতা শর্মার নামে এবং ৩) ২.৫ কাঠা (৪.১২৫ ডেসিমেল) দলিল নং I–১৩০২ তাং ৩০.০৯.২০১৯ শ্রী দিলীপ শর্মার নামে এল আর প্লট নং ঃ ১৬'এতে অবস্থিত যা আরএস প্লট নং ৫৩'এর সঙ্গে যুক্ত। এলআর খতিয়ান নং ৭৮, আর এস খতিয়ান নং ৬৮২, এল আর শিট নং–২৬ আর এস শিট নং ০৪'এর সঙ্গে যুক্ত, জেএল নং ০২, ওয়ার্ড নং ৪১, শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীন। মৌজা–ডাবগ্রাম, পরগণা ঃ বৈকুণ্ঠপুর, থানা, বিএল ও এলআরও ও অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস ঃ রাজগঞ্জ জেলা–জলপাইগুড়ি (জমির মোট আয়তন ২৬.৬২ কাঠা) সম্পত্তিটি দ্বারা আবদ্ধ ও সীমাবদ্ধ দ্রষ্টব্য দলিল নং I–১২৬৬০'এর অধীন, উত্তরে ঃ ক্রেতার জমি দ্বারা, দক্ষিণে ঃ ৪ ফুট কাঁচা ঠাকুর পঞ্চানন বাইলেন এবং তারপর সুপ্রিয়া চৌধুরির জমি ও লীলাবতী মহান্তি, পূর্বে ঃ কে এন উপ্রিথির জমি, পশ্চিমে রাকেশ আগরওয়ালের জমি দ্রষ্টব্য দলিল নং I–১৩০১ ঃ উত্তরে ঃ ৫০ ফিট চওড়া রাস্তা (ডন বসকো রোড), দক্ষিণে ঃ ক্রেতার জমি, পূর্বে কে এন উপ্রিথির জমি, পশ্চিমে দিলীপ শর্মার জমি দ্রষ্টব্য I–১৩০২, উত্তরে ঃ ৫০ ফুট চওড়া রাস্তা (ডন বসকো রোড), দক্ষিণে ক্রেতার জমি, পূর্বে ঃ ববিতা শর্মার জমি, পশ্চিমে রাকেশ আগরওয়ালের জমি ২) জমির সকল এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ যার আয়তন ৬০০ ডেসিমেল বা ৬ একর যা মেসার্স সদানন্দ রাধিকা মঙ্গল চ্যারিটেবল ট্রাস্টকে দিলীপ শর্মা ও শ্রীমতী ববিতা শর্মা কর্তৃক ইজারা দেওয়া হয়েছে (৩০ বছর মেয়াদের জন্য) এবং তদুপরি বিল্ডিং (সিভিল কনস্ট্রাশন ও অন্যান্য কাঠামো) তৎসহ স্থাবর স্থিরীকৃত সম্পদ যেটি এল আর প্লট নং ৭১৪, ৮১৮, ৮৫০, ৮৫২, ৮৫৩, ৮৫৪, ৮৫৫, ৮৬৮, ৮৮১, ৮৮৩, ৮১৩, ৮১২ ও ৮৬০ এতে অবস্থিত যেগুলি আর এস প্লট নং ৪০৬, ৪৯০, ৭৭১, ৫১৪, ৫১৫, ৫১৬, ৫১২, ৬৯১, ৫৩০, ৫৩১, ৭৬৭, ৪৮৫ ও ৫২০ এর সঙ্গে যুক্ত। এল আর খতিয়ান নং ৫৭৯ ও ৫৮০ যেটি বিগত এলআর খতিয়ান নং ৫৩৮, ১৬৮, ২৬৭, ৫২৯ ও ২০৬ এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত জেএল নং ১৬, শিট নং ২, পানিকৌড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, মৌজা–অরাজি বিন্নাগুড়ি, পরগণা–বৈকুণ্ঠপুর, পিএস, বিএল ও এলআরও ও অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস ঃ রাজগঞ্জ, জেলা–জলপাইগুড়ি, দ্রষ্টব্য ইজারা দলিল নং–২৬৬ ২০১৯ বর্ষের জন্য (রেফ ডিড অফ কনভেয়েন্স নং I–৯৮ এবং ১৮.০১.২০১৮) তৎসহ চেন ডিড/এস ও অন্যান্য জমির নথি সম্পত্তিটি নিম্নানুযায়ী দ্বারা আবদ্ধ ও সীমাবদ্ধ ঃ উত্তরে দ্বারা ঃ প্লট নং ৮০২, ৮১৪ ও ৮১৭ (এল আর)'এর জমি দক্ষিণে ঃ ৪০ ফিট চওড়া পাকা রাস্তা, পূর্বে ঃ প্লট নং ৮৫০, ৮৫১, ৮৫২, ৮৮২, ৮৮৩, ৭১৪ ও ৮১৮ (এর) জমি দ্বারা) পশ্চিমে ঃ প্লট নং ৭১৪, ৮৫৫, ৮৫৬, ৮৬০, ৮৮১ ও ৮১০ (এলআর) জমি দ্বারা	টা. ৫,৯৫,৮১,০০০.০০ টা. ৫৯,৫৮,১০০.০০ টা. ২০,০০০.০০	টা. ৪৩,০০,৫০,৯৮১.০০ **(তেতাল্লিশ কোটি পঞ্চাশ হাজার নয়শত একাশি টাকা মাত্র)** **২৮.১১.২০২৩ পর্যন্ত** তৎসহ আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় ব্যাংকের পাওনা উশুল না হওয়া পর্যন্ত ১) আইডিআইবি ৭০০৫৯৭৯৪৮৭ ২) আইডিআইবি ৫০৫১০২১২৩৩৪ জানা নাই
০২ বর্ধমান রোড ব্রাঞ্চ	১। মেসার্স শ্যাম ইমপেক্স (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা ঃ এইচ/১৫৩/১৫/১৯৭ /১/১/এন, গোল্ডেন প্লাজা ওয়ার্ড নং ০৪, বর্ধমান রোড, শিলিগুড়ি, জেলা–দার্জিলিং, পব–৭৩৪০০১ ২। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী লাখোটিয়া শ্রী উদয় লাখোটিয়ার স্ত্রী (ঋণগ্রহীতা ও মর্টগেজদাতা) ঠিকানা ঃ ৫ম তল বি ব্লক, ইডেন অ্যাপার্টমেন্ট, পায়েল সিনেমার পিছনে দশরথপল্লি, ওয়ার্ড নং ৪৪, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৩৪০০১	১৪ বছরের পুরোনো আবাসিক ভবনের ফ্ল্যাটের সকল এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ যার আয়তন ১৩৮৭ বর্গফিট যার নং এন/৪, বি ব্লকের ৫ম তলে অবস্থিত (মেঝে টাইলস দ্বারা সুসজ্জিত) তৎসহ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, জমি ও সিঁড়ির আনুপাতিক অংশ এবং অন্যান্য ঢাকা গ্যারাজ (গাড়ি দাঁড় করানোর জন্য) যার আয়তন প্রথম তলে ১০২ বর্গফুট (পাকা মেঝে) জি–৪তল বিল্ডিং যার নাম ইডেন অ্যাপার্টমেন্ট যেটি শিডিউল–এ জমিতে অবস্থিত তৎসহ অধিকার, মালিকানা এবং স্বার্থ যেটি অবিভাজ্য আনুপাতিক জমিতে অবস্থিত যা দশরথপল্লি রোড'এতে অবস্থিত ওয়ার্ড নং ৪৪ অফ এসএমসি–র অধীন, মৌজা–ডাবগ্রাম, জেএল নং–২ আরএস শিট নং –৭, পরগনা বৈকুণ্ঠপুর, আর এস খতিয়ান নং ১৭৬/২ (কেএ) আর এস প্লট নং ২৭৯/৩৭৮, থানা–ভক্তিনগর, মহকুমা জলপাইগুড়ি এডিএম আরও–ভক্তিনগর, জেলা–জলপাইগুড়ি থানা ভক্তিনগরের অধীন পিন–৭৩৪০০১, পশ্চিমবঙ্গ শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী লাখোটিয়া শ্রী উদয় লাখোটিয়ার স্ত্রীর নামে অবস্থিত জমিটি দ্বারা আবদ্ধ এবং সীমাবদ্ধ উত্তরে ঃ ২৪ ফিট চওড়া এসএমসি মেটাল রোড, দক্ষিণে ঃ প্লট নং ২৮৮ দ্বারা (সরকারি জমি) পূর্বে দ্বারা ঃ শ্রীমতী পুষ্পা দে গামার ও অন্যান্যদের জমি, পশ্চিমে দ্বারা ঃ ১৮ ফিট চওড়া এস এমসি মেটাল রোড দ্বারা	টা. ৩৪,০০,০০০.০০ টা. ৩,৪০,০০০.০০ টা. ১০,০০০.০০	টা. ৯৮,৬১.৩০৪.০০ **(আটানব্বই লক্ষ একষট্টি হাজার তিনশত চার টাকা মাত্র)** **০১.১২.২০২৩ পর্যন্ত** তৎসহ আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় ব্যাংকের পাওনা উশুল না হওয়া পর্যন্ত আইডিআইবি ৩০২৮১৭৮১৭১৫ জানা নাই

দরদাতাদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে আমাদের ই–নিলাম সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লি–এর ওয়েবসাইট (www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)টি দেখার পর অনলাইন দর–এ অংশগ্রহণ করার জন্য। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩–২২৯০১০০৪/২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২ এবং সার্ভিস প্রোভাইডার হেল্প ডেস্ক–এ প্রদত্ত অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরগুলিতে কল করুন। এমএসটিসি লিঃ–এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস–এর জন্য অনুগ্রহ করে ibapiop@mstcecommerce.com–তে যোগাযোগ করুন এবং ইএমডি স্ট্যাটাস–এর জন্য অনুগ্রহ করে ibapifin@mstcecommerce.com–এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তিটির বিশদ এবং সম্পত্তির ফোটোগ্রাফি ও নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে https://ibapi.in দেখুন এবং পোর্টালটি সম্পর্কিত স্পষ্টতার জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর ১৮০০১০২৫০২৬ এবং ০১১–৪১১০৬১৩১–এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের উপদেশ দেওয়া হচ্ছে https://ibapi.in এবং www.mstcecommerce.com–এর সাথে ওয়েবসাইট–এ সম্পত্তিটির খোঁজ করার সময় উপরে উল্লিখিত প্রোপার্টি আইডি নম্বরটি ব্যবহার করার জন্য।

তারিখ : ০১.১২.২০২৩, স্থান : শিলিগুড়ি — অনুমোদিত আধিকারিক

সত্যমেব জয়তে

ভারত সরকার
সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক
বিকলাঙ্গতাসহ ব্যক্তিদের (দিব্যাঙ্গন) ক্ষমতায়ন বিভাগ

বিকলাঙ্গতাসহ ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে জাতীয় পুরস্কার ২০২৩–এর প্রদান অনুষ্ঠান
৩রা ডিসেম্বর, ২০২৩–বিকলাঙ্গতাসহ ব্যক্তিবর্গের আন্তর্জাতিক দিবস

শ্রীমতী দ্রৌপদি মুর্মু
মাননীয় ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্বারা

বিশেষ অতিথিবর্গ
ডঃ বীরেন্দ্র কুমার
সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী, ভারত সরকার

শ্রী রামদাস আথোওয়ালে
সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন রাষ্ট্রমন্ত্রী, ভারত সরকার

শ্রী এ নারায়ণস্বামী
সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন, রাষ্ট্রমন্ত্রী, ভারত সরকার

শ্রীমতী প্রতিমা ভৌমিক
সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন রাষ্ট্রমন্ত্রী, ভারত সরকার

সময় ঃ সকাল ১১.০০ টা
স্থান ঃ বিজ্ঞান ভবন, নয়াদিল্লি

ব্যক্তিগত শ্রেণিতে ২১ জন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপক, ২০২৩ এবং ০৯ জন প্রাতিষ্ঠানিক শ্রেণিতে বিকলাঙ্গতাসহ (দিব্যাঙ্গন) ব্যক্তিবর্গকে উষ্ণ অভিনন্দন

বিকলাঙ্গতা (দিব্যাঙ্গন) সহ ব্যক্তিবর্গের ক্ষমতায়ন বিভাগের বড়ো যোজনা/কর্মসূচি

- ছাত্রবৃত্তি যোজনা
- সহায়ক/সাজসরঞ্জাম যুক্ত করা/ক্রয়ের জন্য বিকলাঙ্গতাসহ ব্যক্তিবর্গের জন্য সহায়তার যোজনা (এডিআইপি যোজনা)
- দীনদয়াল দিব্যাঙ্গন পুনর্বাসন যোজনা (ডিডিআরএস)
- বিকলাঙ্গতাসহ ব্যক্তিবর্গের অধিকার আইন, ২০১৬ (এসআইপিডিএ) রূপায়ণের জন্য ছাত্র যোজনার অধীন
- বাধামুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি
- বিকলাঙ্গতাসহ ব্যক্তিবর্গের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য জাতীয় কর্মযোজনা (এনএপি–এসডিপি)
- অনন্য বিকলাঙ্গতা চিহ্নিতকরণ (ইউডিআইডি)
- সুগম ভারত অভিযান
- চাকরি প্রশিক্ষণে চেতনা সৃষ্টি এবং প্রচার (এজিপি)

আমাদের অনুসরণ করুন @ socialpwds www.depwd.gov.in

cbc 38117/11/0046/2324

ঠাকুরনগরে দখল সরকারি জমি

আশপাশে গেলেই শাসাচ্ছে দালালরা

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : ফের সরকারি জমি দখলের অভিযোগ উঠল ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঠাকুরনগর এলাকায়। তবে এবার পদক্ষেপ করতে তৎপর হয়ে উঠেছে রাজগঞ্জ ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। অভিযোগ পেতেই শনিবার ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক শুভব্রত মিত্রের নেতৃত্বে দপ্তরের কর্মীরা ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন বিতর্কিত জমিতে গিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করেন। শুভব্রত বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে সবে তদন্ত শুরু হয়েছে। এই মুহূর্তে তাই বিস্তারিত কিছু বলা সম্ভব নয়।' তবে দপ্তর সূত্রে খবর, দখল হওয়া সরকারি জমি উদ্ধার করে তা নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় জমি দখল নতুন কোনও ঘটনা নয়। মুখ্যমন্ত্রীর তোপের পরেও জমির কালো কারবার বন্ধ হয়নি এই এলাকায়। সরকারি জমিও অবাধে দখল হয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরনগরের যে জমিটি দখলের অভিযোগ উঠেছে, তা মূলত একটি মাঠ। তার অধিকাংশই খাসজমি। ১২-১৫ বিঘা জমি রয়েছে এখানে। যার মধ্যে বেশিরভাগটাই খাসজমি। পূর্বদিকের এক কোণে রয়েছে কিছুটা রায়তি জমি। এছাড়াও পার্ট ভেস্ট হিসাবেও রয়েছে অনেকটা জমি।

বিতর্কিত সেই জমি পরিদর্শন করছেন অধিকারিকরা। শনিবার ঠাকুরনগরে।

অভিযোগ, শিলিগুড়ির এক তৃণমূল কংগ্রেস ঘনিষ্ঠ হোটেল ব্যবসায়ী এখানকার খাসজমি দখল করার পরিকল্পনা করেছেন। সেই মতো স্থানীয় বেশ কিছু পরিচিত জমির দালালকে কাজে লাগাচ্ছেন তিনি। এলাকায় গিয়ে দেখা গিয়েছে, জমির আশপাশে কারা আসছে, কারা যাচ্ছে নিয়মিত নজরদারি চালাচ্ছে ওই দালালরা। স্থানীয়দের কথায়, দালালদের সঙ্গে কয়েক লক্ষ টাকার রফা হয়েছে ওই হোটেল ব্যবসায়ীর। বাইরের কেউ জমির ধারেকাছে গেলেই তাঁকে ঘিরে ধরে ছবি তুলে রাখা হচ্ছে। এছাড়া স্থানীয় অনেককে মুখ বন্ধ রাখার জন্য রীতিমতো শাসানো হয়েছে। আবার এলাকার প্রভাবশালী কাউকে মুখ বন্ধ রাখার জন্য নির্দিষ্ট নজরানা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে তাঁর বাড়িতে।

> **অভিযোগের ভিত্তিতে সবে তদন্ত শুরু হয়েছে। এই মুহূর্তে তাই বিস্তারিত কিছু বলা সম্ভব নয়।**
>
> **–শুভব্রত মিত্র** আধিকারিক
> *ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর*

জমিটি এতদিন গ্রামের মানুষজন বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতেন। দখলের বিষয়টি আন্দাজ করেই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন স্থানীয় তপন রায়, সমর সরকার, বুধারু বর্মনরা। এই ঘটনায় শাসক তৃণমূলের নাম জড়াতেই দায় ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছে দল। দলের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী সুধা সিংহ চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ, 'এসব চলছে বিজেপির মদতেই। এর আগে আমি এলাকার প্রধানের চেয়ার সামলেছি। তখন তো জমি দখলের ঘটনা ঘটেনি। জমিটি সেই সময় সুরক্ষিতই ছিল। বোর্ড পরিবর্তন হতেই জমিটি মাফিয়াদের নজরে পড়েছে। প্রশাসনকে বলব রং না দেখে ব্যবস্থা নিতে।' যদিও অভিযোগ মানতে চাননি স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, 'বেশ কয়েক বছর আগে আমি যখন এলাকার উপপ্রধান ছিলাম তখন জমিটিকে সরকারি কাজের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে জমিটি সুরক্ষিতই ছিল। কিন্তু বর্তমানে শিলিগুড়ির এক অত্যন্ত প্রভাবশালী তৃণমূল নেতার কাছের লোক জমিটি দখল করতে চাইছেন। এতে বিজেপির কেউ জড়িত নয়। সবটাই চলছে তৃণমূলের মদতে।'

চাপানউতোর খেলার মাঝে একসময় জমি দখল হয়ে সেখানে নির্মাণকাজ শুরু হয়ে যাবে, এমনটাই আশঙ্কা স্থানীয়দের।

হঠাৎ পিচ-পাথরের কারখানায় পড়ল তালা

শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : ঠাকুরনগরের সেই বিতর্কিত 'দূষণ' কারখানার সামনে শুক্রবার গিয়ে দেখা গেল, কোনও ধোঁয়া উঠছে না। ফলে কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে অনুমান স্থানীয়দের। এলাকার ব্যবসায়ী অনুরাধা মালাকার বলেন, 'সকাল থেকে তো যন্ত্র চালু হতে দেখিনি। জানি না, পরবর্তীতে কী হবে?' অন্যদিকে, শনিবারই ওই কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার উদ্যোগ নেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। যদিও তাঁর আসার আগেই কারখানাটি বন্ধ করে দেয় মালিকপক্ষ।

এলাকায় দূষণ ছড়ানোর পাশাপাশি পরিবেশ নষ্ট করছে পিচ-পাথর সংমিশ্রণের কারখানা। এই খবরটি শনিবারই প্রকাশিত হয় উত্তরবঙ্গ সংবাদে। তারপরই ঠাকুরনগরের কারখানাটি বন্ধ করার ক্ষেত্রে উদ্যোগী হলেন শিখা চট্টোপাধ্যায়। মনে করা হচ্ছে, খবর দেখেই এই উদ্যোগ। কারখানাটি এদিন বন্ধ থাকলেও কতদিন বন্ধ থাকবে, তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন এলাকার লোকজন। তবে কারখানার নথি দেখা বা বন্ধ করে দেওয়া বিধায়কের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে কি না, তা নিয়ে এলাকায় গুঞ্জন চলছে। শিখার বক্তব্য, 'এরকম একটি অবৈধ কারখানা জনবসতি এলাকায় চলতেই দেওয়া উচিত নয়। ভয়ংকর বায়ু দূষণ হওয়ায় বাসিন্দাদের অসুবিধে হচ্ছিল। পুলিশকে বলেছি ব্যবস্থা নিতে।'

> সকাল থেকে তো যন্ত্র চালু হতে দেখিনি। জানি না, পরবর্তীতে কী হবে?
>
> **– অনুরাধা মালাকার**
> *স্থানীয় ব্যবসায়ী*

স্থানীয়দের অভিযোগ, গত কয়েকবছর ধরে ইস্টার্ন বাইপাসের ঠাকুরনগর এলাকায় বিনা বাধায় চলছিল কারখানাটি। মাথার উপর বড় হাত না থাকলে এই কাজ সম্ভব নয় বলে মনে করছে স্থানীয় মহল। কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্বে থাকা তৃণমূল পরিচালিত বোর্ডের দাবি, তারা এই বিষয়ে কিছুই জানত না। একই দাবি বর্তমান বিজেপি বোর্ডের। স্থানীয়দের একাংশের মতে, তৃণমূলের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগকে সামনে রেখে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে ক্ষমতায় এসেছে পদ্ম শিবির। এবারে তাদের গায়েও একইরকম বেনিয়মের আঁচ লাগতেই দলের ভেতরে সমালোচনার ঝড় ওঠে। অবস্থা সামাল দিতে পথে নামতে হয় বিধায়ক শিখাকে।

অন্যদিকে, তৃণমূলের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক সভানেত্রী ও প্রাক্তন প্রধান সুধা সিংহ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এই কারখানা যদি আগে থেকেই চলছে, তাহলে তো বাসিন্দারা অভিযোগ জানাতেন। কিন্তু কোনওদিন কেউ অভিযোগ জানায়নি।' অথচ বাসিন্দাদের মতে, গত কয়েকবছর থেকে সরকারি বিভিন্ন রাস্তা তৈরির ঠিকাদারি সংস্থাকে বিটুমেন সরবরাহ করে আসছে এই কারখানা। কারখানার মালিক মহম্মদ আনসারি নিজেও দেখাতে পারেননি কোনও বৈধ নথি। তারপরেও এতদিন ধরে স্থানীয় পঞ্চায়েতের কোনও বোর্ডের নজরে আসেনি কেন বিষয়টি? এমন হাজারো প্রশ্নের উত্তর জানা নেই কারও।

কারখানা থেকে কালো ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়নি। শনিবার ঠাকুরনগরে।

রাস্তার কাজ আটকালেন স্থানীয়রা

ধূপগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : রাস্তা ও নর্দমা তৈরি করতে গিয়ে পানীয় জলের পাইপ ফেটে গিয়েছে। যার জেরে দীর্ঘ প্রায় নয় মাস থেকে এলাকায় পানীয় জল পাচ্ছেন না বাসিন্দারা। আর সেই ক্ষোভের জেরে এবার ধূপগুড়ি-নাথুয়া মেজর ডিস্ট্রিক্ট রোডের কাজ আটকে দিলেন বাসিন্দারা।

ধূপগুড়ি-নাথুয়া সড়কটি পূর্ত দপ্তর (সড়ক)-এর মাধ্যমে নতুন করে নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রায় নয় মাস আগে কাজ শুরু হয়েছে। কাজ শুরুর কয়েকদিনের মধ্যেই জলের পাইপ ফেটে যায়। শনিবার ধূপগুড়ি ব্লকের ডাউকিমারি এলাকায় অন্যান্য দিনের মতোই মেজর ডিস্ট্রিক্ট রোডের কাজ চলছিল। কিন্তু বাসিন্দারা জল না পাওয়ায় ক্ষোভের বশে রাস্তার কাজই আটকে দেন। স্থানীয় বাসিন্দা পিন্টু সরকার বলেন, '৬২ ও ৬৩ নম্বর অংশের বাসিন্দারা পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন। রাস্তা ও নর্দমার কাজ শুরুর পর পানীয় জলের পাইপলাইন ফেটে গিয়েছিল। ব্যবস্থা না নেওয়া হলে শুধু রাস্তার কাজ আটকানো নয়, রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হবে।' এব্যাপারে জলপাইগুড়ির জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের আধিকারিকদের ফোন করা হলে ফোন না ধরায় উত্তর মেলেনি।

চিতাবাঘ ধরতে পাতা হল খাঁচা

চালসা, ২ ডিসেম্বর : গত কয়েকদিন ধরে সন্ধ্যার পরেই বাড়িতে ঢুকে যাচ্ছে চিতাবাঘ। শুয়োর, ছাগল তুলে নিয়ে যাচ্ছে। গত এক সপ্তাহে ছয়টি ছাগল ও দুটি শুয়োরকে সাবাড় করেছে চিতাবাঘ। এলাকায় বেশ কয়েকটি ছোট চা বাগান ও ঝোপঝাড় রয়েছে। সেখানেই চিতাবাঘ আশ্রয় নিয়েছে বলে বাসিন্দাদের অনুমান। এলাকাটির পাশেই রয়েছে একটি বেসরকারি স্কুলও। তাই চিতাবাঘ ধরতে শনিবার বন দপ্তরের খুনিয়া স্কোয়াডের তরফে খাঁচা বসানো হল মেটেলি ব্লকের উত্তর ধূপঝোরার দশাইপাড়ায়।

খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার সজলকুমার দে জানান, এলাকার বাসিন্দারা বন দপ্তরকে খাঁচা বসানোর দাবি জানিয়েছিলেন। সেই দাবির ভিত্তিতেই এদিন ওই খাঁচা বসানো হয়।

প্রতিবাদ তৃণমূলের

ময়নাগুড়ি ও বেলাকোবা, ২ ডিসেম্বর : শনিবার কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার প্রতিবাদে ময়নাগুড়ির নতুন বাজার এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস সভা করল। মূল বক্তা ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ। এদিন তিনি একশো দিনের বকেয়া টাকা সহ বিধানসভায় বিজেপির কুরুচিপূর্ণ বক্তব্যের প্রতিবাদে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। জাতীয় সংগীতের অবমাননা এবং বিভিন্ন জনজাতির উদ্দেশ্যে কুরুচিকর মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেন। এদিনের সভায় ছিলেন তৃণমূল নেতা গোবিন্দ পাল, মনোজ রায়, শিবশংকর দত্ত, কুমুদরঞ্জন রায় প্রমুখ।

একশো দিনের কাজের বকেয়া দাবি, আবাস যোজনার টাকা আটকে রাখার অভিযোগ এনে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে রাজগঞ্জ ও বেলাকোবায় প্রতিবাদ মিছিল করল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের রাজগঞ্জ ব্লক সভাপতি অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, গোটা রাজ্যের পাশাপাশি রাজগঞ্জ ব্লকে শনি ও রবিবার প্রতিবাদ মিছিল চলবে। শনিবার রাজগঞ্জ ব্লকের বেলাকোবা, বটতলা হাট সহ অনেক জায়গায় প্রতিবাদ মিছিল হয়। রবিবারও একাধিক জায়গায় প্রতিবাদ মিছিল করবে তৃণমূল।

মমতার অনুষ্ঠানের জন্য ফের স্থগিত লিগ

খেলা হবে না

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : আর হবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিলেও ফের একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ক্ষোভের পারদ চড়ছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুষ্ঠানের জন্য গত ২১ ফেব্রুয়ারি কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে মঞ্চ তৈরি হয়েছিল। গর্ত করে খুঁটি পোঁতায় মাঠের জলনিকাশি ব্যবস্থার সেবার দফারফা। এতে সেবারে রাজ্য সরকারকে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। ৪ এপ্রিল অরিজিৎ সিং এই স্টেডিয়ামে গান শোনাতে এসে বলেছিলেন, 'খেলার মাঠে ভবিষ্যতে এ ধরনের অনুষ্ঠান না হওয়াই ভালো।' ফের আর এভাবে মাঠকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না বলে ২১ ফেব্রুয়ারির পর প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোথায় কী! মমতার আসন্ন সফরের জন্য ফের কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনকেই নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই মঞ্চ তৈরির প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। আর এর জেরেই সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগ বা শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ মাঝপথে স্থগিত করা হচ্ছে। ক্লাবগুলিকে প্রচুর আর্থিক ক্ষতির মুখে। এনিয়ে শহরে এখন ব্যাপক ক্ষোভ। স্টেডিয়ামে মমতার অনুষ্ঠানের দিন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ ধর্নায় বসার হুমকি দিয়েছেন।

শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের (এসএমকেপি) ফুটবল সচিব সৌরভ ভট্টাচার্য বলেন, 'স্টেডিয়াম পুরসভার হাতে রয়েছে। খেলা চালানোর জন্য পুরসভা আমাদের মাঠ দিয়েছে। প্রয়োজনে ওরা আবার সেই মাঠ ফেরত নিয়েছে। ওই মাঠ আবার কবে খেলার উপযোগী হবে জানা নেই। তবে মাঝপথে খেলা বন্ধ হওয়ায় ক্লাবগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যে সমস্ত ফুটবলারকে ভাড়া করা হয়েছে, আগামীতে তাঁদের ফের পাওয়া যাবে কি না তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।' মেয়র গৌতম দেবের অবশ্য বক্তব্য, 'স্টেডিয়ামকে ঢেলে তৈরি করা হচ্ছে। মাঠটিকে পুরো চষে ফেলে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বারমুডা ঘাস এনে এখানে বসানো হবে। মাঠের নীচে নতুন করে নিকাশি তৈরি করা হবে। ধাপে ধাপে টেন্ডার করে কাজ শুরু করেছি। মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠানের পরেই স্টেডিয়ামের কাজ শুরু হয়ে যাবে। ১২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠান হয়ে গেলে আমরা একদিনের মধ্যে মাঠ মেরামত করে দেব। সেখানে আবার খেলা হবে।'

> **শহরে ক্ষোভ**
>
> ■ **২১ ফেব্রুয়ারি কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে মমতার সভার পর শহরে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়ায়**
>
> ■ **মাঠ নষ্ট হওয়ায় ফের এখানে এ জাতীয় কোনও অনুষ্ঠান করা হবে না বলে প্রতিশ্রুতি**
>
> ■ **তা সত্ত্বেও ১২ ডিসেম্বর মমতার সভার জন্য স্টেডিয়ামে ফের মঞ্চ তৈরি করা হচ্ছে**
>
> ■ **এর জেরে স্থগিত হচ্ছে শিলিগুড়ির ফুটবল লিগ, আর্থিক ক্ষতির মুখে বিভিন্ন ক্লাব**

২১ ফেব্রুয়ারি মমতার অনুষ্ঠানের জন্য কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন ব্যবহারের পর ব্যাপক জলঘোলা হয়েছিল। খেলাধুলোর জন্য স্টেডিয়ামকে ঢেলে সাজানো হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও এখনও সেই কাজ সেভাবে শুরু হয়নি। ২৬ নভেম্বর থেকে স্টেডিয়ামে সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগ শুরু হয়েছে। ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত তা চলার কথা ছিল। কিন্তু ১২ ডিসেম্বর স্টেডিয়ামের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী পুরনিগম ও শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকার বাসিন্দাদের সরকারি পরিষেবা প্রদান করবেন। সেই অনুষ্ঠানের জন্য মঞ্চ তৈরির জিনিসপত্র শনিবার থেকেই স্টেডিয়ামে ঢোকানো শুরু হয়েছে। রবিবার লিগের শেষ ম্যাচের পর সোমবার থেকে স্টেডিয়ামে মঞ্চ তৈরির কাজ শুরু হবে। অনির্দিষ্টকালের জন্য ফুটবল লিগ স্থগিত থাকছে বলে শনিবার এসএমকেপি'র সচিব কুন্তল গোস্বামী এক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি ক্লাব ও প্রতিষ্ঠানকে জানিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে বিরোধীরা সরব হয়েছে। শিলিগুড়ির বিধায়ক বিজেপির শংকর ঘোষ বললেন, 'গাজোয়ারি করে মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠান হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের টেবিল টেনিস শেষ হয়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রী কি উত্তরবঙ্গকে শ্মশান বানাতে চান?'

বন্ধুর বোনের বিয়ের নিমন্ত্রণ করে ফেরার পথে মৃত্যু

বানারহাট, ২ ডিসেম্বর : বন্ধুর বোনের বিয়ে। সেজন্য নিমন্ত্রণ করতে বেরিয়েছিলেন বন্ধুর সঙ্গে। কিন্তু ফেরার পথে যে তাঁর মৃত্যু হবে, ভাবতে পারেননি কেউই। আর বিয়ের কনের দাদা গুরুতর আহত হলেন। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটে বানারহাট ব্লকের গ্যান্দ্রাপাড়া চা বাগান শনি মন্দির এলাকার বানারহাট-নাথুয়া রাজ্য সড়কের ওপর।

জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম শশীরবি দাস (৩০)। তাঁর বাড়ি বিন্নাগুড়ি ডিএস কলোনিতে। আহত যুবক ফ্রান্সিস সোরেন বিন্নাগুড়ি চা বাগানের নিউ লাইনের বাসিন্দা। তাঁরই বোনের বিয়ের নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃত যুবক শালুগাড়া সেনাছাউনিতে কর্মরত ছিলেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার রাতে একটি বাইকে দুই বন্ধু মিলে বোনের বিয়ের নিমন্ত্রণ করতে বেরিয়েছিলেন। তোতাপাড়া থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটে। গ্যান্দ্রাপাড়া চা বাগান এলাকায় রাজ্য সড়কের ওপরে একটি ট্র্যাক্টর দাঁড় করানো ছিল। কিন্তু রাস্তাটি অন্ধকার থাকায় ট্র্যাক্টরটিকে ঠাহর করতে পারেননি দুই বন্ধু। ফলে ট্র্যাক্টরের পেছনে বাইক সজোরে ধাক্কা মারলে রাস্তায় ছিটকে পড়ে দুজনে অজ্ঞান

দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক। গ্যান্দ্রাপাড়ায়।

হয়ে যান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে বানারহাট থানার পুলিশ দুজনকে বানারহাট হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসক শশীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ফ্রান্সিস গুরুতর আহত হওয়ায় তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়। যুবকের মৃত্যুতে বিন্নাগুড়ি এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

মৃতের পরিবারের দাবি, ট্র্যাক্টরটি অন্ধকারে দাঁড়ানো থাকলেও সেটির পেছনে লাইট জ্বালানো ছিল না। এমনকি, কোনও রিফ্লেক্টরও ছিল না। বানারহাট পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক ও ট্র্যাক্টরটি থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। ট্র্যাক্টরের চালক পলাতক। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

বড়দিঘি-মালবাজার রাজ্য সড়কের বেহাল দশায় ক্ষোভ

কৌশিক দাস

বড়দিঘি, ২ ডিসেম্বর : মালবাজারে যাওয়ার জন্য বাইক নিয়ে বেরিয়েছিলেন নেপুচাপুরের মোস্তাকিন আলম। তেশিমলার প্রধান মোড়ে পিচ ওঠা রাস্তায় বাইকের চাকা পিছলে গিয়ে পড়তে পড়তে কোনওরকমে বাঁচলেন। শরীরে আঘাত না পেলেও বাইক রাস্তায় পড়ে গিয়েছে। মালবাজার অভিমুখে যাচ্ছিলেন দুই বাইকচালক, আর এক টোটোয় তিনজন যাত্রী নিয়ে চালক বড়দিঘির উদ্দেশে যাচ্ছিলেন। তাঁরা দ্রুত ছুটে এসে ধরাধরি করে বাইকটি তুলে দিলেন। কিছুক্ষণ জিরিয়ে গন্তব্যে যাওয়ার পথে মোস্তাকিন বলে গেলেন, 'এই রাস্তার কারণে প্রতিদিন কত যে দুর্ঘটনা ঘটছে তার হিসেব নেই। অথচ প্রশাসন কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না।' সহমত জানিয়ে অন্যরাও একরাশ বিরক্তির কথা জানালেন।

বড়দিঘি-মালবাজার প্রায় আট কিমি রাজ্য সড়কটি কুমলাই ও তেশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। লাটাগুড়ি থেকে মালবাজার যাতায়াতের বিকল্প রাস্তা হিসেবেও অনেকেই এটি ব্যবহার করে থাকেন। বছর তিনেক আগেই রাস্তাটি সংস্কার করা হয়েছিল। কিন্তু সংস্কারের বছরখানেকের মধ্যেই রাস্তার হতশ্রী চেহারা বেরিয়ে পড়েছিল।

মালবাজার থেকে নাকমুখ ঢেকে বাইকে ফিরছিলেন তনয় সেন। বললেন, 'ধুলোর দাপটে যাতায়াত করা দায়। বাড়ি ফিরে রাত হলেই সর্দি, কাশি, হাঁচিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। রাস্তাটি সংস্কারের বিষয়ে কারও কোনও হেলদোল চোখে পড়ছে না।'

এই রাজ্য সড়কটির গুরুত্ব অপরিসীম। বাস থেকে শুরু করে লরি, পণ্যবাহী গাড়ি, টোটো, বাইক যাতায়াত করে। এলাকায় রয়েছে একাধিক উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, গ্রাম পঞ্চায়েতে অফিস সহ প্রচুর সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও দপ্তর।

বিপুল রায় মাল পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র। কলেজে যাওয়ার পথে রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'এই রাস্তায় চলাফেরা যে কতটা কষ্টকর সেটা নিত্যযাত্রীরা ভালোই জানেন। বর্ষায় গর্তের জমা জলে দুর্ভোগ আর শীতে ধুলোর দাপট। এভাবে আর পারা যাচ্ছে না।'

রাস্তাটি নিয়ে ক্ষুব্ধ তেশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ওয়ারেসুল আম্বিয়াও। রাস্তা দ্রুত সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন তিনিও।

মাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রমীলা মাতব্বর বিষয়টি নিয়ে পূর্ত দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন বলে জানান।

গর্ত মেরামতির দাবি

মৌলানি, ২ ডিসেম্বর : বৃষ্টিতে ধসে গিয়েছে জাতীয় সড়কের একাংশ। আর তাতেই দুর্ঘটনার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে ময়নাগুড়ি- লাটাগুড়ি জাতীয় সড়কের মৌলানি রেল ওভারব্রিজের মুখে। দ্রুত সড়ক মেরামতির দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহলে। আশ্বাস মিলেছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের তরফে।

মৌলানি রেলওয়ে ওভারব্রিজের ঠিক কাছে সড়কের বেশ কিছু অংশ বৃষ্টিতে ধসে গিয়েছে। তৈরি হয়েছে বিরাট এক গর্তের। সড়কে প্রতিদিন কয়েক হাজার যানবাহন চলাচল করে। আর এই গর্তে পড়ে অনেকেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন রোজ। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের এক আধিকারিক দীপ্তি রায় জানান, ভাঙা অংশটি মেরামতির জন্য টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই মেরামত করা হবে।

বন দপ্তরের ভূমিকায় প্রশ্ন

১০০ বিঘা জমির ফসল নষ্ট এক সপ্তাহে

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ২ ডিসেম্বর : ক্রান্তি ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় হাতির হানা অব্যাহত। গত এক সপ্তাহে পঞ্জাব বাঁধ এলাকায় প্রায় ১০০ বিঘা জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। অন্তত্পক্ষে ১৫ লক্ষ টাকার ফসল নষ্ট হয়েছে বলে কৃষকদের অনুমান। শনিবার রাতেও ওই এলাকায় হাতির পাল ঢুকে প্রায় ৪০ বিঘা জমির ফসল নষ্ট করেছে। ফলে বন দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। নিয়মিত এলাকায় টহলদারি না করার অভিযোগ উঠেছে। আপালচাঁদ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার মহম্মদ হোসেন ইমাম রশিদের কথায়, 'অল্পসংখ্যক কর্মী নিয়ে টহলদারি করতে হচ্ছে। একইসঙ্গে একাধিক জায়গায় হাতি বের হচ্ছে। আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করে চলেছি। সরকারি নিয়ম মেনে আবেদন করলে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।'

তবে, ক্ষতিপূরণের আশ্বাসে সন্তুষ্ট নন কৃষকরা। তাঁরা জানিয়েছেন, অতি সামান্য ক্ষতিপূরণে তাঁদের আর্থিক ক্ষতির বিন্দুমাত্র সুরাহা হয় না। বারবার ওই বিপুল পরিমাণ ফসল নষ্ট হওয়ায় বাজারে সবজির দাম বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক বলেন, 'বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

আপালচাঁদ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা একটি হাতির পাল গত এক সপ্তাহ ধরে গোচিমারি, সিধাবাড়ি ও পঞ্জাব বাঁধে রয়েছে। আর সেখানে তাণ্ডব চালিয়ে কৃষকদের খেত নষ্ট করছে। শুক্রবার রাতে ১৫-২০টি হাতির পাল পঞ্জাব বাঁধ এলাকায় প্রায় ৪০ বিঘা জমির ফসল নষ্ট করেছে। শীতের মরশুমে গোটা এলাকার কৃষকরা শীতকালীন নানা সবজি ফলিয়েছেন। প্রতিদিনের মতো ভোরের আলো ফুটতেই এদিন খেতে এসেছিলেন স্থানীয় কৃষক আশানন্দ সরকার। তিনি ৫ বিঘা জমিতে ফুলকপি, বাঁধাকপি আর আলু লাগিয়েছিলেন। এদিন খেতের পরিস্থিতি দেখে কেঁদে ফেলেন তিনি। আশানন্দর কথায়, 'সব ফসল নষ্ট হয়েছে আমার। প্রায় লক্ষাধিক টাকা খরচ করে ফসল লাগিয়েছিলাম। মহাজনের ঋণ কীভাবে শোধ করব জানি না।'

আশপাশের আরও ত্রিশজন শ্রমিকের একই পরিস্থিতি। আরেক চাষি নিতাই বিশ্বাস বলেন, 'এই এলাকায় প্রায় ৬০০ বিঘা জমিতে চাষ-আবাদ করেন কৃষকরা। ভিনরাজ্যেও ফসল সরবরাহ করি আমরা। কিন্তু এভাবে ফসলের ক্ষতি হলে খাওয়া কীভাবে চলবে।'

হাতির পাল ফসলের পাশাপাশি জমিতে জল দেওয়ার পাইপ, কৃষি যন্ত্রপাতি সহ কৃষকদের অস্থায়ী বিশ্রামঘর ভেঙে দিয়েছে। সামনের সপ্তাহেই বিক্রির জন্য ফসল বাজারে নিয়ে যাওয়ার কথা অটল সরকারের। পাইকারি বাজারে ফসলের দাম ভালো থাকায় ভেবেছিলেন একটা গাড়ি কিনবেন। এদিন সকালে খেতের অবস্থা দেখে সব আশা জলে। অর্ধেক ফসল তছনছ করে দিয়েছে হাতির পাল। তিনি বলেন, '৫ লক্ষ টাকা ধার করে ফসল লাগিয়েছিলাম। খরচের টাকা কীভাবে উঠবে সেটা নিয়ে চিন্তায় আছি।'

ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় বলেন, 'কৃষকদের জন্য এটা বিরাট ক্ষতি। ফসল নষ্ট রুখতে এলাকায় যাতে আরও বেশি করে টহলদারি হয় সে বিষয়ে বন দপ্তরের সঙ্গে কথা বলব।'

জেলার আমন ধান যাচ্ছে বিহার-অসমে

জলপাইগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ি জেলায় এবার রেকর্ড পরিমাণ আমন ধান উৎপাদন হয়েছে। জেলাতে এক লক্ষ সতেরো হাজার আটশো পঁয়তাল্লিশ একর জমিতে ৪৯ লক্ষ ৪৯ হাজার ৪৯০ মেট্রিক টন আমন ধান উৎপন্ন হয়েছে। যা সর্বকালীন রেকর্ড। গত বছরের থেকে দশ লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত আমন ধান উৎপাদন হয়েছে। কৃষি দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর বৃন্দাবন রায় জানান, এবারে অনুকূল আবহাওয়া থাকায় আমন ধান উৎপাদন ভালো হয়েছে।

স্থানীয় বাজারে আমন ধান বিক্রির পাশাপাশি কৃষকদের অন্নসংস্থানে এটি ব্যবহৃত হবে। এরপরও আমন ধান উদ্বৃত্ত থাকবে। এদিকে উত্তরবঙ্গের আমন ধানের খ্যাতি রয়েছে। তাই উৎপাদিত ধান দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি প্রতিবেশী দুই রাজ্য অসম এবং বিহারেও রপ্তানি হবে। জেলা খাদ্য নিয়ামক দাওয়া ওয়াং দেন লামার কথায়, 'খাদ্য দপ্তর দুই লক্ষ মেট্রিক টন আমন ধান কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতিমধ্যেই খাদ্য দপ্তর ১৫০০ মেট্রিক টন আমন ধান কিনেছে। আগামী অগাস্ট মাস অবধি খাদ্য দপ্তর ধান

> **খাদ্য দপ্তর দুই লক্ষ মেট্রিক টন আমন ধান কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতিমধ্যেই খাদ্য দপ্তর ১৫০০ মেট্রিক টন আমন ধান কিনেছে। আগামী অগাস্ট মাস অবধি খাদ্য দপ্তর ধান কিনবে।**
>
> **–দাওয়া ওয়াং দেন লামা**
> *জেলা খাদ্য নিয়ামক*

কিনবে।'

তাঁর সংযোজন, ঘুঘুডাঙ্গা এবং খারিজা বেরুবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত, সন্ন্যাসীহাটে বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতে, গৌরীহাট মার্কেট কমপ্লেক্সে, ময়নাগুড়িতে কৃষক বাজারে, রাজারহাটে, হুসলুরডাঙ্গাতে, ধূপগুড়ি কৃষক বাজারে, ধূপগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেটে, পুরাতন শালবাড়ি কৃষক বাজারে, বানারহাটে, কুমলাইতে, বেলাকোবা কৃষক বাজারে, সুখানি ধান হাটে, বিন্নাগুড়ি, বিশ্ব বাংলা তারঘেরা মাঠে, মাল কৃষক বাজারে, মৌলানি হাটে, ক্রান্তির ধনতলা মোড়ে, মেটেলির কৃষক বাজারে, নাগরাকাটা কৃষক বাজারে এবং আংরাভাসা বোর্ড স্কুলের ময়দানে ধান ক্রয়কেন্দ্রে ধান কেনা হচ্ছে। কুইন্টাল প্রতি ২১৮৩ টাকা দরে ধান কেনা হবে। এছাড়া সিপিসিতে ধান বিক্রি করলে ২০ টাকা উৎসাহ ভাতা পাওয়া যাবে।

SSR 2024
২৭ অক্টোবর, ২০২৩ থেকে ৯ ডিসেম্বর, ২০২৩
ভারতের নির্বাচন কমিশন

আপনি কি পূরণ করেছেন ‘দেশ কা ফর্ম’?
একজন ভোটার হোন বা ভোটার লিস্টে বিবরণ হালফিল করুন
আরও জানতে মিসড্ কল দিন ৮৯২৯৪৪১৯৫০-এতে

অনুসরণ করুন
/ecisveep /eci
/ECIVoterEducation
/Election Commission of India

লগ অন করুন voters.eci.gov.in
আবেদন করুন ভোটার ফেসিলিটেশন সেন্টারের মাধ্যমে বা আপনার বিএলও'র সঙ্গে যোগাযোগ করুন
ডাউনলোড করুন ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ

শ্রী শচীন রমেশ তেন্ডুলকার
ইসিআই-এর জাতীয় আইকন

টুকরো খবর

জঙ্গলে মৃত্যু, দায়ী হাতি?

লাটাগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : জঙ্গলে ঢুকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রাণ গেল এক মহিলার। মৃতার নাম নুরজাহান বেগম (৫১)। বাড়ি মেটেলি ব্লকের বামনি বনবস্তিতে। শনিবার দুপুরে ওই মহিলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে লাটাগুড়ির জঙ্গলের বড়দিঘি বিটের এসএস ফোর কম্পার্টমেন্টে জ্বালানির কাঠ সংগ্রহের জন্য গিয়েছিলেন। সেই সময় একটি হাতির সামনে পড়ে যান নুরজাহান। বনকর্মীদের অনুমান, হাতিটি নুরজাহানকে শুঁড়ে তুলে আছাড় মারে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার খবর পেয়ে বনকর্মীদের পাশাপাশি মেটেলি থানার পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। লাটাগুড়ির রেঞ্জ অফিসার শুভ্রশঙ্খ দত্ত বলেন, জঙ্গলে প্রুনিং চলছিল। সেই খড়ি সংগ্রহ করতে গিয়েই এই বিপত্তি।

খুনে ধৃত আরও ১

ধূপগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : ধূপগুড়ির খলাইগ্রামে মহিলাকে গলার নলি কেটে খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত চার নম্বর ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শুক্রবার ইলসামপুর থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। শনিবার তাকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ জানিয়েছে, যারা খুনের ঘটনায় যুক্ত ছিল তারা গ্রেপ্তার হয়েছে। তবে যে খুনের সুপারি দিয়েছিল সে পালিয়ে গিয়েছে। তার খোঁজে তল্লাশি চলছে।

দুটি স্কুলে মুক্তমঞ্চ

বেলাকোবা, ২ ডিসেম্বর : শনিবার এলাকার বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল প্রকল্প থেকে রাজগঞ্জ ব্লকের বেলাকোবা অঞ্চলের দুটি স্কুলে মুক্তমঞ্চের শিলান্যাস করলেন বিধায়ক খগেশ্বর রায়। যার মধ্যে একটি মুদিপাড়া নগেন্দ্রনাথ উচ্চবিদ্যালয়ে ও অপরটি রানিনগর রবীন্দ্রনাথ উচ্চবিদ্যালয়ে স্থাপিত হবে। প্রতিটি মুক্তমঞ্চের জন্য ৪ লক্ষ ৫৬ হাজার ব্যয় হবে এবং তিন মাসের সময়সূচির মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করার জন্য এজেন্সিকে বলা হয়েছে বলে খগেশ্বর জানান। মুদিপাড়া নগেন্দ্রনাথ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা প্রিয়াংকা চক্রবর্তী ও রানিনগর রবীন্দ্রনাথ উচ্চবিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সভাপতি সঞ্জীবকুমার রায় তাঁদের স্কুলে মুক্তমঞ্চ নির্মাণের জন্য বিধায়ককে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বেলাকোবা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পূর্ণিমা রায়, বেলাকোবা অঞ্চল কমিটির সভাপতি দেবাশিস বিশ্বাস প্রমুখ।

জখম টোটোচালক

নাগরাকাটা, ২ ডিসেম্বর : জাতীয় সড়কে গাড়ির ধাক্কায় আহত হলেন এক টোটোচালক। ঘটনাটি ঘটে শনিবার দুপুরে লুকসান লাগোয়া ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে। ওই চালকের নাম ভীম টোপ্পো। তিনি চ্যাংমারি চা বাগান থেকে টোটো চালিয়ে লুকসানের উদ্দেশে আসছিলেন। লুকসান ক্রসিংয়ে উলটো দিক থেকে আসা একটি ছোট গাড়ি ওই যাত্রীবিহীন টোটোকে ধাক্কা মেরে চলে যায়। টোটোটি রাস্তার ওপর উলটে যায়। পরে স্থানীয়রা ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।

ফসল নিয়ে জলঢাকা নদী পারাপার। শনিবার। ময়নাগুড়িতে। ছবি : অর্ঘ বিশ্বাস

মুণ্ডহীন চিতাবাঘের শাবক কুমলাইয়ে

বিদেশ বসু

মালবাজার, ২ ডিসেম্বর : চিতাবাঘ শাবকের মৃতদেহ এর আগেও বিভিন্ন চা বাগানে উদ্ধার হয়েছে। তবে এবার মুণ্ডহীন শাবকের দেহ উদ্ধার হল মাল ব্লকের ডামডিম গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমলাই চা বাগানে। মৃত্যুর কারণ নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় দেহটি উদ্ধারের পর শনিবার গরুমারা জাতীয় উদ্যানে ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের আধিকারিক দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, ‘আপাতত মনে হচ্ছে এটা মানুষের সঙ্গে সংঘাতের কোনও ঘটনা নয়। অন্য কোনও চিতাবাঘের আক্রমণে শাবকটির মৃত্যু হতে পারে। আমাদের প্রশিক্ষিত কুকুরদেরও ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়। কুকুররা বনাঞ্চলমুখীই ছিল।’ ময়নাতদন্তেও তেমনটাই মনে করা হচ্ছে। যদিও একথা অনেকেরই জানা, যে তন্ত্র সাধনা, কিংবা কালা জাদুতে অনেক সময়ই ব্যাঘ্র প্রজাতির প্রাণীর মুণ্ড ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মুণ্ডহীন শাবকটি দেখে স্থানীয় অনেকেই সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

শুক্রবার বাগানের ১৮ নম্বর সেকশনে স্থানীয়রা প্রথমে মুণ্ডহীন শাবকটির দেহ দেখতে পান। খবর পেয়ে বন্যপ্রাণ বিভাগের কর্মীরা দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যান। বনবিভাগ সূত্রে খবর, শাবকটি মর্দা। বয়স চার থেকে পাঁচ মাসের মধ্যে। শাবকটির নখ, চামড়া ঠিকই ছিল। তাই সেগুলি পাচারের জন্য সেটিকে মানুষ মেরেছে, তেমনটা মনে করা হচ্ছে না। তবে মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট পরিবেশবিদ তথা হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (ন্যাফ)-এর কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসু জানান, সাধারণত এ ধরনের পশুদের মধ্যে মারাত্মক সংঘাতের ঘটনা ঘটে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে মর্দা চিতাবাঘ আক্রমণ করে মর্দা শাবককে হত্যাও করে। তাই মর্দা চিতাবাঘের থেকে শাবককে রক্ষা করতে মাদি চিতাবাঘ সবসময় তৎপর থাকে।

অনিমেষবাবুর সংযোজন, কোনও কারণবশত চিতাবাঘ শাবক মারা গেলে শেয়াল, কুকুর মুণ্ড নিতে পারে। তবে চামড়া, নখ ইত্যাদি রেখে শাবক চিতাবাঘের মুণ্ড মানুষ নিয়ে যাওয়ার উদাহরণ সেভাবে নেই বলে জানান তিনি। এদিন বনকর্মী ও আধিকারিকরা কুমলাই চা বাগানে যান। তাঁদের সঙ্গে প্রশিক্ষিত কুকুর ছিল। ঘটনাস্থল ও আশপাশের এলাকায় চিরুনি তল্লাশি চলে। যদিও বিকেল পর্যন্ত মুণ্ড উদ্ধার হয়নি।

রহস্য বাড়ছে

- শুক্রবার বাগানে স্থানীয়রা মুণ্ডহীন শাবকটির দেহ দেখতে পান
- শাবকটি মর্দা। বয়স চার থেকে পাঁচ মাস
- শাবকটির নখ, চামড়া ঠিকই ছিল। মুণ্ড কাটা ছিল
- মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা
- বাগানে স্নিফার ডগ এনে তল্লাশি শুরু

জলপাইগুড়ি স্পারে সেচ দপ্তরের বাঁধ ভেঙে পড়ে থাকলেও হুঁশ নেই প্রশাসনের।

আশঙ্কায় পরিবেশপ্রেমীরা

তিস্তার স্পারের বোল্ডার চুরি

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : বন্যা নিয়ন্ত্রণে সেচ দপ্তরের মাথাব্যথার শেষ নেই। জলপাইগুড়ি শহরে প্রশাসনের নাকের ডগাতেই দুই নম্বর স্পার। স্পারের কঙ্কালসার চেহারা। স্পারের বোল্ডার খসে খসে পড়ছে। বোল্ডার চুরি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। তিস্তা নদীর জলোচ্ছ্বাস থেকে শহরকে রক্ষা করার জন্যই স্পার নির্মিত হয়েছে।

প্রতি বছরই স্পারের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে সেচকর্তারা এলাকা পরিদর্শন করলেও চলতি বছরে তাঁরা দুই নম্বর স্পার এলাকা পরিদর্শন করতে আসেননি বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য। বর্ষার সময়ে নিয়মিত এলেও শীতের মরশুমে তাঁদের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ শীতের সময়েই রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ভালোভাবে হয়। দুই নম্বর স্পার সংলগ্ন এলাকায় বোল্ডার চুরি হচ্ছে দিনের পর দিন। বর্ষার সময়ে দুর্বল স্পার থাকলে বিপদ বাড়বে। দুই নম্বর স্পার এলাকা থেকে সেচ দপ্তরের দূরত্ব মাত্র দুই কিলোমিটার।

বাঁধের ভগ্ন অবস্থা এবং বোল্ডার চুরির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাব। ক্লাবের সম্পাদক ডঃ রাজা রাউত বলেন, ‘প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ভয়াবহতা কতটা হতে পারে তা সাম্প্রতিক সময়ে সিকিমে জলাধার ভাঙার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত। স্পারের ভগ্নদশার ব্যাপ্তি দিনের পর দিন বাড়ছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতাতে স্পার সংস্কারের বিষয়ে পদক্ষেপ না করলে সমূহ বিপদ হবে।’ জলপাইগুড়ি সমাজ ও নদী বাঁচাও কমিটি আহ্বায়ক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় জানান, স্পারের ভগ্নদশার সংস্কার করা জলপাইগুড়িবাসীর স্বার্থে জরুরি।

> “ সোমবার সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে সহকারী ইঞ্জিনিয়ারের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল ওই এলাকা পরিদর্শন করবে। স্পারের সংস্কারের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সেচ দপ্তর করবে।
>
> –দেবব্রত দত্ত
> *এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, জলপাইগুড়ি সেচ বিভাগ*

জলপাইগুড়ি সেচ বিভাগের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দেবব্রত দত্ত বলেন, ‘সোমবার সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে সহকারী ইঞ্জিনিয়ারের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল ওই এলাকা পরিদর্শন করবে। স্পারের সংস্কারের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সেচ দপ্তর করবে।

র‍্যাশন দোকানে হাতির হানা

নাগরাকাটা, ২ ডিসেম্বর : এখন দলছুট হাতির ছড়াছড়ি ডায়না রেঞ্জের অন্তর্গত বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে। বন দপ্তরের হিসেব অন্তত ৬টি হাতি নানা এলাকা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এমনই একটি দলছুট দাঁতাল শুক্রবার গভীর রাতে ধরণীপুর চা বাগানে গুঁড়িয়ে দেয় সেখানকার র‍্যাশন দোকান। ডায়নার রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল বলেন, হাতির পালের গতিবিধির প্রতি বনকর্মীরা সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছেন। কোথাও হাতি ঢোকার খবর পাওয়ামাত্রই তাঁরা সাধ্যমতো সেখানে পৌঁছে যাচ্ছেন।

ক্ষতিগ্রস্ত ধরণীপুর চা বাগানের র‍্যাশন দোকান।

সংশ্লিষ্ট সূত্রেই জানা গিয়েছে, এতদিন জমিতে ধান ছিল। বর্তমানে বেশিরভাগ স্থানেই তা কেটে ফেলা হয়েছে। ফলে হাতির নজর পড়েছে বসতবাড়ির ওপর। ধরণীপুর, লুকসান, ছাড়টন্ডু, ঘাসমারি, আপার কলাবাড়ি, হৃদয়পুরের মতো নানা এলাকা সন্ধে ঘনালেই কার্যত হাতির মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়ে উঠছে। পাল হাতি তো রয়েইছে। গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো আতঙ্কের বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে দলছুট হাতিগুলি। সেগুলির মধ্যে ৩টি মাকনা ও ২টি দাঁতাল। বুনোগুলিকে বাগে আনতে নাস্তানাবুদ হতে হচ্ছে অভিজ্ঞ বনকর্মীদেরও। শুক্রবার রাতে তো পরিস্থিতি এমনই ছিল, একদিকে হাতি তাড়ালে ফের অন্যদিক থেকে লুকসানের নানা এলাকায় হাতি ঢুকে পড়ছিল।

ময়নাগুড়িতে জোড়া খুনের তদন্তে প্রশ্ন

জমির মালিকপক্ষকে আসার নোটিশ

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : মা ও ছেলের জোড়া খুনের ঘটনার বারোদিন পেরিয়ে গিয়েছে। খুনিদের গ্রেপ্তার করা দূরস্থান, কী কারণে জোড়া খুন এবং কারা জড়িত কোনও তথ্যই নেই পুলিশের কাছে। তদন্তকারী অফিসাররা এখনও পর্যন্ত বিতর্কিত জমির মালিকপক্ষের সঙ্গে সামনাসামনি কথাবার্তা বলতে পারেননি। শনিবার দিল্লিতে থাকা মালিকপক্ষের একজনকে নোটিশ পাঠাল পুলিশ। যদিও ইতিমধ্যে একাধিকবার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মোবাইল ফোনে জিজ্ঞাসাবাস করেন পুলিশের তদন্তকারী অফিসাররা। ময়নাগুড়ি থানার আইসি তমাল দাস বলেন, ‘তদন্ত এগোচ্ছে। জমির মালিকপক্ষের এক ব্যক্তিকে ডেকে আনার নোটিশ পাঠানো হয়েছে।’

জমির মালিকের বড় ছেলে জমি দেখভাল করতেন। সম্প্রতি মৃত্যু হয় তাঁর। দীর্ঘদিন বিভিন্ন কাজের দায়িত্বে থাকা মহাবীর প্রসাদ ঘাটানি পরবর্তীতে দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন। বর্তমানে তিনি দিল্লিতে রয়েছেন। মোবাইল ফোনে তিনি বলেন, ‘পাঁচ বছর ধরেই দিল্লিতে রয়েছি। তবে দীর্ঘ বছর ধরে ওখানে কাজ করেছি।’ পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের বক্তব্য অনুযায়ী, জমি বিবাদের ঘটনাই তদন্তে উঠে এসেছে। তাহলে প্রশ্ন উঠছে, আগেই কেন জমির মালিকপক্ষের কাউকে জেরা করা হয়নি।

গত ২১ নভেম্বর মঙ্গলবার সকালে ময়নাগুড়ি শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ড দেবীনগরপাড়ার বাসিন্দা সবিতা বর্মনের (৬৫) দেহ উদ্ধার করে পুলিশ তাঁর ঘরের ভেতর থেকে। সেই দিনই বাড়ি থেকে পাঁচশো মিটার দূরত্বে নয়ানজুলির পাশে ধানখেত থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় ছেলে পরিমল বর্মনের (৪৫) দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মোট ছয় বিঘা জমির বর্গাদার হিসেবে ছিল এই পরিবার। বর্গাদার হিসেবে সবিতা বর্মনদের ৭৫ ডেসিমাল জমি রেজিস্ট্রি করে দেওয়ার বিষয়ে কথাবার্তা হয়ে গিয়েছিল বলেই খবর পাওয়া গিয়েছে। সম্প্রতি জমি মাপজোখও করা হয়। কালীপুজোর পরেই বর্গাদার হিসেবে সবিতা বর্মনদের জমি রেজিস্ট্রি করে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তেই কিন্তু জোড়া খুনের ঘটনা ঘটল। বর্মন পরিবার সুদে টাকা খাটাত বলেও জানা গিয়েছে। তবে সেটা খুব বেশি অঙ্কের মোটা টাকা নয়। তবে সবটাই প্রকাশ্যে আসবে পুলিশি তদন্ত শেষ হওয়ার পর।

ময়নাগুড়িতে মৃত সবিতা বর্মনদের বাড়িতে পুলিশ পিকেট। শনিবার।

বিতর্কিত জমির মালিক প্রয়াত হোসিয়ারি ব্যবসায়ী লাল কল্যাণী। ১২ নম্বর ওয়ার্ডের এই জায়গায় অধিকাংশ এলাকাজুড়ে রাইস মিল ছিল। পরবর্তীতে মিল বন্ধ হয়ে যায়। অধিকাংশ জমি বিক্রি করে দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন ধরে ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করছেন মহাবীর প্রসাদ ঘাটানি। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ কিন্তু এখন মহাবীর প্রসাদ ঘাটানিকেই দিল্লি থেকে ময়নাগুড়ি আসার নোটিশ পাঠাল।

এলেনবাড়িতে নয়া ডাকঘর

মালবাজার, ২ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ি ডাক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত মাল মহকুমার এলেনবাড়ি চা বাগানে ডাকঘর খোলা হল। শনিবার নতুন ডাকঘরের উদ্বোধন করেন জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্তকুমার রায়। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের পোস্ট মাস্টার জেনারেল কর্নেল অখিলেশকুমার যাদব, বাগ্রাকোট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পুনম লোহার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সাংসদ জানান, এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবিকে মান্যতা দিয়ে ডাক বিভাগ একটি নতুন শাখা ডাকঘর চালু করল। এতে বাগানের শ্রমিকরা উপকৃত হবেন।

ধূপগুড়িতে আলুর বদলে ভুট্টা চাষে পরামর্শ

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : আলু চাষে খরচ অনেক। তার ওপর দাম না পেলে ক্ষতির মুখে পড়তে হয় কৃষকদের। অনেকে ঋণ নিয়ে আলু চাষ করেন। কিন্তু লাভের মুখ দেখতে না পেরে গত কয়েক বছর ধরে বিপাকে পড়তে হয়েছে ধূপগুড়ির বহু কৃষককে। সে কারণে শীতের মরশুমে আলুর বিকল্প হিসেবে ভুট্টা চাষে উৎসাহ দিচ্ছেন কৃষি আধিকারিকরা। ইতিমধ্যে গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কৃষকদের বুঝিয়ে ভুট্টা চাষে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। ধূপগুড়ির সহ কৃষি অধিকর্তা তিলক বর্মন বলছেন, কৃষকদের ভুট্টা চাষে উৎসাহ দিতে বীজ সরবরাহ করা হয়েছে। সহ কৃষি অধিকর্তার পরামর্শ, বিভিন্ন সময়ে আলুর দামের হেরফের থাকে। চাষ করার পর অনেকে লোকসানে পড়েন। আলুর বিকল্প ফসল হিসেবে ভুট্টা চাষ তুলনায় লাভজনক। সেকারণেই চাষিদের ভুট্টা চাষে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

কৃষি দপ্তর সূত্রে খবর, ভান্ডানি এলাকায় সাড়ে চারশো বিঘারও বেশি জমিতে চলতি মরশুমে ভুট্টা চাষ হবে। ইতিমধ্যে কৃষি দপ্তর থেকে ভুট্টাবীজও সরবরাহ করা হয়েছে।

সরকারি সহায়তা পেয়ে অনেকের ভুট্টা চাষে আগ্রহ বাড়ছে বলে কৃষি আধিকারিকরা বলছেন। ধূপগুড়ির কৃষক সন্তোষ সরকার বলছেন, ‘আলু চাষে প্রচুর খরচ। আয়ও কম হচ্ছে। গত কয়েক বছরে লোকসান ছাড়া লাভ হয়নি। তাই এবার আলুর বিকল্প ফসল হিসেবে ভুট্টা চাষ করব।’ উৎসাহীরা কৃষি দপ্তর থেকে বীজ পেয়েছেন। পরে ধাপে ধাপে অন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দেওয়া হবে। সন্তোষের সঙ্গে সহমত আরেক কৃষক ঊষারানি বৈদ্য। গতবছর আলু চাষ করে লাভের মুখ দেখেননি। তাই এবার ভুট্টা চাষ করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর কথায়, সরকারিভাবে বীজ পেয়েছি। আশা করছি, আলুর জায়গায় ভুট্টা বিক্রি করে এবার লাভ হবে।

আমন ধান ঘরে উঠতেই ধূপগুড়ি ব্লকে আলু চাষের ধুম লেগে যায়। এই চেনা ছবি প্রতিবছরের। আর আলু চাষের মরশুম আসার আগে ঋণ নিতে বেসরকারি ব্যাংকে কৃষকদের ভিড়ও প্রচণ্ড হারে বেড়ে যায়। অধিক লাভের আশায় অনেকে আলু চাষের জন্য বাড়ির মূল্যবান সামগ্রী বন্ধক দিয়েও ঋণ নেন।

ভুট্টাবীজ বিলি কৃষি দপ্তরের আধিকারিকদের। ধূপগুড়িতে।

> “ বিভিন্ন সময়ে আলুর দামের হেরফের থাকে। চাষ করার পর অনেকে লোকসানে পড়েন। আলুর বিকল্প ফসল হিসেবে ভুট্টা চাষ তুলনায় লাভজনক। সেকারণেই চাষিদের ভুট্টা চাষে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
>
> – তিলক বর্মন
> *ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা, ধূপগুড়ি*

কিন্তু দেখা যায়, আলু বিক্রির পর অনেক কৃষক লাভই করতে পারেন না। আলু বেচে বন্ধকে রাখা সামগ্রীও ফেরাতে পারেন না। উত্তরবঙ্গে আলু চাষের জন্য বিখ্যাত ধূপগুড়িতে অনেক কৃষক লোকসানে পড়েন। বিভিন্ন সময় আত্মহত্যার মতো ঘটনাও ঘটেছে। আলু চাষে তাই ঝুঁকি না নিয়ে তুলনায় লাভজনক ভুট্টা চাষে চাষিদের পরামর্শ ও সাহায্য করতে উদ্যোগী হয়েছে কৃষি দপ্তর। ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তার বক্তব্য, ইচ্ছুক কৃষকদের সবরকমভাবে সহায়তা করা হচ্ছে। আগামীতেও করা হবে।

৩ বছর বন্ধ রেগুলেটেড মার্কেটের শৌচাগার

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ২ ডিসেম্বর : তিন বছর হল তালাবন্ধ শৌচালয়। যার জেরে বেলাকোবার রেগুলেটেড মার্কেটের দোকানদার, ক্রেতারা দুর্ভোগে পড়ছেন। অবিলম্বে শৌচালয় চালুর দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয়রা।

বেলাকোবা রেগুলেটেড মার্কেটে ১৭৮টি দোকানঘর রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি খালি। সপ্তাহে বুধ ও শনিবার সকাল ১১টা থেকে রাত ৮টা-৯টা পর্যন্ত হাট বসে। এছাড়া সকাল সাড়ে ৫টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত বসে

বেলাকোবায় ভোগান্তি

কিষানমান্ডি। কমপ্লেক্সের জন্য নির্মিত হয়েছে মহিলা ও পুরুষের জন্য আলাদা আলাদা শৌচাগার। কিন্তু তিন বছর ধরে শৌচাগার দুটি তালা বন্ধ। ফলে খোলা জায়গায় শৌচকর্মে বাধ্য হচ্ছেন ক্রেতা-বিক্রেতারা। অথচ হাটের দুই দিন ১৫ টাকা করে ডান্ডি গুনতে হয় বিক্রেতাদের। দিতে হয় হাট পরিষ্কারের জন্য আলাদাভাবে ৫ টাকাও। আবেদন নিবেদন করেও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না বলে কমপ্লেক্সের এক দোকান মালিক পরিমিতা দাস অভিযোগ করেন। তাঁর সংযোজন, দোকানে বিদ্যুতের ওয়্যারিং থাকা সত্ত্বেও বিদ্যুৎসংযোগ না থাকায় অন্যের প্রাইভেট লাইন থেকে টাকা দিয়ে কানেকশন নিয়েছেন দোকানদাররা। একই অভিযোগ সেলুন মালিক পালান শীল, বাইক সারাইয়ের দোকানি সুভাষ রায় প্রমুখের। শিকারপুর চা বাগানের টপ লাইনের শ্রমিক দুখিনি লোহারের অভিযোগ, বাজার করতে এসে শৌচালয়ের পরিষেবা না পেয়ে মহিলাদের চরম দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে।

বেলাকোবা বটতলা মার্কেট হাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক মহম্মদ সাইদুল বলেন, ‘শৌচালয়টি তালাবন্ধ থাকায় ক্রেতা ও বিক্রেতারা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। রেগুলেটেড মার্কেট কমিটিকে জানানো সত্ত্বেও সুরাহা হয়নি।’

জলপাইগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির সম্পাদক উত্তম ভৌমিকের বক্তব্য, জলপাইগুড়ি জেলায় ১২টি কৃষক বাজার রয়েছে। সেখাকার শৌচালয়গুলি পরিষেবায় আনতে একটি সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

মহুয়া ইস্যুতে স্পিকারকে চিঠি অধীরের

সর্বদলে সুর চড়াল তৃণমূল

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : দলনেত্রী তো পাশে ছিলেনই। এবার ঘুষের বিনিময়ে সংসদে প্রশ্ন তোলার অভিযোগে বিদ্ধ তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের পাশে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রের ডাকা সর্বদলে সরব হল জোড়া ফুল শিবির। জোটধর্মের কথা মাথায় রেখে তৃণমূলকে সমর্থন জানাল কংগ্রেস, জেএমএমের মতো ইন্ডিয়া জোটের শরিকরাও। অন্যদিকে মহুয়া ইস্যুতে স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি লেখেন লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীররঞ্জন চৌধুরিও।

সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। তার আগে এদিন সংসদের লাইব্রেরি হলে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সভাপতিত্বে বসে সর্বদল বৈঠক। তাতে তৃণমূলের দুই প্রতিনিধি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডেরেক ও'ব্রায়েন মহুয়া ইস্যুতে তীব্র প্রশ্ন ছোড়েন। শাসক শিবিরের উদ্দেশে লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্ন, 'এথিকস কমিটি সংসদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিচালন কমিটিগুলির অন্যতম। অথচ সেই কমিটির তৈরি মহুয়া মৈত্র বিষয়ক রিপোর্ট সংসদে পেশ হওয়ার আগে মিডিয়ার হাতে পৌঁছে যায় কীভাবে?' মহুয়ার পাশাপাশি এদিন তৃণমূলের তরফে মোট ৬টি ইস্যু সর্বদলে তোলা হয়।

সুদীপবাবু এও বলেন, 'কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী মহুয়ার বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার যে অভিযোগ রয়েছে তা এখনও প্রমাণিত হয়নি। গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের কমিটিতে তলবও করা হয়নি। এর পরেও কমিটির রিপোর্ট লোকসভায় জমা পড়ার আগেই সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে যায়। এর দায় কার?' এদিনের বৈঠকে হাজির ছিলেন না অধীররঞ্জন চৌধুরি। তবে মহুয়া ইস্যুতে তিনি চার পাতার একটি চিঠি পাঠিয়েছেন স্পিকার ওম বিড়লাকে। সেখানে তিনি লিখেছেন, প্রিভিলেজ কমিটি এবং এথিকস কমিটির ভূমিকা কী তা স্পষ্ট নয়। কমিটির রিপোর্টে বর্ণিত কোনটি 'আনএথিক্যাল কনডাক্ট' বা অনৈতিক আচরণ আর কোনটি 'কোড অফ কনডাক্ট' বা আদর্শ আচরণবিধি তারও কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই কেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন কংগ্রেস সাংসদ।

পাশাপশি টাকা নিয়ে প্রশ্নের মতো অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি বিষয় নিয়ে যখন তদন্ত চলছে, সেটি গোপন না রেখে এথিকস কমিটির চেয়ারম্যান এবং সদস্যরা যেভাবে প্রকাশ্যে এনেছেন এমনকি নিজেদের মতামতও দিচ্ছেন কীভাবে সেটা নিয়েও কড়া বার্তা দিয়েছেন তিনি। বৈঠকে মহুয়ার পাশে দাঁড়ান কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ এবং প্রমোদ তিওয়ারিও। বিষয়টি নিয়ে সংবেদনশীলভাবে পর্যালোচনার দাবি জানান তাঁরা। একইসঙ্গে কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ্যে চলে আসার বিষয়েও তাঁরা তীব্র সমালোচনা করেন। সংসদীয় সূত্রের দাবি, মহুয়ার বিরুদ্ধে কমিটির বৈঠকে অনৈতিক এবং ব্যক্তিগত প্রশ্ন তোলা নিয়ে সর্বদল বৈঠকে তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন পঞ্জাবের আকালি দলের (মান) বর্ষীয়ান সাংসদ সিমরন জিৎ সিং মান।

এক মহিলার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে প্রশ্ন তোলায় আপত্তি জানান জেএমএম সাংসদ মহুয়া মাঝিও। তৃণমূল সাংসদের বিষয়টি নিয়ে সংসদে যে ঝড় উঠতে পারে তা আঁচ করে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশি বলেন, 'বিরোধীদের কাজ হল সংসদের কাজে বাধা সৃষ্টি করা। মহুয়া মৈত্রের বিষয়টি মাননীয় স্পিকারের এক্তিয়ারভুক্ত। কিন্তু সেটি কেন্দ্র করে অধিবেশন পণ্ড করার চক্রান্ত কেউ করে থাকলে তা নিন্দনীয়। আমরা চাই অধিবেশন সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণভাবে চলুক।'

> "
> এথিকস কমিটি সংসদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিচালন কমিটিগুলির অন্যতম। অথচ সেই কমিটির তৈরি মহুয়া মৈত্র বিষয়ক রিপোর্ট সংসদে পেশ হওয়ার আগে মিডিয়ার হাতে পৌঁছে যায় কীভাবে?
> –সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
>
> প্রিভিলেজ কমিটি এবং এথিকস কমিটির ভূমিকা কী তা স্পষ্ট নয়। কমিটির রিপোর্টে বর্ণিত কোনটি 'আনএথিক্যাল কনডাক্ট' আর কোনটি 'কোড অফ কনডাক্ট' তারও কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই কেন?
> –অধীররঞ্জন চৌধুরী

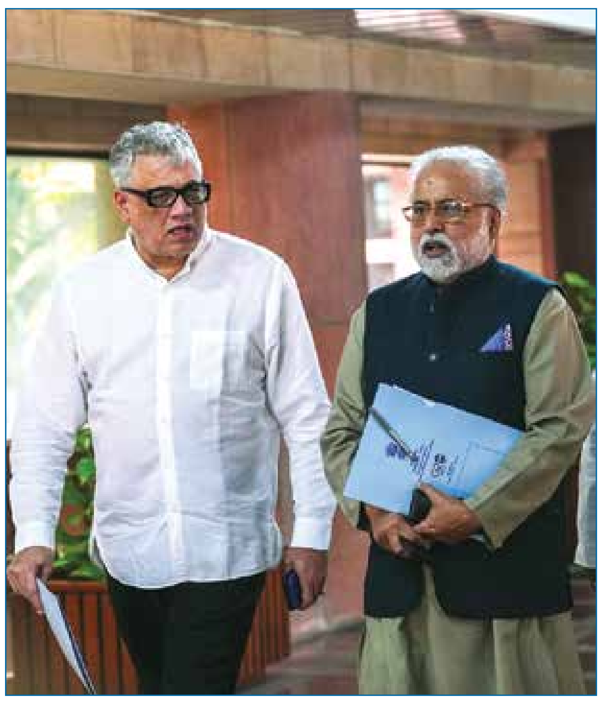

নতুন ফৌজদারি আইনের বিরুদ্ধে একজোট ইন্ডিয়া

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : নতুন ফৌজদারি আইন তিনটির বিরুদ্ধে একযোগে আপত্তি তুলল ইন্ডিয়া জোট। সংসদের আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য বিল পাশ করাতে মরিয়া মোদি সরকার। কিন্তু শনিবার কেন্দ্রের ডাকা সর্বদলে ওই তিনটি নতুন বিলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে ইন্ডিয়া জোট অভিযোগ করে, এগুলির মাধ্যমে মোদি সরকার প্রকারান্তরে দেশজুড়ে বহুত্ববাদী ভাবধারার বিরুদ্ধে একরৈখিক হিন্দি আগ্রাসনকে প্রাধান্য দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সভাপতিত্বে সর্বদল বৈঠকে দেশের আইনশৃঙ্খলার খোলনলচে বদলে দেওয়া তিনটি বিল নিয়ে বিজেপি শিবিরের তাড়াহুড়ো দেখে ফের আপত্তি তোলে বিরোধী শিবির। কংগ্রেসের জয়রাম রমেশ, প্রমোদ তিওয়ারি, গৌরব গগৈ, তৃণমূলের ডেরেক ও'ব্রায়েন, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, আরএসপি'র এনকে প্রেমচন্দ্রন, সিপিএম সাংসদ পিআর নটরাজন প্রমুখ বিল তিনটি নিয়ে ধীরে সুস্থে এগোনোর পাশাপাশি সংসদীয় পরিসরে আলোচনার দাবি তুলেছেন। তাঁদের বক্তব্য, এত গুরুত্বপূর্ণ বিল নিয়ে আলোচনা শুরুর আগে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনার প্রয়োজন। এদিন তৃণমূলের দুই সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডেরেক ও'ব্রায়েন জানান, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য বিল নিয়ে এখনও যথেষ্ট আলোচনার প্রয়োজন। এই নিয়ে সংসদে বিস্তারিত চর্চা করা জরুরি। আলোচনা ছাড়া যেন এই বিলগুলি কোনওভাবেই পাশ করানো না হয়।

শনিবারের বৈঠকে মহুয়া মৈত্র, তিনটি ফৌজদারী আইনের বিরোধিতা সহ মোট ৬টি দাবিতে সুর চড়ায় তৃণমূল। ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা আটকে রাখা, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় হস্তক্ষেপ করা, বেকারত্ব ও মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা করার দাবিও তুলেছে তৃণমূল। তবে ডেরেক, সুদীপরা জানিয়ে দেন, তাঁরা সুষ্ঠুভাবে সংসদ চলার পক্ষে। তবে আলোচনা না করে বলপূর্বক বিল পাশ করানোর মতো পদক্ষেপ ভুলেও যাতে কেন্দ্রের শাসকদল না নেয়, তা নিয়ে সতর্ক করে দিয়েছে ঘাসফুল শিবির।

কংগ্রেস সাংসদ জয়রাম রমেশ বিল তিনটির হিন্দি নামকরণের বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, 'নামকরণ হিন্দিতে রেখে কী প্রমাণ করতে চাইছে সরকার? হিন্দির পাশাপাশি যদি ইংরেজি নামকরণ করা হত, তাতে কী কৌলিন্য বজায় থাকত না? আরএসপি'র সাংসদ এনকে প্রেমচন্দ্রণ বলেন, 'অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষাভাষীদের হিন্দি উচ্চারণে অসুবিধা হতে পারে। তাদের কথা কেন ভাবা হচ্ছে না?' হিন্দি আগ্রাসনমূলক অভিরুচির জন্য সরকার সাংবিধানিক রীতিনীতি অগ্রাহ্য করছে বলেও অভিযোগ করেন প্রেমচন্দ্রণ। সর্বদল বৈঠক শেষে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশি বলেছেন, বিরোধী পক্ষের আনা যে-কোনো বিষয় নিয়ে গঠনমূলক আলোচনায় প্রস্তুত সরকার।

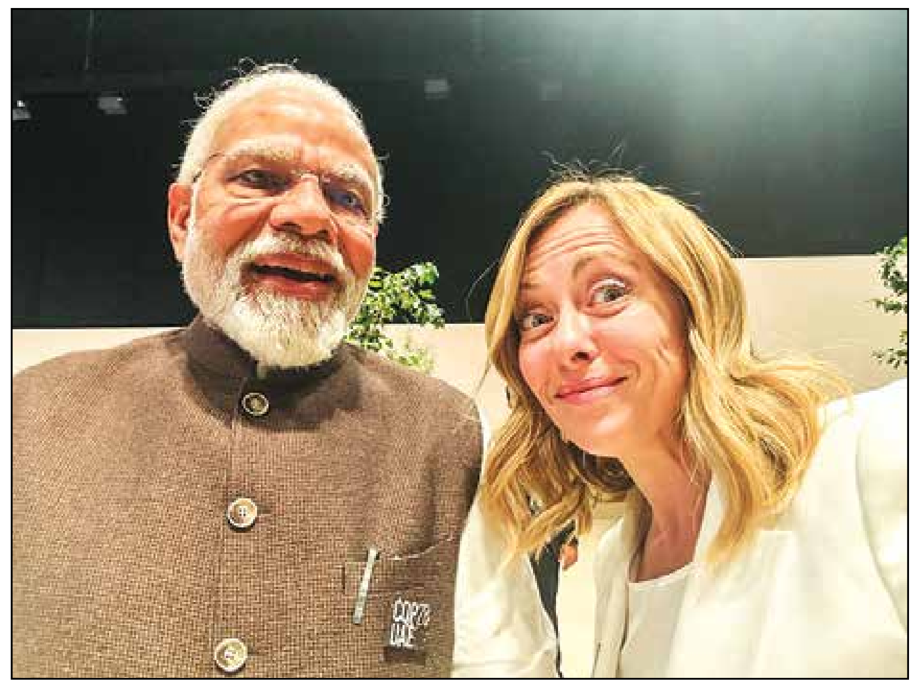

দুবাইতে ২০২৩ বিশ্ব জয়বায়ু সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সম্মেলনে দেখা হতেই মোদির সঙ্গে সেলফি তুলে ইতালীর প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি পোস্ট করে লিখেছেন 'সিওপি ২৮-এ ভালো বন্ধুরা।' হ্যাশট্যাগে 'মেলোনি' আর 'মোদি' মিলিয়ে লিখেছেন, '#মেলোদি'। যা সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই ভাইরাল।

ইডি-র ঘরে হানা তামিলনাড়ু পুলিশের

এজেন্সি বনাম এজেন্সির নাটকীয় লড়াই দ্রাবিড়ভূমে

চেন্নাই, ২ ডিসেম্বর : নানাবিধ দুর্নীতির অভিযোগে বিরোধী শিবিরের নেতানেত্রীদের বিরুদ্ধে ইডি, সিবিআই, আয়কর দপ্তরের অভিযান প্রায়ই খবরের শিরোনাম হয়। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলে বেশিরভাগ সময়ই ক্ষান্ত থাকে বিরোধী দলগুলি। কিন্তু এক ইডি আধিকারিকের বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ ঘিরে তামিলনাড়ুর এমকে স্ট্যালিনের সরকার যেভাবে কেন্দ্রীয় এজেন্সির ঘরে হানা দিল তাতে কেন্দ্র-রাজ্য লড়াই তুঙ্গে উঠেছে। ঘনীভূত হয়েছে এজেন্সি বনাম এজেন্সির লড়াইও।

এক সরকারি চিকিৎসকের থেকে ২০ লক্ষ টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে শুক্রবার সকালে অঙ্কিত তিওয়ারি নামে এক ইডি আধিকারিককে গ্রেপ্তার করে তামিলনাড়ু পুলিশের ডিরেক্টরেট অফ ভিজিল্যান্স অ্যান্ড অ্যান্টি কোরাপশন বা ডিভিএসি। ওই গ্রেপ্তারির পর ইডি-র মাদুরাই দপ্তরে হানা দেয় ডিভিএসি। সেখানেই কর্মরত ছিলেন অঙ্কিত। তাঁর বাসভবনেও চলে তল্লাশি। শনিবার ভোর ৬টা পর্যন্ত তামিলনাড়ু পুলিশের দুর্নীতি দমন শাখার ওই তল্লাশি অভিযান চলে। ইডিকর্তার দপ্তর ও বাসভবনে হানা দিয়ে একাধিক তথ্যপ্রমাণ মিলেছে বলে ডিভিএসি জানিয়েছে। এই ঘটনায় ইডি-র চেন্নাই দপ্তরের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে।

রাজ্যের একটি সূত্র জানিয়েছে, যদি অঙ্কিত তিওয়ারির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগটির তদন্তভার কোনও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় তাহলে তারা তাতে বাধা দেবে। এই ঘটনায় কেন্দ্রকে নিশানা করেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। তিনি জানিয়েছেন, বিজেপি রাজনৈতিক বিরোধীদের বিরুদ্ধে ইডি-সিবিআইকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। এখন সেই এজেন্সিগুলি নিজেদের পৃথক তোলাবাজির কারবার শুরু করেছে। তামিলনাড়ুর আগে রাজস্থানে এক ইডি আধিকারিকের ঘুষ নিতে গিয়ে গ্রেপ্তার হওয়ার উদাহরণও দেন তিনি।

ডিভিএসি জানিয়েছে, ওই সরকারি চিকিৎসকের সঙ্গে অঙ্কিত যোগাযোগ করেছিলেন ২৯ অক্টোবর। তাঁর বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের আয়বহির্ভূত সম্পত্তি সংক্রান্ত একটি মামলার উল্লেখ করেন অঙ্কিত। যদিও ওই মামলাটি ডিভিএসির ডিন্ডিগুল জেলা শাখা আগেই খারিজ করে দিয়েছিল। তিওয়ারি তখন ওই চিকিৎসককে জানান, পুনরায় তদন্ত শুরু করার জন্য পিএমও-র থেকে নির্দেশ এসেছে। ৩০ অক্টোবর ইডি-র মাদুরাই দপ্তর থেকে ওই চিকিৎসক তলব পান। জোর করে তাঁকে গাড়িতে তুলে ৩ কোটি টাকা চান অঙ্কিত। পরে ৫১ লক্ষ টাকা নিতে রাজি হন তিনি। শেষমেশ ২০ লক্ষ টাকায় রফা হয়। তার প্রথম কিস্তি ১ নভেম্বর অঙ্কিতের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এরপরই ডিভিএসির কাছে অভিযোগ জানান ওই চিকিৎসক।

অযোধ্যায় বিমানবন্দরের কাজ শেষ দ্রুতই

লখনউ, ২ ডিসেম্বর : জানুয়ারির ২২ তারিখে উদ্বোধন হওয়ার কথা রামমন্দিরের। কিন্তু তার আগেই শেষ হয়ে যাবে অযোধ্যায় নির্মীয়মান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর তৈরির কাজ। শনিবার উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জানিয়েছেন, ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে অযোধ্যায় বিমানবন্দরের প্রথম পর্যায়ের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এটির নামকরণ করা হবে মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম। আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বোয়িং ৭৩৭, এয়ারবাস ৩১৯, এয়ারবাস

৩২০-র মতো অত্যাধুনিক বিমান ওঠা-নামা করতে পারবে। এদিন বিমানবন্দর তৈরির সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'অযোধ্যায় ১৭৮ একরে বিস্তৃত একটি সাধারণ বিমানঘাঁটি ছিল। এখন সেটিকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে।' বিমানবন্দরটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 'নতুন ভারতের প্রতীক' হিসাবে তৈরি করা হচ্ছে বলে রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে। এদিন নির্মীয়মান বিমানবন্দরটি পরিদর্শন করেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এবংমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ভিকে সিং।

ইমরানের উত্তরসূরি গোহর

ইসলামাবাদ, ২ ডিসেম্বর : পাকিস্তান তেহরিক ই ইনসাফ (পিটিআই)পার্টির নতুন চেয়ারম্যান হলেন গোহর খান। শনিবার দলীয় নেতৃত্বের বৈঠকের পরচেয়ারম্যান পদে ইমরান খানের উত্তরসূরি হিসাবে গোহরের নাম ঘোষণা করা হয়। পেশায় আইনজীবী গোহর বরাবর ইমরান ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর আইনজীবী হিসাবেও কাজ করছেন তিনি। পিটিআই প্রধান হিসাবে গোহরের দায়িত্ব পাওয়া প্রত্যাশিত বলে মনে করছে পাকিস্তানের রাজনৈতিক মহল। তোষাখানা মামলায় সাজা পাওয়ার পর থেকে জেলে রয়েছেন ইমরান। পাকিস্তানের আইন অনুযায়ী কোনও সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি নির্বাচনে লড়াই করতে পারেন না। রাজনৈতিক দলের প্রধান পদেও এমন কাউকে রাখা যায় না। ইমরানকে চেয়ারম্যান পদ থেকে সরাতে পিটিআই নেতৃত্বকে নির্দেশ দিয়েছিল পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন। সেই নির্দেশ মেনেগত সপ্তাহে দলীয় প্রধানের দায়িত্ব ছাড়েন ইমরান। তখনই ইঙ্গিত মিলেছিল দলের অস্থায়ী চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে গোহরকে।

পরিবেশরক্ষায় দীর্ঘদিন ধরে অনলস কাজ করে যাচ্ছেন কলকাতার কুন্ডু দম্পতি– জয়দীপ এবং সুচন্দ্রা। সুন্দরবন থেকে বক্সা তাঁদের 'শের' প্রকল্পের সুফল ফুটেছে সর্বত্র। পরিবেশরক্ষায় অগ্রণী সংস্থা স্যাংচুয়ারি নেচার ফাউন্ডেশন শুক্রবার মুম্বইয়ের এনসিপিএ প্রেক্ষাগৃহে জয়দীপ এবং সুচন্দ্রাকে গ্রিন টিচার অ্যাওয়ার্ড ২০২৩ সম্মানে ভূষিত করল।

হামাস নেতাদের নিশ্চিহ্ন করার ছক নেতানিয়াহুর

গাজা, ২ ডিসেম্বর : হামাসের বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে ইজরায়েল। শুধু গাজাকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনাই নয়, প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর প্রধান লক্ষ্য হামাসের প্রথমসারির নেতৃত্বকে নিশ্চিহ্ন করা। মার্কিন সংবাদমাধ্যমের দাবি, এ সংক্রান্ত পরিকল্পনা ইতিমধ্যে তৈরি করে ফেলেছে ইজরায়েল। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, হামসকে নির্মূল করার কাজে ধাপে ধাপে এগোতে চাইছে ইজরায়েল। এক্ষেত্রে পূর্বসূরি গোল্ডা মিরের পথে হাঁটতে চাইছেন নেতানিয়াহু। ইজরায়েল বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করতে 'অপারেশন রাথ অফ গড' শুরু করেছিলেন গোল্ডা মির। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ইজরায়েল বিরোধী প্যালেস্তিনীয় নেতাদের খুঁজে বার করে খুন করেছিল গুপ্তঘাতকরা। এবার নেতানিয়াহুর নির্দেশে ইজরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ তুরস্ক, লেবানন ও কাতারে আশ্রয় নেওয়া হামসা নেতাদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে।

শনিবার ইজরায়েল-হামাস দু'পক্ষই যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা খারিজ করে দিয়েছে। দু'তরফই একে অন্যের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ করেছে। এদিনই কাতারেহামাসের সঙ্গে শান্তি আলোচনা চালানো ইজরায়েলের প্রতিনিধিরা দেশে ফিরে গিয়েছেন। গাজার বিভিন্ন জায়গায় সারাদিন বোমা বর্ষণ করেছে ইজরায়েলি বায়ুসেনা। পালটা রকেট হামলা চালিয়েছে হামাসও। সংঘর্ষে কমপক্ষে ৩০ জন প্যালেস্তিনীয় প্রাণ হারিয়েছেন বলে গাজার হামাস নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্যদপ্তর জানিয়েছে। ইজরায়েলের বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে,কাতারে শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর নির্দেশে মোসাদের প্রধান ডেভিড বার্নিয়ার নেতৃত্বাধীনপ্রতিনিধি দলকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

এদিকেগাজায় তল্লাশি জারি রেখেছে ইজরায়েলের সেনাবাহিনী।সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুয়ায়ী, প্রাথমিকভাবে গাজাকে হামাস মুক্ত করবে ইজরায়েলি সেনা। সেখানকার প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করা হবে। স্থানীয় প্রশাসনকে পুরোপুরি হামাসের প্রভাব থেকে বার করে আনা হবে। তারপর একে একে হামাস নেতাদের নিষ্ক্রিয় করার কাজ চলবে। এক্ষেত্রে তাড়াকর-ধরো-খুন কর নীতি নিতে পারে মোসাদ। বর্তমানে গাজা ছাড়াও কাতারে হামাসের দপ্তর রয়েছে।২০১২-য় আমেরিকার সঙ্গে সমন্বয় রাখতে কাতারে একটি রাজনৈতিক দপ্তর খুলেছিল হামাস। সেখানে তাদের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতা রয়েছেন। এটি মোসাদের অন্যতম লক্ষ্যবস্তু হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ইজরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থার মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকার ওপরের দিকে রয়েছেন হামাস নেতা ইসমায়িল হানিয়ান, মহম্মদ দেইফ, ইয়াহিয়া সিনওয়ার ও খালেদ মাশাল।

৬০ বছর বয়সি হানিয়ান প্যালেস্তাইনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। ২০১৭-তে হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান হন তিনি। ২০০৬-এ প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন একটি বিষ লাগানো চিঠির মাধ্যমে তাঁকে খুন করার চেষ্টা হয়েছিল বলে অভিযোগ। সে যাত্রায় বেঁচে গিয়েছিলেন হানিয়ান। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব ছাড়ার পরেই প্যালেস্তাইন ছেড়ে স্বেচ্ছানির্বাচসনে চলে যান। বর্তমানে কাতারে রয়েছেন তিনি।তুরস্কে যাতায়াত রয়েছে হানিয়ানের। ৭ অক্টোবর হামাস জঙ্গিরা ইজরায়েলে হামলা চালানোর পর থেকে আর তাঁকে প্রকাশ্যে দেখা যায়নি।

ইজরায়েলের মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় একনম্বরে থাকা দেইফ হামাসের সামরিক শাখা ইজদিন আল কাসেম ব্রিগেডের প্রধান। রিপোর্ট অনুযায়ী, ইজরায়েলি কর্তৃপক্ষ তাঁকে অন্তত ৬ বার খুন করার চেষ্টা করেছে। গাজায় স্থল অভিযান শুরু করার পর আমেরিকার আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী তকমা পাওয়া দেইফকে হন্যে হয়ে খুঁজছে ইজরায়েলের সেনা-গোয়েন্দা বাহিনী। অদূর ভবিষ্যতে গাজায় সেনা অভিযানে ইতি টানলেও ইজরায়েল হামাস নেতাদের খোঁজ চালিয়ে যাবে বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল।

একনজরে

- গাজায় সক্রিয় হামাস সদস্যদের নিষ্ক্রিয় করবে ইজরায়েলি সেনা
- সেখানকার প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করা হবে
- হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়ান, মহম্মদ দেইফ, ইয়াহিয়া সিনওয়ার ও খালেদ মাশালের খোঁজে মোসাদ

শিল্পীকে খুনের চেষ্টা, দোষী ৩ খালিস্তানি

অকল্যান্ড, ২ ডিসেম্বর : ভারতীয় বংশোদ্ভূত বেতারশিল্পী হারনেক সিংকে হত্যার চেষ্টার অপরাধে তিন খালিস্তানপন্থীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। বিচ্ছিন্নতাবাদ ও খালিস্তানপন্থার বিরুদ্ধে সরব ছিলেন বলেই অকল্যান্ড-ভিত্তিক জনপ্রিয় রেডিও হোস্ট হারনেকের ওপর হামলা চালিয়েছিল দুষ্কৃতীরা।

হারনেক সিংকে ২০২০ সালের ২৩ ডিসেম্বর হত্যার চেষ্টা করে খালিস্তানপন্থীরা। তাঁকে চল্লিশবারের বেশি ছুরির আঘাত করা হয়। এতে তাঁর শরীরে সাড়ে তিনশোর বেশি সেলাই পড়েছিল। পরে একাধিক অস্ত্রোপচারও হয়েছিল তাঁর। ওই ঘটনায় যুক্ত তিন খালিস্তানপন্থীকে দোষী সাব্যস্ত করেছে আদালত।

হারনেকের ওপর হামলা চালানোয় দোষী সাব্যস্ত তিন খালিস্তানি হলেন ২৭ বছর বয়সি সর্বজিৎ সিধু, ৪৪ বছর বয়সি সুখপ্রীত সিং এবং ৪৮ বছর বয়সি দমন। হার্নেকের ওপর হামলা চালিয়েছিলেন মূলত সর্বজিৎ। তাঁর সহকারী হিসাবে ছিলেন সুখপ্রীত। হামলার সময় ঘটনাস্থলে না থাকলেও পরিকল্পনাটি ছিল দমনের। হারনেককে খুনের চেষ্টার অভিযোগে তাঁদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়। শুনানিতে বিচারক মার্ক উলফোর্ড নাগরিকের নিরাপত্তা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে জোরাল প্রতিরোধ গড়ে তোলার ওপর জোর দেন।

'ভেবেছিলাম মরেই যাব'

নয়াদিল্লিতে গণপিটুনি মেইতেই দম্পতিকে

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : মণিপুরে জাতি সংঘাতের রেশ এবার দিল্লিতে। রাতের রাজধানীতে বেপরোয়া দুষ্কৃতীদের হাতে বেধড়ক মার খেতে হল এক মণিপুরি মেইতেই দম্পতি সহ চারজনকে। সাহায্য চাওয়ার নাম করে ঝগড়া বাধিয়ে তাঁদের রাস্তায় ফেলে পেটানো হয়। চেষ্টা হয় শ্লীলতাহানিরও। অভিযোগ পাওয়ার পর ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে হামলাকারীদের ধরতে তল্লাশি শুরু করেছে দিল্লি পুলিশ। হামলাকারীরা কুকি সম্প্রদায়ের বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

ঘটনাটি ঘটে ৩০ নভেম্বর রাতে দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লির সানলাইট কলোনি এলাকায়। নিগৃহীত দম্পতির অভিযোগ, সেদিন নৈশভোজের পর রাত ১১টা নাগাদ পারিবারিক এক বন্ধুকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে এসেছিল ওই মণিপুরি পরিবার। সেই সময় তাঁদের কাছে সাহায্য চান দু'জন পুরুষ ও এক মহিলা। তাঁরা বলেন, তাঁদের জন্য একটি ক্যাব বুক করে দিতে। এরপরই সাহায্যপ্রার্থী দুই ব্যক্তি মণিপুরি ভদ্রলোকের স্ত্রী ও বোনের উদ্দেশে অশ্লীল মন্তব্য করতে থাকেন। ওই দম্পতি প্রতিবাদ জানালে দলবল জুটিয়ে তাঁদের মারধর শুরু করেন সাহায্যপ্রার্থীর ভেক ধরা ব্যক্তিরা। রাস্তায় ফেলে পেটে-বুকে যথেচ্ছ লাথি-ঘুষি মারতে মারতে পাশের অন্ধকার গলিতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয় ভদ্রলোকের স্ত্রী ও বোনকে। স্থানীয় সানলাইট থানায় দায়ের করা এফআইআর-এ গোটা ঘটনার বিবরণ দিয়ে মণিপুরি মহিলা বলেন, 'ওরা থামছিল না। এমন মারছিল যে মনে হচ্ছিল আজ মরেই যাব। চিৎকার করছিলাম। কিন্তু সাহায্য করার কেউ ছিল না।'

হামলার গোটা ঘটনাটি পাশের একটি বাড়ির ব্যালকনি থেকে মোবাইল ফোনে তোলা হয়। সিসিটিভিতেও ধরা পড়ে মণিপুরি মেইতেই পরিবারের নিগ্রহের ছবি। সেই ভিডিওতে হামলাকারী দুজনকে পরিষ্কার চেনা গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ৮ জন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা, যৌন হেনস্তা সহ একাধিক অভিযোগে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। খুব দ্রুত তাদের ধরা করে কাঠগড়ায় তোলা হবে।

অন্যদিকে গাজিয়াবাদের ট্রোনিকা নগরীতে গণধর্ষণের শিকার হলেন দিল্লির এক তরুণী। অভিযুক্তদের ধরতে পুলিশের দুটি দল তল্লাশি শুরু করেছে।

নয়াদিল্লিতে মেইতেই দম্পতিকে মারধর করার ছবি।

মূলস্রোতে জঙ্গিগোষ্ঠী, খুশি মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী

ইম্ফল, ২ ডিসেম্বর : বুধবার কেন্দ্রের সঙ্গে শান্তিচুক্তিতে সই করেছিল মণিপুরের জঙ্গি সংগঠন ইউনাইটেড ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (ইউএনএলএফ)। গত কয়েকদিন ধরে অস্ত্র সমর্পণ করছিলেন রাজ্যের প্রাচীণতম জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা। শনিবার ইম্ফলের কাংলা প্যালেস ময়দানে তাঁদের স্বাগত জানালেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। অদূর ভবিষ্যতে অন্যান্য জঙ্গি সংগঠনগুলিও শান্তি প্রক্রিয়ায় শামিল হবে বলে আশাপ্রকাশ করেন তিনি।

বীরেন সিং বলেন, 'আমরা উপত্যকার অন্যান্য গোষ্ঠীগুলির শান্তি প্রক্রিয়ায় যোগদানের অপেক্ষায় রয়েছি। এইভাবেই শান্তি পথে এগিয়ে যাবে মণিপুর।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ইউএনএলএফ হল ৬০ বছরের পুরোনো একটি সংগঠন যারা কখনও আলোচনায় বসতে রাজি হয়নি। কিন্তু এবার তারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ওপর আস্থা রেখেছে। এটি একটি বড় অর্জন।' ইউএনএলএফের সাধারণ সম্পাদক চা থানিল জানান, তাঁরা শান্তি প্রক্রিয়ায় যোগ দিতে পেরে খুশি। স্থিতিশালী শান্তি রক্ষার জন্য ইউএনএলএফ সবরকম সাহায্য করবে। তাঁর কথায়, 'আমরা শান্তি আলোচনায় বসতে রাজি। বন্ধুত্বপূর্ণ সমাধানের রাস্তা মিললে আমরা চূড়ান্ত শান্তি চুক্তিতে সই করব।' মণিপুরে জাতি হিংসার দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, 'বর্তমান সংকট একটি ছোট বিষয়। বাইরে থেকে আসা কিছু লোক এই গোলমালের জন্য দায়ী।' এদিন ইউএনএলএফ সদস্যদের জন্য কাংলা প্যালেসে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়েছিল।

অভিনন্দনের অর্থ দেশের বিচারব্যবস্থাকে সম্মান, মন্তব্য বিচারপতির

অভিজিৎকে মুখ্যমন্ত্রী চান অধীর

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : রাজ্যে নিয়োগ দুর্নীতি সহ একাধিক মামলায় বহুচর্চিত রায় দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর নির্দেশেই চাকরি গিয়েছে রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারীর। এবার সেই বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়কে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে চাইলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরি। এর আগে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের রাজনীতিতে প্রবেশ নিয়ে বহু জল্পনা হয়েছে। তবে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় একটি টিভি চ্যানেলের সাক্ষাৎকারে এখনই রাজনীতিতে প্রবেশের জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। এরই মধ্যে অধীররঞ্জন চৌধুরীর এই দাবি নিয়ে নতুন করে রাজনৈতিক জল্পনা তৈরি হয়েছে।

এদিন অধীর বলেছেন, 'আমি চাইব বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী-মুখ করে একটি নির্বাচন হোক। এরকম নির্বাচন হলে আমি ওই মানুষটিকে ভোট দেওয়ার জন্য লাইনে সবার আগে দাঁড়াব। বাংলার মানুষ তাঁকে বিশ্বাস করছে, ভরসা করছে।'

তবে অধীরবাবুর এই দাবিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। শনিবার অধীরবাবু যখন বহরমপুরে তাঁর দলীয় অফিসে সাংবাদিকদের কাছে এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তখন বিচারপতি সেই শহরেই ছিলেন। তাঁকে এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আমি শুনেছি উনি কী বলেছেন। তবে এটা নিয়ে আমি কিছু বলব না। আমি ভগবান-টগবান নই। বিচারব্যবস্থা থেকেই আমি তৈরি হয়েছি। যদি সত্যিই অভিনন্দন কারও প্রাপ্য হয়, সেটা ভারতীয় বিচারব্যবস্থা ও ভারতীয় সংবিধানের। হাইকোর্ট বা জেলা কোর্টে এখন অনেকেই চেষ্টা করছেন। তবে শুরুটা আমিই করেছিলাম। এখন অনেকেই ফলো করছেন।'

অধীরবাবুর এই মন্তব্যকে সমর্থন করছেন না সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'যিনি এখনও বিচারপতি পদে রয়েছেন, তাঁর সম্পর্কে এইসব কথা কি বলা যায়? তাই এই মন্তব্যকে আমি সমর্থন জানাতে পারি না।' তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে অধীরবাবু কী বলেছেন, আমার জানা নেই। তবে একজন বিচারপতি সম্পর্কে এই ধরনের মন্তব্য করার আগে কয়েকবার ভাবা উচিত। তা না হলে বিচারব্যবস্থা সম্পর্কেই মানুষের ভরসা চলে যাবে। তাই আমি মনে করি, বিচারব্যবস্থাকে মানুষ সম্মান করেন। সেই ব্যবস্থাকে কালিমালিপ্ত করা কারও উচিত নয়।'

এদিন সকালেই পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী হাজারদুয়ারি এক্সপ্রেসে চড়ে বহরমপুরে পৌঁছোন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। সেখানে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ক্যানসার কেয়ার ইউনিটের উদ্বোধনও করেন তিনি। বিচারপতি যখন বহরমপুরে, তখন সেখানে বসেই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

অধীর বলেন, 'বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো মানুষ রাজনীতিতে এলে নতুন দিগন্ত তৈরি হবে। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বাংলার মানুষের কাছে আস্থা, বিশ্বাস ও ভরসা অর্জন করেছেন। বাংলার মানুষ তাঁকে বিশ্বাস করছে, ভরসা রাখছে।' তবে এই মতামত যে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, সেই কথা জানাতেও ভোলেননি অধীরবাবু।

> আমি চাইব বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী-মুখ করে একটি নির্বাচন হোক। এরকম নির্বাচন হলে আমি ওই মানুষটিকে ভোট দেওয়ার জন্য লাইনে সবার আগে দাঁড়াব। বাংলার মানুষ তাঁকে বিশ্বাস করছে, ভরসা করছে।
>
> – অধীর রঞ্জন চৌধুরী

> আমি ভগবান-টগবান নই। বিচার ব্যবস্থা থেকেই আমি তৈরি হয়েছি। যদি সত্যিই অভিনন্দন কারও প্রাপ্য হয়, সেটা ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা ও ভারতীয় সংবিধানের। হাইকোর্ট বা জেলা কোর্টে এখন অনেকেই চেষ্টা করছেন। তবে শুরুটা আমিই করেছিলাম। এখন অনেকেই ফলো করছেন।
>
> – অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীদের র‍্যালি। শনিবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

৩০ মার্চের মধ্যে সিএএ'র বিধি : শান্তনু

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : রাজ্যে সিএএ কবে কার্যকর হবে সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা পর্যন্ত কোনও কথা দেননি। কিন্তু কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের দাবি, ৩০ মার্চের মধ্যেই সিএএ'র বিধি তৈরির কাজ শেষ হবে। শনিবার গাইঘাটা ব্লকের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে তিনি বলেন, 'সিএএ নিয়ে সময়সীমা তৈরি করা হয়েছে। ৩০ মার্চের মধ্যে রুল ফ্রেম হয়ে যাবে। তারপর এটি বাস্তবায়িত করা হবে।' কিন্তু কবে? তা অবশ্য বলতে পারেননি তিনি। কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'এটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বিষয়। কবে, কীভাবে এটি কার্যকর হবে সে বিষয়ে তারাই পরিষ্কার করে বলতে পারবে।' সিএএ যে হবেই সে বিষয়ে একপ্রকার আত্মবিশ্বাসী তিনি।

সিএএ কার্যকর হওয়া নিয়ে দীর্ঘসূত্রীতার জেরে রাজ্যের মতুয়া ভোট ব্যাংকে হতাশা তৈরি হয়েছে। মতুয়া সংঘাধিপতি হিসাবে এই নিয়ে তাঁর যথেষ্ট উদ্বেগও রয়েছে। তাই হতাশা কাটানোর ডাক দিয়ে তিনি বলেন, 'আইন যখন হয়েছে তখন সিএএ কার্যকর হবেই। এই নিয়ে হতাশার কিছু নেই।'

লোকসভা ভোট নিয়ে এখনও ছন্নছাড়া কংগ্রেস

রিমি শীল

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন। ইতিমধ্যেই পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন মিটেছে। চার রাজ্যের ফল ঘোষণা রবিবার। তাই দিল্লির কুর্সি দখলের লড়াই শুরু হতে আর নামমাত্র অপেক্ষা। পাঁচ রাজ্যের মধ্যে ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানায় কংগ্রেস এগিয়ে রয়েছে বলে বুথফেরত সমীক্ষার আভাস। অথচ বাংলায় গা-ছাড়া মনোভাব হাত শিবিরের।

রাজ্যের শাসক দল ইতিমধ্যেই নির্বাচনের নীলনকশা চূড়ান্ত করতে তোড়জোড় শুরু করেছে। এদিকে বাংলার ক্ষেত্রে কংগ্রেসের পরিকল্পনা ছন্নছাড়া। নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে হাইকমান্ডের সিদ্ধান্তের মুখাপেক্ষী রাজ্য নেতৃত্ব। বাম-আইএসএফএর সঙ্গে কংগ্রেসের আসন সমঝোতার প্রসঙ্গেও দিল্লির দিকে তাকিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস। কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য শনিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেন, 'কারও সঙ্গে আসন সমঝোতা হবে কিনা তা উচ্চনেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নেবেন'।

বিজেপি বিরোধিতায় জাতীয় স্তরে 'ইন্ডিয়া' জোট গঠন করেছে বিরোধীরা। কিন্তু এ রাজ্যে বামেরা তৃণমূল ও বিজেপি'র সঙ্গে সমদূরত্ব বজায় রাখার নীতি নিয়েছে। রাজ্যে আসন সমঝোতার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে সব বিরোধী দলের মধ্যেই শ্লথগতি রয়েছে। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'বামফ্রন্টের শরিক দলগুলির মধ্যে নভেম্বরের শেষে আলোচনা হয়েছে। আন্দোলনের রূপরেখা ঠিক করা হয়েছে। এরপর জেলাস্তরে বামফ্রন্ট আলোচনায় বসবে। ৯ ডিসেম্বর ধর্মতলায় বামেদের সমাবেশ রয়েছে। নিয়োগ দুর্নীতি, সুষ্ঠু নিয়োগের দাবিতে সোচ্চার হবে বামেরা।'

কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা হবে কিনা সে প্রসঙ্গে সেলিমের মন্তব্য, ডিসেম্বরে আলোচনা হতে পারে। কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, 'বামেরা যদি আলোচনার জন্য চিঠি দেয়, তবে উচ্চনেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' আরএসপি নেতা মনোজ ভট্টাচার্য অবশ্য বলেন, 'দাঁড়ান, আগে রাজ্যগুলির ফল দেখি। তারপর কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা করার বিষয়টি ঠিক করব। ওদেরকে এগিয়ে আসতে হবে, তাহলে কথা বলতে পারি।'

রাজনৈতিক মহলের ধারণা, আসনরফা নিয়ে বাম-কংগ্রেসের সমঝোতা আদৌ হবে কিনা তা বিশবাঁও জলে। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ী হয় তৃণমূল কংগ্রেস। ২৯৪টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ২১৩টি আসনে ঘাসফুল ফোটে। বিধানসভায় বাম-কংগ্রেস শূন্য হয়ে যায়। শুধুমাত্র ভাঙড় আসন থেকে জেতেন আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকি। তবে ভোটের ফলের নিরিখে একুশের ভোটে রাজ্যের ৩২টি লোকসভা আসনে এগিয়ে ছিল তৃণমূল।

এদিকে ২০২২ সালের পুরসভা ও ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত ভোটের ফলের নিরিখে ৪১টি লোকসভা আসনে তৃণমূল কংগ্রেস এগিয়ে রয়েছে। আইএসএফের সঙ্গেও বাম-কংগ্রেসের কোনও আলোচনা হয়নি। তবে নৌশাদ সিদ্দিকি ডায়মন্ড হারবার থেকে লোকসভায় প্রার্থী হবেন বলে ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন। উত্তরবঙ্গের কিছু সংখ্যালঘু অধ্যুষিত আসনেও আইএসএফ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা, রাজ্যে বিরোধীদের এই ছন্নছাড়া মনোভাবে আখেরে তৃণমূলেরই ঘর গোছাতে সুবিধা হবে।

চোখের চিকিৎসায় হায়দরাবাদে অভিষেক

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : গত কয়েকদিন ধরেই চোখের সংক্রমণে ভুগছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার তিনি চোখের চিকিৎসার জন্য হায়দরাবাদ উড়ে গেলেন। শনিবার সকালের বিমানেই তিনি হায়দরাবাদের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য গিয়েছেন। তাঁর চোখে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। কয়েকদিন আগেই নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দলের সর্বস্তরের কর্মীদের সঙ্গে বিশেষ বৈঠকে চোখের সমস্যার কারণেই উপস্থিত থাকতে পারেননি অভিষেক। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, একটানা অনেকক্ষণ কনট্যাক্ট লেন্স পরে থাকার কারণেই অভিষেকের চোখে এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। স্থানীয় চিকিৎসকরা তাঁকে পুরোপুরি বিশ্রামে থাকতে বলেছেন। তাই তিনি দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন না। এর মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কিছু নেই।

১১ লক্ষ উপভোক্তার বাড়ি মার্চের মধ্যে হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ

আবাস যোজনায় বাধা অর্থ

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : চলতি আর্থিক বছরে রাজ্যে আবাস যোজনায় ১১ লক্ষ বাড়ি তৈরির জন্য অনুমোদন দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু কেন্দ্র-রাজ্য টানাপোড়নে এই প্রকল্পে বাড়ি তৈরির এক টাকাও পায়নি রাজ্য।

কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে ইতিমধ্যেই দিল্লিতে দরবার করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে চলতি মাসেই দেখা করার কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তবে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা না দিলেও রাজ্য সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে এই ১১ লক্ষ বাড়ি তৈরি করে দেবে বলে গত ২১ জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশ থেকে আশ্বাস দিয়েছিলেন মমতা। চলতি আর্থিক বছরের বাকি আর ৪ মাসেরও কম সময়। কিন্তু এখনও এই প্রকল্পে বাড়ি তৈরির জন্য রাজ্যের তরফে কোনও পরিকল্পনাই নেওয়া হয়নি। মূলত রাজ্যের আর্থিক সংকটের কারণেই এই প্রকল্পের কাজ নিয়ে রাজ্য সরকার যে এখনও কোনও ভাবনাচিন্তা করেনি, তা নবান্নের কর্তাদের কথাতেই স্পষ্ট।

রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার আবাস যোজনা প্রকল্পে ১১ লক্ষ বাড়ির অনুমোদন দিয়েছিল, কিন্তু টাকা বরাদ্দ করেনি। ওই ১১ লক্ষ বাড়ি রাজ্য সরকার করে দেবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন, এটাও ঠিক। কিন্তু এই প্রকল্পের টাকা বরাদ্দ নিয়ে এখনও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা হচ্ছে।' চলতি আর্থিক বছর শেষ হতে আর মাত্র ৪ মাস বাকি আছে। এই সময়কালে ১১ লক্ষ বাড়ি তৈরির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে পঞ্চায়েতমন্ত্রী বলেন, 'এটা এখনই বলা সম্ভব নয়। এই নিয়ে আমাকে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে হবে। তবে এই প্রকল্পে রাজ্য সরকারের নিজস্ব কোনও তহবিল নেই। কেন্দ্রীয় সরকার বঞ্চনা করেছে বলেই প্রকল্পের কাজ শেষ হতে দেরি হচ্ছে।'

আবাস যোজনা সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্য সরকারের দুর্নীতির জন্যই কেন্দ্রীয় সরকার টাকা আটকে রেখেছে বলে দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'একশো দিনের কাজ, আবাস যোজনা সহ একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা মানেনি রাজ্য সরকার। সেই কারণেই কেন্দ্রীয় সরকার টাকা আটকে রেখেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে টাকা খরচের হিসাব নিয়ে কিছু প্রশ্ন রাজ্য সরকারের কাছে করা হয়েছিল। কিন্তু রাজ্য সরকার সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি। তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীদের টাকা চুরি করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেয় না। গরিব মানুষকে রাজ্য সরকারই বঞ্চিত করছে।'

চলতি আর্থিক বছরের মে মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ১১ লক্ষ বাড়ি তৈরির জন্য অনুমোদন পাঠানো হয়েছিল। সেইমতো উপভোক্তাদের তালিকাও রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকে পাঠিয়েছিল। কিন্তু তখনই কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের নজরে আসে গত আর্থিক বছরে (২০২২-২০২৩) আবাস যোজনার টাকা খরচ ঠিকমতো হয়নি। তারপরই এই প্রকল্পের টাকা আটকে রাজ্য সরকারের কাছে কিছু প্রশ্নের উত্তর চায় কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক। রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রককে সেই প্রশ্নের জবাব দেওয়া হলেও তাতে সন্তুষ্ট হয়নি কেন্দ্রীয় সরকার।

এরপর রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী নিজেই কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু তারপরও কোনও ফল হয়নি। এরই মধ্যে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে পথে নেমেছে তৃণমূল। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা না দিলেও রাজ্য সরকার ওই উপভোক্তাদের বাড়ি তৈরি করে দেবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দেওয়ায় আশায় বুক বেঁধেছিলেন উপভোক্তারা। কিন্তু নবান্নের কর্তাদের ধারণা, রাজ্য সরকারের কোষাগারের যা অবস্থা, তাতে চলতি আর্থিক বছরে এই প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়া কার্যত অসম্ভব।

> এটা এখনই বলা সম্ভব নয়। এই নিয়ে আমাকে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে হবে। তবে এই প্রকল্পে রাজ্য সরকারের নিজস্ব কোনও তহবিল নেই। কেন্দ্রীয় সরকার বঞ্চনা করেছে বলেই প্রকল্পের কাজ শেষ হতে দেরি হচ্ছে।
>
> –প্রদীপ মজুমদার
> *পঞ্চায়েতমন্ত্রী*

ষাঁড়ের গুঁতোয় মৃত প্রবীণ

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ২ ডিসেম্বর : পেনশন তুলতে গিয়ে ষাঁড়ের গুঁতোয় মৃত্যু হল অবসরপ্রাপ্ত এক সরকারি কর্মচারীর। মৃতের নাম বদরে আলম চৌধুরী (৭২)। শুক্রবারের দুপুরের ঘটনা ঘিরে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া স্টেশন বাজারে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। এদিনের ঘটনায় প্রশাসনকেই কাঠগড়ায় তুললেন কাটোয়াবাসী।

কাটোয়া শহরের বাসিন্দারা জানালেন, কাটোয়া স্টেশন বাজার এলাকা এখন কার্যত গোরু-ষাঁড়েদের দখলে চলে গিয়েছে। ওই সব ষাঁড় ইতিমধ্যে প্রায় ২০-২২ জন পথচারীকে গুঁতিয়ে আহত করেছে। স্টেশন বাজার দিয়ে যাতায়াত করা মানুষজন গোরু ও ষাঁড়ের ভয়ে তটস্থ থাকেন। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনকে বারবার জানানো হলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

বিদ্যুৎ দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত ওই কর্মী কাটোয়ার হাউজিং কমপ্লেক্সে থাকতেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানালেন, ওইদিন তিনি পেনশন তুলতে হেঁটে ব্যাংকে যাচ্ছিলেন। সেইসময় আচমকা তাঁর পেটে গুঁতিয়ে দেয় হৃষ্টপুষ্ট ওই ষাঁড়। শুধু গুঁতো মারাই নয়, শিংয়ে তুলে ষাঁড়টি বদরে আলমকে মাটিতে আছড়ে ফেলে। আহত হয়ে ছটফট করতে থাকেন তিনি। স্থানীয় মানুষজন তাঁকে উদ্ধার করে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু অবস্থা সংকটজনক থাকায় চিকিৎসক তাঁকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। যদিও শেষরক্ষা হয়নি।

বিশ্বভারতীর জমি বিবাদ নিয়ে মামলা পিছোল

সিউড়ি, ২ ডিসেম্বর : ফের পিছিয়ে গেল বিশ্বভারতীর জমি বিবাদ মামলা। সিউড়ি জেলা আদালত চলতি বছরের ১১ ডিসেম্বর পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে।

অভিযোগ, বিশ্বভারতীর জমি বেআইনিভাবে দখল করে রয়েছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। সিউড়ি জেলা আদালতে মামলার শুনানি চলছে। শনিবার সেই মামলার শুনানির দিন ছিল। জেলা আদালতে বিশ্বভারতীর আইনজীবী দাবি করেছেন, অমর্ত্য সেন ইজারা দেওয়া জমির চেয়ে বেশি জমি দখল করে রয়েছেন। তাঁকে সেই জমি ছাড়তে হবে। তবে নোবেলজয়ীর আইনজীবী সেই দাবি অস্বীকার করলেও তিনি এদিন আদালতে কোনও প্রমাণ জমা দিতে পারেননি। তবে তাঁর বক্তব্য, 'অমর্ত্য সেন লিজ অনুযায়ী পাওয়া জমি দখল করে রয়েছেন। আগামীদিনের শুনানিতে আমরা তা প্রমাণ দেব।'

চাকরির দাবিতে নবান্নে ঢোকার চেষ্টা মালদার যুবকের

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : বিশেষভাবে সক্ষম মালদার এক যুবকের চাকরির দাবিতে নবান্ন অভিযানকে ঘিরে কার্যত হুলুস্থুল পড়ে গেল হাওড়া এলাকায়। মালদার কৃষ্ণপুর থেকে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে চাকরি চাইতে এসেছিলেন নিখিল সরকার। শিয়ালদা স্টেশনে নেমে তিনি হুইল চেয়ারে করে নবান্নের উদ্দেশে রওনা দেন। ততক্ষণে কলকাতা ও হাওড়া পুলিশের কর্তাদের কাছে তাঁর 'অভিযান' নিয়ে খবর পৌঁছে গিয়েছে। তিনি শিয়ালদা থেকে মহাত্মা গান্ধি রোড হয়ে হাওড়া ব্রিজে পৌঁছোতেই পুলিশ তাঁকে আটকে দেয়। এমনিতে শনিবার নবান্ন বন্ধ থাকে। সাধারণত মুখ্যমন্ত্রীও খুব প্রয়োজন ছাড়া শনি ও রবিবার নবান্নে আসেন না। কিন্তু নবান্নের একশো মিটার ব্যাসার্ধ এলাকায় সারাবছরই ১৪৪ ধারা জারি থাকে। সেখানে কোনও সভা-সমাবেশ করা যায় না।

নিখিলবাবুর দাবি, চাকরির দাবি নিয়ে বাম আমল থেকে বর্তমান সরকারের সময় পর্যন্ত বারবার আবেদন জানালেও কোনও কাজ হয়নি। এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও চিঠি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেখান থেকেও সাড়া মেলেনি। তিনি তাঁর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে চিঠিতে লিখেছেন, 'আমি শারীরিক প্রতিবন্ধী। সরকারি তিন চাকার রিকশা নিয়ে চলাফেরা করি। আমি ও আমার বিধবা দিদি আপনার দেওয়া র‍্যাশনের দ্রব্যাদি ও ভাতার টাকায় কোনওরকমে বেঁচে আছি মাত্র। আমি ভীষণ অসহায় ও গরিব মানুষ। কোনও কাজ না পাওয়ায় আমি হতাশায় ভুগছি। সংসারের যে খরচ তা জোগাড় করা আমার মতো শারীরিক প্রতিবন্ধীর পক্ষে কোনওমতেই সম্ভব হচ্ছে না।'

তিনি চিঠিতে লিখেছেন, '২০২১ ও ২০২২ সালে চাকরি নিয়ে আমি চিঠি দিয়েছিলাম। আমি বাংলায় এমএ, বিএড। এমএ পাশ করেও আমি চাকরি পাইনি।' তবে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রেখে তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হলে সমস্যার সমাধান হবে বলে আমি আশা করি। কিন্তু পুলিশ আমাকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছ পর্যন্ত পৌঁছোতে দিল না।'

সিবিআই স্ক্যানারে গ্রুপ-সি কর্মীরা

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে গতি বাড়াতে তেড়েফুঁড়ে ময়দানে নামল সিবিআই। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের থেকে গ্রুপ সি কর্মীদের নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য চাইল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সিবিআইয়ের চিঠি পেয়েই পর্ষদ শনিবারের মধ্যে সমস্ত জেলা পরিদর্শককে সংশ্লিষ্ট জেলার স্কুলগুলির গ্রুপ সি কর্মীদের তথ্য পাঠানোর নির্দেশ দেয়।

নভেম্বরেই সুপ্রিম কোর্ট সিবিআইকে নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তির জন্য ডেডলাইন স্থির করে দেয়। শীর্ষ আদালত জানায়, ২ মাসের মধ্যে সিবিআইকে নিয়োগ সংক্রান্ত তদন্ত শেষ করতে হবে। ৬ মাসের মধ্যে এই বিষয়ক মামলার শুনানি শেষ করতে হবে। ফলে দ্রুত তদন্ত শেষ করতে চাইছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাই গ্রুপ সি কর্মীদের নিয়োগ সংক্রান্ত নথি পর্ষদের থেকে চেয়ে পাঠানো হয়েছে। সূত্রের খবর, জেলা পরিদর্শকরা স্কুলগুলির প্রধান শিক্ষকদের চিঠি পাঠিয়ে গ্রুপ সি কর্মীদের তথ্য চায়। তথ্য পাওয়ার পরই তা যাচাই করে দেখছেন পরিদর্শকরা। এরপর পর্ষদের কাছে সেই তথ্য পাঠানো হবে।

পুলিশের 'প্রেমপত্র' পেয়েছেন মিহির

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : বিধানসভায় জাতীয় সংগীতের অবমাননা মামলায় এবার বিজেপি বিধায়ক মিহির গোস্বামীকে তলব করা হয়েছে লালবাজারে। পুলিশি তলবের এই চিঠিকে 'প্রেমপত্র' বলে কটাক্ষ করেছেন কোচবিহারের নাটাবাড়ির বিধায়ক। তিনি বলেন, 'পুলিশের প্রেমপত্র পেয়েছি।'

বিধানসভার স্পিকারের কাছে বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে জাতীয় সংগীতের অবমাননার অভিযোগ করে তৃণমূল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ৫ ডিসেম্বর বেলা ১ টায় লালবাজারের দুর্নীতি দমন শাখায় হাজিরা দিতে হবে তাঁকে। পুলিশের এই চিঠি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমাকে পুলিশ নোটিশ পাঠায়নি। মমতার চটি চাটা কিছু পুলিশ চাকরের মতো মালিককে সন্তুষ্ট রাখার জন্য আমাকে এই নোটিশ পাঠিয়েছে। মমতার সরকারের অবস্থা এখন জলাতঙ্ক রোগীর মতো হয়েছে। জলাতঙ্ক রোগীরা যেমন জল দেখে ভয় পায়, তেমনি ওরাও বিজেপিকে দেখে ভয় পাচ্ছে।' জাতীয় সংগীত অবমাননা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বিজেপি একটি জাতীয়তাবাদী দল। জাতীয় সংগীতের অবমাননা করার কথা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। তৃণমূলের থেকে জাতীয় সংগীতের সম্মান করা আমরা শিখব না। ওরা তো জাতীয় সংগীত ভুলভাল গায়। ওরা আবার আমাদের কী শেখাবে?'

মিহির বলেন, 'এই স্বৈরাচারী তৃণমূল সরকার নিজেদের দুর্নীতি ঢাকার জন্য পদ্ম বিধায়কদের পুলিশকে দিয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে। দুর্নীতিদমন শাখার ডাকে আমি একটুও ভীত নই। যেহেতু ডেকেছে তাই যাব দেখা করতে।'

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নলহাটির শিশুকন্যা

রামপুরহাট, ২ ডিসেম্বর : ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম তুলে তাক লাগাল বীরভূমের নলহাটি পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের অশোকপল্লির সমর্পিতা মণ্ডল। এই খুদের বয়স প্রায় আড়াই বছর।

মাত্র এই বয়সেই সে সরস্বতী ও কৃষ্ণ মন্ত্র সহ বিভিন্ন সংস্কৃত মন্ত্র বলতে পারদর্শী। এছাড়া তার মুখস্থ ইংরেজি এবং বাংলার একাধিক ছড়া। বাবা-মা মেয়ের এই প্রতিভা দেখে অনলাইনে আবেদন করেন ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে। তাদের নিয়ম মেনে পাঠানো হয় সব তথ্য। এরপর অনলাইনে মেয়ের প্রতিভার পরীক্ষা নেয় ওই সংস্থা। তারপরই ২০২৩ ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম নথিভুক্ত হয়।

সম্প্রতি সংস্থার তরফে পদক, শংসাপত্র পাঠানো হয় নলহাটির মণ্ডলবাড়িতে। ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসের শংসাপত্র পেয়ে উচ্ছ্বসিত পরিবার। বিষয়টি জানাজানি হতেই অশোকপল্লির মণ্ডলবাড়িতে ভিড় জমাচ্ছেন মানুষ।

বাস মালিকদের দাবি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : সরকার বাস ভাড়া না বাড়ালেও বেসরকারি বাসে দীর্ঘদিন ধরেই বাড়তি ভাড়া নেওয়া চলছে। কিন্তু সরকারি বাসে নেওয়া হচ্ছে পুরনো ভাড়াই। এই নিয়ে রাস্তাঘাটে ঝামেলাও কম হচ্ছে না। এবার বাস মালিকরা নতুন দাবি তুললেন। তাঁদের দাবি, যাত্রীরা যে বাস ভাড়া মেনে নিয়েছে সরকারিভাবে সেই ভাড়ার হারই মেনে নিক রাজ্য সরকার। ঝামেলা এড়াতে এখন বাস মালিকরা এটাকেই সমস্যা সমাধানের উপায় বলে মনে করছেন।

এই মুহূর্তে রাজ্যজুড়ে কলকাতা সহ জেলায় জেলায় বিভিন্ন রুটে বেসরকারি বাস ও মিনিবাস তাদের ইচ্ছেমতো ভাড়া নিচ্ছে। সরকার নির্ধারিত 'রেট চার্ট' অধিকাংশ রুটের বাস ও মিনিবাসে থাকছে না। পরিবহণ দপ্তরও এই নিয়ে প্রায় নীরব দর্শকের ভূমিকায়। আদালত এ ব্যাপারে চাপ দিলেও তা সঠিকভাবে কার্যকর হচ্ছে না। ফলে নিত্যযাত্রীরা বাধ্য হয়ে বেসরকারি বাস ও মিনিবাসের দাবিমতো ভাড়া দিয়েই যাতায়াত করছেন। পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী অবশ্য বলেছেন, 'আদালতের নির্দেশ মতো বাসে ভাড়ার চার্ট টাঙাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটা বাধ্যতামূলক। সবাইকে ভাড়ার নির্ধারিত চার্ট টাঙাতেই হবে। কেউ কোথাও বেশি ভাড়া নিয়ে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করলে আমরা কড়া ব্যবস্থা নেব।'

মন্ত্রী ও তাঁর দপ্তর এই ব্যাপারে সব দায় পরোক্ষভাবে এড়িয়ে গেলেও পরিস্থিতির এখনও কোনও পরিবর্তন হয়নি। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় চার্ট ছাড়াই বেশি ভাড়া দিয়ে যাত্রীদের যাতায়াত করতে হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে অবশ্য পরিস্থিতি একেবারেই উলটো। সেখানে বেসরকারি বাস-মিনিবাসে অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে যাত্রীদের যেতে হচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গ বেসরকারি বাস ও মিনিবাসের মালিক সংগঠনের পক্ষে রাহুল চট্টোপাধ্যায় শনিবার বলেন, 'দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গের বেসরকারি বাস-মিনিবাস মালিকরা বেশি মার খাচ্ছেন। তাঁরা যাত্রীদের কাছ থেকে বেশি ভাড়া নিতে পারছেন না। সেই সুযোগও নেই। কারণ, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বেসরকারি বাস-মিনিবাস সমসংখ্যক সরকারি বাস চলছে। যাত্রীরা সেখানে বেশি ভাড়া দিয়ে বেসরকারি বাসে যাবেন কেন? সেজন্য লোকসান হচ্ছে বেসরকারি বাস মালিকদের।'

তিনি আরও বলেন, 'এই অবস্থায় আমরা এখন চাইছি বেসরকারি বাস ও মিনিবাসে যে বাড়তি ভাড়া মেনে নিয়ে যাত্রীরা যাতায়াত করছেন, সরকারও তা মেনে নিক।'

হাতে নয়, মেশিনেই কাটা হচ্ছে ধান। সুন্দরবনে ধান কাটতে আধুনিক প্রযুক্তি। ছবি : অভীক পুরকাইত

খাঁচায় মাছ চাষে সাফল্য

মুকুটমণিপুর, ২ ডিসেম্বর : রাজ্যের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী ১৬ মে মুকুটমণিপুর জলাধারে খাঁচায় মাছ চাষের সূচনা করেছিলেন। শনিবার সেই মাছগুলো বাজারজাতকরণের জন্য দরপত্র ডাকলেন মন্ত্রী। তিনি জানান, মোট ৩২টি খাঁচাতে ২৬০০ চারা মাছ পালন করা হয়েছে। মাছগুলির দৈর্ঘ্য ছিল চার থেকে ছয় সেন্টিমিটার। বর্তমানে এই মাছ গুলির ওজন হয়েছে ৫০০ থেকে ৬০০ গ্রাম। মাছগুলোকে দেখভালের জন্য ৩০ জন যুবককে প্রশিক্ষণ দিয়ে পরিচর্যার বরাত দেওয়া হয়েছিল। প্রথম চেষ্টাতেই এই সাফল্য আসায় আগামী দিনে এভাবে মাছ চাষকে সারা রাজ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার কথা তিনি জানিয়েছেন।

বোল্লায় 'মানতকালী'। শনিবার ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

ভস্মীভূত বাইক ও গোটা বাড়ি

মানিকগঞ্জ, ২ ডিসেম্বর : আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল বাইক সহ একটি বাড়ি। শনিবার রাতে এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় খারিজা বেরুবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘুঘুডাঙ্গার দাসপাড়া এলাকায়। বাড়ির মালিক ললিত দাস বলেন, 'বাড়িতে বৌমা রান্না করার সময় হঠাৎ প্রথমে রান্নাঘরে আগুন লেগে যায়। মুহূর্তে সেই আগুন রান্নাঘর থেকে শোওয়ার ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। শোওয়ার ঘরের বারান্দায় রাখা বাইকটিতেও আগুন লেগে যায়।' প্রতিবেশিরা আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় হলদিবাড়ি দমকল বিভাগের একটি ইঞ্জিন ও মানিকগঞ্জ আউট পোস্টের পুলিশ বাহিনী। দমকলকর্মীরা আগুন যতক্ষণে নেভায়, ততক্ষণে ভস্মীভূত হয়ে যায় পুরো বাড়িটি। শীতের কাপড়, গুরুত্বপূর্ণ নথি, মজুদ খাবার, পরনের কাপড় সব আগুনের গ্রাসে ছাই হয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন জলপাইগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মেহবুবুর রহমান পাপ্পু। পরিবারটিকে ত্রাণ দেওয়ার পাশাপাশি পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি। ললিত দাস বলেন, 'সর্বস্ব খুইয়ে পথে বসে গেলাম। এমন শীতে খোলা আকাশের নীচে রাত কাটানো ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।'

সকালে কম্পন উত্তরবঙ্গে

শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তরবঙ্গ। শনিবার সকাল ৯টা ৬ মিনিটে শিলিগুড়ি সহ গোটা উত্তরবঙ্গেই কম্পন অনুভূত হয়। কম্পনের তীব্রতা ছিল ৫.৬ রিখটার স্কেল। উৎপত্তিস্থল ছিল বাংলাদেশে। তবে ভূপৃষ্ঠের ৫৫ কিমি নীচে কম্পনের উৎপত্তিস্থল হওয়ায় তা কম অনুভূত হয়েছে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় বহুতলে বসবাসকারী কিছু বাসিন্দা কম্পন বেশি অনুভূত করেছেন।

বিয়ের ২২ দিনে তরুণীর মৃত্যু

প্রথম পাতার পর

তবে ওরা বিয়ে করেছিল কি না সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। পুষ্পাকে বাড়ি আনতে গেলেও সঞ্জয় ও তাঁর পরিবার ওকে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে দেয়নি। শ্বাসরোধ করে পুষ্পাকে খুন করা হয়েছে।' পুষ্পার বাবা ইন্দ্রমোহন রায়ের বক্তব্য, 'হাসপাতালে গিয়ে মেয়ের নিথর দেহ দেখি। দেহে ক্ষতের চিহ্ন ছিল। গলার ফাঁসের দাগটা অন্যরকম লাগল। ধৃতের কড়া শাস্তি চাই।'

অন্যদিকে সঞ্জয়ের বাবা রমেশ রায় বলেন, 'এদিন সন্ধ্যায় সকলে মাঠে ধানের কাজ করছিলেন। পুত্রবধূ ফাঁকা বাড়িতে দরজা বন্ধ করে ওর ঘরে ছিল। অনেক ডাকাডাকি করেও ওর কোনও সাড়া মেলেনি। পরে ঘরের বেড়া দিয়ে দেখা যায়, পুষ্পা গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ওর ঘরে ঝুলছে। তড়িঘড়ি ওকে উদ্ধার করে হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।' সঞ্জয়ের প্রতিবেশীদের দাবি, ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করা সঞ্জয়ের পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। পুষ্পা তুলনামূলক সচ্ছল পরিবারে বড় হয়েছিলেন। নতুন পরিবারে এসে মানিয়ে নিতে না পারাতেই এমন ঘটনা ঘটতে পারে বলে প্রতিবেশীরা মনে করছেন।

আবহাওয়া
রবিবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	৩১.০	২১.০
শিলিগুড়ি	৩০.০	১৫.০
জলপাইগুড়ি	৩০.০	১৩.০
কোচবিহার	৩০.০	১৩.০
আলিপুরদুয়ার	৩০.০	১৩.০
মালদা	৩০.০	১৬.০
রায়গঞ্জ	২৯.০	১৫.০
গ্যাংটক	২০.০	৯.০

বৈদেশিক বাণিজ্যের দুই ছবি উত্তরের তিন জেলায়

সোমবার রপ্তানি বন্ধ ফুলবাড়ি, চ্যাংরাবান্ধায়

গৌতম সরকার

চ্যাংরাবান্ধা, ২ ডিসেম্বর : সোমবার অর্থাৎ ৪ ডিসেম্বর কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্ধা ও জলপাইগুড়ি জেলার ফুলবাড়ি সীমান্ত দিয়ে ভারত-বাংলাদেশ এবং ভুটান-বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্য পুরোপুরি বন্ধ রাখার ডাক দিল ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংগঠন। রাজ্য সরকারের সুবিধা পোর্টাল সিস্টেমে বর্তমানে ট্রাকপিছু যে রাজস্ব জমা নেওয়া হয়, সেটা কমানোর দাবিতেই দুই স্থলবন্দর দিয়ে রপ্তানি বন্ধ রেখে প্রতিবাদ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংগঠনগুলো।

এই ইস্যুতে আলোচনা করতে শনিবার সন্ধ্যায় চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তের কাছে অতিথিনিবাসে বৈঠকে বসেছিলেন দুই স্থলবন্দরের ব্যবসায়ী, ট্রাক মালিক সমিতি এবং সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা। বৈঠক শেষে তাঁরা বৈদেশিক বাণিজ্য বন্ধ রেখে আন্দোলনের কথা জানান।

সেখানে উপস্থিত ছিলেন চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ইদু সদাগর, সভাপতি বিমলকুমার ঘোষ, ফুলবাড়ির সম্পাদক জামির বাদশা, চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক মালিক সমিতির সম্পাদক আব্দুল সামাদ, সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিকাশ সাহা, গোপাল সাহা প্রমুখ। তাঁরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, সোমবার কোনও পণ্য বাংলাদেশে পাঠানো হবে না। তারপরও পদক্ষেপ না করা হলে, বৃহত্তর অন্দোলনে নামা হবে।

কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে পণ্য রপ্তানিতে ট্রাক পিছু রাজস্ব জমা করতে হয় সরকারি খাতে। প্রতি ট্রাকে পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকা অবধি এই রাজস্ব দিতে হয়। রিভার স্টোন বোল্ডারের ক্ষেত্রে ছয়চাকার ট্রাকে পাঁচ হাজার এবং দশচাকার ট্রাকে দশ হাজার টাকা ধার্য করা হয়েছে। তবে অন্য পণ্যের জন্য এই দর কিছুটা বেশি। বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িতরা সেই রাজস্বের পরিমাণ পাঁচ থেকে কমিয়ে দুই হাজার, দশ থেকে কমিয়ে পাঁচ হাজার করার আর্জি জানিয়েছেন।

কী অভিযোগ

বর্তমানে বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থা খুব একটা স্বস্তিদায়ক নয়। এই পরিস্থিতিতে সুবিধা পোর্টালের রাজস্ব কমানো উচিত। বাড়তি খরচ বহন করতে গিয়ে নাজেহাল হচ্ছেন ব্যবসায়ীরা।

তাঁদের বক্তব্য, বর্তমানে বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থা খুব একটা স্বস্তিদায়ক নয়। এই পরিস্থিতিতে সুবিধা পোর্টালের রাজস্ব কমানো উচিত। বাড়তি খরচ বহন করতে গিয়ে নাজেহাল হচ্ছেন ব্যবসায়ীরা।

চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশনের সম্পাদক ইদু সদাগর জানালেন, এদিন ফুলবাড়ি ও চ্যাংরাবান্ধা দিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করা হল। সেখানে সোমবার রপ্তানি পুরোপুরি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ট্রাক মালিক সমিতির সম্পাদক আব্দুল সামাদের কথায়, 'আমরা বাধ্য হয়েই আন্দোলনের পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

চ্যাংরাবান্ধায় বৈঠকে ব্যবসায়ী ও ট্রাক মালিক সমিতির সদস্যরা। শনিবার।

ভুটানের দরজা খোলা ২৪ ঘণ্টা

জয়গাঁ, ২ ডিসেম্বর : ২৪ ঘণ্টার জন্য খোলা থাকবে ভারত-ভুটান সীমান্তের জয়গাঁ-২ নম্বর গেট। ফলে চওড়া হাসি ফুটল ব্যবসায়ীদের মুখে। ভুটান সরকারের তরফে গত ২৯ নভেম্বর রাতে দেওয়া একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ডিসেম্বর থেকে ২৪ ঘণ্টার জন্য বাণিজ্যপথ খোলা থাকবে। অর্থাৎ, বৌবাজারে অবস্থিত জয়গাঁ-২ নম্বর গেট এবং পাশাখা সীমান্তে অবস্থিত অপর গেটটিও ২৪ ঘণ্টাই খোলা থাকবে। আগে গেট দুটি খোলা থাকত সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টা অবধি। এখন রাতেও চলাচল করতে পারবে পণ্যবাহী গাড়ি।

এই ঘোষণায় উচ্ছ্বসিত ব্যবসায়ী মহল। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল ওই গেট দুটি দিয়ে প্রতিদিন প্রায় চারশো গাড়ি ভুটানে ঢোকে। উভয় গেটেই গাড়িগুলি চেকিংয়ের দায়িত্বে রয়েছেন শুল্ক দপ্তরের কর্মী ও এসএসবি'র জওয়ানরা। তার মধ্যে জয়গাঁর দুই নম্বর গেট দিয়ে প্রায় শ'দেড়েক গাড়ি ঢোকে। বাকি গাড়ি চলাচল করে অন্য গেট দিয়ে। এবার সেই সংখ্যাটা অনেকটাই বাড়বে। ফলে ভুটানে পণ্য পৌঁছাতে দেরি হবে না বলে ব্যবসায়ীরা আশাবাদী।

জয়গাঁর ব্যবসায়ী রমেশ জয়সওয়াল জানান, 'প্রথম প্রথম গাড়ির সংখ্যা যে খুব একটা বাড়বে, তেমনটা আমি মনে করি না। যেখানে এতদিন ১৫০টা গাড়ি যেত, সেখানে আরও ১০টা গাড়ি হয়তো বেশি যাবে। আবার সেদিক থেকে আসা গাড়ির সংখ্যাও বাড়বে।' তবে রমেশ সহ অন্য ব্যবসায়ীদের আশা, সময়ের বিধিনিষেধ উঠে যাওয়ায়, যত দিন যাবে তত গাড়ির সংখ্যা আরও বাড়বে।

সম্প্রতি ভুটানের ফুন্টশোলিং শহরে ভুটান প্রশাসনের আধিকারিক, পুলিশ এবং এসএসবি'র বৈঠক হয়েছিল। সেখানেই বাণিজ্যিক গেটটি ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ভুটানের তরফে এর আগেও বাণিজ্যিক গেট ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখার বিষয়ে ভুটানের প্রশাসনিক আধিকারিকদের তরফে জয়গাঁ ডেভেলপমেন্ট অথরিটির (জেডিএ) অফিসে বেশ কয়েকবার বৈঠক হয়। এই বিষয়ে জেডিএ'র আধিকারিক ভূষণ শেরপা বলেন, 'ভুটান প্রশাসনিক আধিকারিকরা যখনই বৈঠক করতে চেয়েছেন তখনই আমি জেলা প্রশাসনের কাছে বিষয়টি জানিয়ে বৈঠকের আয়োজন করেছি। তবে গেট খোলা রাখার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে ভুটানের। এর ফলে জয়গাঁর যানজট কিছুটা কমবে বলে আশা করছি।'

আশাবাদী ব্যবসায়ী সংগঠনও। কালচিনি ব্লক চেম্বার অফ কমার্সের সাধারণ সম্পাদক রাকেশ পান্ডে বলেন, 'ভুটানের দেওয়া বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে জেনেছি। সরকারি প্রোটোকল মেনেই ব্যবসায়ীদের পণ্যবাহী গাড়ি ভুটানে ঢুকত। ফলে অনেক সময়ই নির্দিষ্ট দিনের এক-দু'দিন পর পণ্য পৌঁছাত। তবে এবারে ২৪ ঘণ্টা গেট খোলা থাকলে এমন পরিস্থিতি আর হবে না আশা করছি।'

বিধি বদল

- আগে গেট দুটি খোলা থাকত সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টা অবধি
- নয়া সিদ্ধান্তের পর গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা
- জয়গাঁর যানজট কমবে বলে আশাবাদী প্রশাসন
- আধার কার্ড ব্যবহার করেও এবার ঢোকা যাবে ভুটানে
- তবে ফুন্টশোলিং ছাড়া অন্য জায়গায় যেতে বাধ্যতামূলক ভোটার কার্ড বা পাসপোর্ট

অন্যদিকে, ভুটানের বাণিজ্যিক গেটটি ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখার বিষয়ে কিছুটা অস্বস্তিতে জয়গাঁ কাস্টমস। কারণ ভুটানের তরফে কাস্টমসের কোনও আধিকারিককে বৈঠকে ডাকা হয়নি। এমনকি, ভারত সরকারের তরফে কাস্টমস কর্মী ও আধিকারিকরা কোনও নির্দেশ পাননি। এছাড়া, কর্মী কম থাকায় ২৪ ঘণ্টা কাজ চালিয়ে যাওয়া কীভাবে সম্ভব হবে তা তাঁরা বুঝতে পারছেন না।

আরেকটি নিয়মেও বদল এনেছে ভুটান সরকার। আগে ভারতীয় ব্যবসায়ী ও পর্যটকরা ভোটার কার্ড কিংবা পাসপোর্ট দেখিয়ে ভুটানে প্রবেশ করতে পারতেন। এবার থেকে আধার কার্ডও ব্যবহার করা যাবে। তবে শুধুমাত্র ফুন্টশোলিং শহর পর্যন্ত এই আধারের বৈধতা থাকবে। ভুটানের অন্য জায়গাগুলিতে ঢুকতে হলে ভোটার কার্ড অথবা পাসপোর্ট দেখাতে হবে।

জয়গাঁর কাছে পাশাখাগামী রাস্তায় সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে ট্রাক।

রেলের পরিত্যক্ত আবাসনে উদ্ধার চুরি যাওয়া সামগ্রী

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : ১৯ নভেম্বরে অশোকনগরের চুরির ঘটনায় দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ওই মাসেরই ২৮ তারিখ। তাদের হেপাজতে নিয়ে জেরা করতেই রেলের পরিত্যক্ত আবাসন থেকে শুক্রবার উদ্ধার হল চুরি যাওয়া সামগ্রী। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তদের জেরা করে শহরের নর্থ কলোনির ওই পরিত্যক্ত আবাসন থেকে নগদ আটচল্লিশ হাজার টাকা ও বেশ কিছু সোনার গহনা উদ্ধার হয়। এই ঘটনার পর আবাসনগুলো নিয়ে স্থানীয়দের নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কা আরও জোরালো হচ্ছে।

পুজোর আগে বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটায় সেসময় বিষয়টি নিয়ে রেলের সঙ্গে কথা বলার আশ্বাস দিয়েছিল শিলিগুড়ি পুরনিগম ও ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত। একই আশ্বাস দিয়েছিলেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ও। কিন্তু কোনও পক্ষই যে বিষয়টি নিয়ে উদ্যোগ নেয়নি, তা এদিনের ঘটনায় স্পষ্ট। কারণ পরিস্থিতির তেমন কোনও বদল ঘটেনি।

যা নিয়ে নতুন করে রেলের ঘাড়েই দায় চাপিয়েছে পুরনিগম। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের অভিযোগ, 'বহুবার রেলকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। কিন্তু রেল কোনও পদক্ষেপ করেনি।' এই ঘটনায় অনেকেই মনে করছেন, রেল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকায় রাজ্য সরকারি দলের কথা শুনছে না। সেক্ষেত্রে বিজেপির জনপ্রতিনিধিরা বললে কাজ হতে পারে। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের সাফাই, 'পুজো ও বিভিন্ন উৎসব গেল এতদিন। তাই কথা বলা হয়ে ওঠেনি। সামনে বিধানসভার অধিবেশন রয়েছে। ফিরে এসে কথা বলব।' একইরকমভাবে তৃণমূল পরিচালিত ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতও এই বিষয়ে রেলের কাছে দরবার করবে বললেও শেষপর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি বলে পঞ্চায়েত সূত্রে খবর। নর্থ কলোনির বাসিন্দা সুনীল যাদবের কথায়, 'বিভিন্ন মহলের অনীহার কারণে ভুক্তভোগী হচ্ছি আমরা।' একই মত সাউথ কলোনি, গার্ড কলোনির বাসিন্দাদেরও। যদিও এই প্রসঙ্গে রেলের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

এর আগে এই আবাসনগুলোতে অবৈধ কারবার হচ্ছে বলে সোচ্চার হয়েছিলেন এলাকার বাসিন্দাদের অনেকেই। উত্তরবঙ্গ সংবাদে একাধিকবার সেই খবর প্রকাশিত হয়। সেসময় আশ্বাস মিললেও শেষপর্যন্ত কোনও সমাধানই বেরোয়নি। স্থানীয়দের অভিযোগ, বর্তমানে অপরাধের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠেছে ওই আবাসনগুলি। ১৯ নভেম্বর শিলিগুড়ির অশোকনগরের এক বাসিন্দার বাড়ি থেকে বেশ কয়েকটি সামগ্রী চুরি হয়। অভিযোগ দায়ের হতেই তদন্তে নামে পুলিশ। তারপর ২৮ নভেম্বর শহরের প্রধাননগর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় দুজনকে। আদালতে তোলা হলে তাদের চারদিনের হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। শনিবার উদ্ধার করা চোরাই সামগ্রী মালিকদের হাতে তুলে দেয় পুলিশ।

চুরি উপাখ্যান

- অশোকনগরের এক বাসিন্দার বাড়িতে চুরি হয় ১৯ নভেম্বর
- ২৮ নভেম্বর দুই অভিযুক্ত পুলিশের জালে ধরা পড়ে
- তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করার পর শুক্রবার উদ্ধার হয় চোরাই সামগ্রী
- নর্থ কলোনিতে রেলের পরিত্যক্ত আবাসন থেকে উদ্ধার হয় নগদ টাকা ও সোনার গয়না

বন সহায়ককে মারধর

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২ ডিসেম্বর : অসুস্থতার জন্য অফিসে একদিন অনুপস্থিত থাকায় এক বন সহায়ককে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল বিট অফিসারের বিরুদ্ধে। আক্রান্ত বন সহায়ক বর্তমানে মালদা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন। সমস্ত ঘটনা জানিয়ে ওই বিট অফিসারের বিরুদ্ধে পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বন সহায়কের স্ত্রী।

যদিও সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন বিট অফিসার। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

মানিকচক থানার জোতপাট্টা রামনগর এলাকার বাসিন্দা সুকুমার মণ্ডল। তিনি পুরাতন মালদায় হালনায় বন সহায়ক পদে কর্মরত। সুকুমারবাবুর স্ত্রী মমতা মণ্ডল পুলিশি অভিযোগপত্রে জানান, তাঁর স্বামী অসুস্থতার কারণে একদিন ডিউটিতে যেতে পারেননি। ২৩ তারিখ বিট অফিসার স্বামীকে ফোন করে ডিউটিতে যোগ দিতে বলেন। স্বামী বিকেল চারটে নাগাদ সেখানে গেলে বিট অফিসার স্বামীকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকেন। এর প্রতিবাদ করলে বিট অফিসার বাঁশ দিয়ে তাঁর স্বামীকে মারধর করতে শুরু করেন। অফিসারের অত্যাচারে স্বামী অজ্ঞান হয়ে যান। খবর পেয়ে তিনি স্বামীকে উদ্ধার করে যাত্রাডাঙ্গা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানকার চিকিৎসক স্বামীকে সঙ্গে সঙ্গে মালদা মেডিকেলে রেফার করে। সেই সন্ধেয় তিনি স্বামীকে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করেন।

মালদায় অভিযুক্ত বিট অফিসার

সুকুমারবাবুর বক্তব্য, 'আমার বাড়ি মানিকচকে। পোস্টিং পুরাতন মালদার যাত্রাডাঙ্গার হালনা এলাকায়। গত ২১ তারিখ আমার নাইট ডিউটি ছিল। অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও সেদিন রাতে আমি ডিউটি করে পরদিন সকালে বাড়ি ফিরি। সেদিনই সকাল ১০টা নাগাদ বিট অফিসার আমাকে ফোন করেন। অশ্রাব্য গালিগালাজ করে জানতে চান আমি কোথায় আছি? আমি জানাই, আমার শরীর ভালো নেই। আমি বাড়িতে রয়েছি। তখন উনি আমাকে বিট অফিসে ডাকেন। আমি জানাই, স্যর আমি আগামীকাল যাচ্ছি, আজ শরীর ভালো নেই। ২৩ তারিখ বিকেল চারটে নাগাদ স্ত্রীর সঙ্গে আমি বিট অফিসে যাই। স্ত্রীকে গেটের বাইরে রেখে অফিসে ঢুকি। বিট অফিসার প্রদীপকুমার গোস্বামী জানতে চান, আমি গতকাল কেন ডিউটিতে আসিনি? আমি আবার জানাই, শরীর খারাপ থাকায় আমি আসতে পারিনি।'

তিনি আরও বলেন, 'এরপরেই অফিসের একজন ক্লার্ককে লাঠি আনতে বলেন প্রদীপবাবু। এরপর লাঠি নিয়ে তিনি আমাকে মারধর শুরু করেন। সঙ্গে চলে অশ্রাব্য গালিগালাজ। অসুস্থ শরীরে সেই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। বর্তমানে আমি মালদা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন। সমস্ত ঘটনা জানিয়ে আমার স্ত্রী ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।'

এনিয়ে অভিযুক্ত প্রদীপবাবু বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হয়েছে তা পুরোপুরি ভিত্তিহীন। ঘটনার তদন্তে আমি সবরকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। আমি নিজেও ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করছি।'

নাবালিকার গর্ভপাত, ধৃত ১

আলিপুরদুয়ার, ২ ডিসেম্বর : নাবালিকাকে বিয়ে ও তারপর জোরপূর্বক তার গর্ভপাত করানোর অভিযোগে শনিবার এক যুবককে গ্রেপ্তার করল আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ। আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনিন্দ্য ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, এদিন ধৃতকে আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

এদিন ওই নাবালিকার ডাক্তারি পরীক্ষা হয়। সে বলল, 'দশম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার পরই বিয়ে হয়েছিল। শ্বশুরবাড়িতে মারধর করা হত। এমনকি গর্ভপাতও করানো হয়। শুক্রবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। তদন্ত করে দোষীর শাস্তি দেওয়া হোক।' চলতি বছরের প্রথমদিকে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের দশম শ্রেণির ছাত্রীর সঙ্গে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের এক যুবকের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এরপর মার্চ মাস নাগাদ বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে দুজন। যুবক নাবালিকাকে নিয়ে নিজের বাড়িতে গিয়ে ওঠে। ছাত্রীর অভিযোগ, গর্ভবতী হওয়ার পর থেকেই তার ওপর মানসিক অত্যাচার শুরু করে তার স্বামী।

সাইলি বাগানে স্বাস্থ্য পরীক্ষা

নাগরাকাটা, ২ ডিসেম্বর : কর্মসূত্রে উত্তরবঙ্গে ছিলেন দীর্ঘদিন। সেই সূত্রেই এখানকার মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা। পরে চাকরিতে বদলি হলেও ভোলেননি উত্তরবঙ্গকে। এখনও একটু ফুরসত পেলেই ছুটে আসেন এখানে। এবারে নিজের কাজের ফাঁকে ডুয়ার্সের চা শ্রমিকদের চিকিৎসা পরিষেবা দিতে এগিয়ে এসেছেন ডোমকল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সার্জন ডাঃ সন্দীপ দাস রায়।

শনিবার থেকে তিনি নাগরাকাটার নয়া সাইলি চা বাগানকে দিয়ে তাঁর কর্মসূচিটি শুরু করেছেন। একাজে তাঁকে সহযোগিতা করছেন নাগরাকাটা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পিনাকী সরকার।

এদিন ওই বাগানটিতে বিনামূল্যে শতাধিক শ্রমিকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। এরপর তিনি চিকিৎসা করবেন ডুয়ার্সের ক্লথ ম্যান হিসেবে পরিচিত সাজু তালুকদারের হাতে গড়া অনাথ ও দুঃস্থদের আশ্রয়গৃহ হেভেন শেলটার হোম ও বীরপাড়ার নাংডালা চা বাগানে। ডাঃ সন্দীপের কাজের প্রশংসা করেছেন বাগান মালিক ও বাগানের শ্রমিক নেতারা।

কলেজে মোদির নামে সেলফি পয়েন্ট

প্রথম পাতার পর

উদ্যোগ বলে তাঁদের ধারণা। যদিও এক ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ মনে করেন, ইউজিসি'র চিঠিটিকে নির্দেশিকা না বলে প্রস্তাব বলা ভালো। এমন প্রস্তাব প্রায়ই দিয়ে থাকে। তাতে কর্ণপাত করার প্রয়োজন নেই বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ কর্তৃপক্ষের।

সেলফি জোন তৈরি সংক্রান্ত নির্দেশটিতে স্বাক্ষর আছে ইউজিসি'র সেক্রেটারি মণীশ যোশির। চিঠিতে সেলফি পয়েন্টের পিছনে মোদির নানা সময়ের ও নানা ভঙ্গির ছবি, কাটআউট পশ্চাৎপটে রাখতে বলা হয়েছে। এজন্য জোর দেওয়া হয়েছে বিশেষত জি২০ সম্মেলন, চাঁদে অভিযানের সময় প্রধানমন্ত্রীর ছবি রাখার ওপর। শুধু পড়ুয়া নয়, সেলফি তুলতে উৎসাহ দিতে বলা হয়েছে শিক্ষক, এমনকি অতিথিদের। সেলফি পয়েন্ট নির্মাণে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা বাছাইয়ের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। সেলফি পয়েন্টের একটি নকশার লিংকও দেওয়া হয়েছে ইউজিসি'র নির্দেশিকার সঙ্গে।

কয়েকদিন আগে মহারাষ্ট্রের সরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে পাঠানো এরকম একটি নির্দেশিকায় ইউজিসি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের নেতা দত্তাজি দিদোলকারের জন্ম শতবর্ষ পালন করতে বলেছিল। শিবসেনার উদ্ধবগোষ্ঠী প্রতিবাদ করে বলেছিল, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দিদোলকারকে শ্রদ্ধা জানাতে তাদের আপত্তি নেই। কিন্তু সেটা সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নয়, করা উচিত আরএসএস বা এবিভিপি'র।

ইউজিসির সেলফি-নির্দেশিকার বিরোধিতায় সরব বিভিন্ন বিজেপি বিরোধী দল। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, 'আমাদের সেলফিপ্রবণ ও আত্মকেন্দ্রিক প্রধানমন্ত্রী হারার ভয়ে এতটাই ভীত যে আত্মপ্রচারের কোনও সুযোগ ছাড়তে চাইছেন না। নিজের বিবর্ণ ভাবমূর্তির উজ্জ্বলতা ফেরাতে তিনি এখন সেলফিকে হাতিয়ার করেছেন।' মোদিকে ফোটোমন্ত্রী বলে কটাক্ষ করেন তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন। তাঁর বক্তব্য, 'প্রিয় ফোটোমন্ত্রী, আপনি কি জানেন, ইউজিসি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে পশ্চাৎপটে আপনার ছবি দিয়ে সেলফি পয়েন্ট তৈরি করতে বলেছে?'

সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'জীবনে যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ করতে পারলেন না, তাঁর সঙ্গে ছবি তোলার জন্য সেলফি পয়েন্ট করার নির্দেশ কখনও ইউজিসি'র কাজ হতে পারে না। এটা নাৎসি মনোভাব। ঠিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো।' তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদারের বক্তব্য, 'আত্মনির্ভর ভারত নয়, এই সিদ্ধান্তে মোদিজি আত্মপ্রচারের ভারত গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন।'

ফলের আগেই ছক কষা শুরু ৫ রাজ্যে

প্রথম পাতার পর

বিআরএস-কংগ্রেসের মধ্যে এই স্নায়ুর লড়াই দেখে রিসর্ট রাজনীতি ফিরে আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে তেলেঙ্গানায়। মাঝে ১৫ মাস বাদ দিলে ২০০৫ থেকে একটানা মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সরকারকে সরাতে মরিয়া কংগ্রেস।

বেশিরভাগ বুথফেরত সমীক্ষায় বিজেপির প্রত্যাবর্তনের পূর্বাভাস দিলেও মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের কান্ডারি কমল নাথের বক্তব্য, 'মধ্যপ্রদেশের ভোটারদের ওপর আমার বিশ্বাস আছে।' রাজ্যের আরেক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিংয়ের প্রত্যয়, 'মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস ১৩০টি আসন পাবে। তার বেশি হবে, কম হবে না। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে একথা বলছি।'

বিজেপি শেষপর্যন্ত মধ্যপ্রদেশে ক্ষমতা ধরে রাখলে সেটা মোদি ম্যাজিকের সাফল্য না 'মামা' জাদুর ক্যারিশমা, তা নিয়ে হয়তো চর্চা হবে। শিবরাজকে প্রার্থী করতে ধন্দে ছিল বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। তাঁর ওপর চাপ বাড়িয়ে তিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর, প্রহ্লাদ প্যাটেল এবং ফগ্গন সিং কুলাস্তেকে প্রার্থী করে দল। টিকিট দেওয়া হয় দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাস বিজয়বর্গীয়কেও। বিজেপি শেষপর্যন্ত জিতে গেলে তার কৃতিত্ব শিবরাজ দাবি করতে পারেন মহিলা ও গরিবদের জন্য একাধিক জনমুখী প্রকল্পের জন্য।

রাজস্থানে পাঁচ বছর অন্তর সরকার পরিবর্তনের প্রবণতা বিজেপির অন্যতম আশার কারণ। কংগ্রেস এই ধারা ভাঙতে মরিয়া। সেজন্য মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের জনমুখী প্রকল্পগুলিকে হাতিয়ার করেছে হাত শিবির। শেষপর্যন্ত কংগ্রেস পরাজিত হলে নেপথ্যে গেহলট-শচীন পাইলটের দ্বৈরথ অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত হবে।

এর মধ্যে শুক্রবার রাতে রাজ্যপাল কলরাজ মিশ্রের সঙ্গে বিজেপি নেত্রী তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া বৈঠক করায় প্রশ্ন উঠেছে, ২০১৭ সালে গোয়া, মণিপুরের ছকে কি রাজস্থানে ক্ষমতা দখলে মরিয়া বিজেপি? মরু রাজ্যে ফলাফল ত্রিশঙ্কু হলে ছোট দল ও নির্দল বিধায়করা নির্ণায়ক হতে পারে। ছত্তিশগড়ে অবশ্য কংগ্রেসের এগিয়ে থাকার সম্ভাবনা জানিয়েছে প্রায় সব সমীক্ষায়। মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলের জনপ্রিয়তা এর অন্যতম কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

মৌচাকে ঢিল

প্রথম পাতার পর

টাকার বিনিময়ে সেই দালালদের হাত ধরলেই সব কাজ হচ্ছে। কলেজগুলি নিয়ম মেনেই কাজ করছে। ইচ্ছাকৃতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় তার ব্যবস্থাপনার নামে আমাদের হেনস্তা করছে।' মলয় অনুব্রত-ঘনিষ্ঠ। অনুব্রতর বেআইনি কারবারে জড়িত সন্দেহে সিবিআইয়ের জেরার মুখেও পড়তে হয়েছে তাঁকে। ফলে তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু অবশ্য বিএড কলেজ নিয়ে তদন্ত করার আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'প্রয়োজনে সবটা তদন্ত করে দেখা হবে। দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করব।'

'অনুমোদন' হারানো বিএড কলেজ মালিকদের একাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঝামেলায় জড়াতে না চাইলেও মলয়ের ভয়ে আন্দোলনে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন বলেই অভিযোগ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক উত্তরবঙ্গের অনুমোদনহীন এক বিএড কলেজের শিক্ষকের কথা, 'একাধিক কলেজের মালিকদের নিয়ে প্রভাবশালী গোষ্ঠীরাই মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। বহু কলেজ গণ্ডগোল চাইছে না। কিন্তু তারা প্রভাবশালীদের ফাঁদ থেকে বের হতে পারছে না। উভয়সংকটে পড়েছে।'

উপাচার্য সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়ও মনে করছেন দুর্নীতি আটকাতে গিয়েই যত বিপত্তি ঘটেছে। তাঁর কথা, 'কলেজগুলির কাছে কিছু প্রয়োজনীয় নথি চাওয়া হয়েছিল। সেইসব নথি দিলেই ল্যাঠা চুকে যেত। উচ্চশিক্ষিত ছেলেমেয়েদের অনৈতিকভাবে পাঁচ-সাত হাজার টাকায় কাজ করিয়ে নিচ্ছে বহু কলেজ কর্তৃপক্ষ। সেটা বন্ধ করতে চেয়েছি। মৌরসি পাট্টা ভেঙে সবার জন্য সমান নিয়ম চালু করতে চাওয়াতেই আজ এই পরিস্থিতি হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা ও রেজিস্ট্রেশনে যাতে কোনওরকম সমস্যা না হয় তার জন্য যা যা পদক্ষেপ করার আমরা করব।'

প্রতিবন্ধী দিবস
প্রতিবছর ৩ ডিসেম্বর বিশেষভাবে সক্ষমদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দিন। আর পাঁচজন মানুষের মতো ওঁদেরও ভালোভাবে বাঁচার অধিকার রয়েছে এদিন তা মনে করিয়ে দেওয়া হয়।

‘ছিনতাইবাজ’ বাঁদরের দল

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : বাঁদরের বাঁদরামি কাকে বলে তা ভালোমতো টের পাচ্ছে শহর জলপাইগুড়ি। দোকান লুট, বাগানে ঢুকে অত্যাচার কিংবা মানুষ দেখলে পিছু নেওয়ার ঘটনাকে হার মানাল শনিবারের ঘটনা।

এদিন পিডব্লিউডি মোড়ে ডিগবাজির কেরামতি দেখাতে গিয়ে বৈদ্যুতিক তারের ঝটকায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে একটি বাঁদর। রাস্তায় পড়ে থাকা বাঁদরকে ঘিরে ধরে আরও প্রায় ৪০টি বাঁদর। অসুস্থ বাঁদরটিকে দেখে ওই বাঁদরের দলকে সরিয়ে তড়িঘড়ি নিজের টোটোতে করে পশু হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করান রাজা রায় নামে এক টোটোচালক। চিকিৎসার পর বাঁদরটি একটু সুস্থ হলে তাকে টোটোতে শুইয়ে নিয়ে বন বিভাগের হাতে তুলে দিতে গিয়ে বিপদে পড়েন তিনি নিজেই।

করলা ব্রিজের উপর অসুস্থ সঙ্গীকে খুঁজছিল ওই বাঁদরের দল। ওই টোটোতে সঙ্গীকে দেখতে পেয়ে টোটো ঘিরে ধরে তারা। আক্রমণ করে রাজাকে। ভয়ে তিনি টোটো ফেলে দৌড়াতেই অসুস্থ ওই বাঁদরকে চ্যাংদোলা করে নীচে নামায় তার সঙ্গীরা। তাকে ঘিরে রাস্তাতেই বসে থাকে ওরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন বনবিভাগের কর্মীরা। তাঁরা ওই বাঁদরের দলটির থেকে অসুস্থ বাঁদরটিকে সরিয়ে নিয়ে যান।

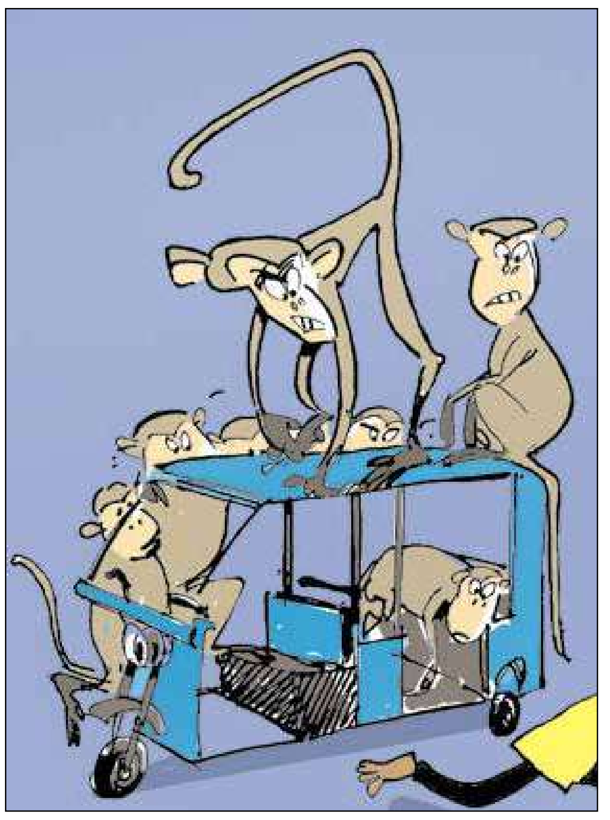

আতঙ্কিত ওই টোটোচালকের কথায়, ‘আমি যখন বাঁদরটির চিকিৎসা করিয়ে তাকে বন বিভাগের হাতে তুলে দিতে নিয়ে যাচ্ছিলাম তখন করলা ব্রিজের উপর বাকি বাঁদররা আমাকে ঘিরে ফেলে। দাঁত খিঁচিয়ে, আওয়াজ করে আমাকে আক্রমণ করতে আসে। ভয়ে টোটো ছেড়ে এদিকে পালিয়ে আসি। তখন অসুস্থ বাঁদরটিকে চ্যাংদোলা করে ওরা নিয়ে যায়।’ বাঁদরের ভয়ে প্রায় ১০-১৫ মিনিট ওই ব্রিজের এপার-ওপার কেউ করতে পারছিলেন না। ওরা খুব ভয়ংকর ব্যবহার করছিল। এই ঘটনার পর ওরা বাবুপাড়ামুখো হয়।

সন্ত্রস্ত শহর
- প্রথমে করলা ব্রিজে অসুস্থ বাঁদরকে নিয়ে ৪০টি বাঁদরের তাণ্ডব
- এরপর বাবুপাড়ায় বিভিন্ন দোকান, বাড়ি ও ফ্ল্যাটে হামলা
- কারও বাড়ি থেকে নিয়ে গেল সবজি
- কারও দোকান থেকে পাউরুটি-বিস্কুটের কৌটো
- পরে তারা তিস্তাপাড়ের দিকে চলে যায়

এরপর তারা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে হামলে পড়ে করলা পাড়ের বাবুঘাটের বিভিন্ন দোকানে। কিছু আবার ছুটল বাড়িতে রাখা সবজি তুলে নিতে। দোকান, ফ্ল্যাট, বাড়ি সহ বাবুপাড়াজুড়ে তাণ্ডব চালাল ওই বাঁদরের দল। বাবুপাড়া চত্বরে রীতিমতো সবক’টি দোকান এবং বাড়িঘরের বারান্দায় উঠে যা পেল তাই নিয়েই খেলা শুরু করল ওই ‘বাঁদর সেনার দল’।

এদিন বাঁদরের দল করলা নদীর পাড়ের কমল বর্মনের দোকানে হামলা করে। তারা ওই দোকানের পাউরুটি এবং বিস্কুটের কৌটো নিয়ে দৌড় লাগায়। কমলের কথায়, ‘ওরা যখন আমার দোকানের জিনিস নিয়ে দৌড়াচ্ছিল, আমি লাঠি নিয়ে ওদের ধাওয়া করলে ওরা উলটে খিঁচিয়ে ওঠে। আর পেছন থেকে কিছু বাঁদর আমার দোকান থেকে অন্যান্য খাওয়ার সাবাড় করতে থাকে। বন বিভাগে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সদুত্তর মেলেনি। ভয়ে আছি, আবার যদি হামলা করে।’

এদিকে, ওই অসুস্থ বাঁদরটি এখন কেমন রয়েছে সে বিষয়ে জানতে বন বিভাগের কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও কোনও সাড়া মেলেনি।

এর আগে পাতকাটায় বিভিন্ন দোকান ও বাড়িতে হামলা চালিয়েছিল বাঁদরের দল। তবে এদিন তারাই ছিল কি না সেটা জানা যায়নি।

স্কুটিচালককে হেলমেট পরার অনুরোধ জলপাইগুড়ি ট্রাফিক পুলিশের। শনিবার। ছবি : অনীক চৌধুরী

আইন ভঙ্গে পুলিশকে ফাইন ট্রাফিক পুলিশের

জলপাইগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : বাইকের সামনে পুলিশ লেখা স্টিকার। কিন্তু তাতে কী? মাথায় হেলমেট না থাকায় পুলিশের কর্মীকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে ফাইন করছেন ট্রাফিক আইসি। আবার পুলিশকর্মী বাইক আরোহীর মাথা থেকে হেলমেট খুলে মাটিতে ছুড়ে ভেঙে দিচ্ছেন। বাইকচালকদের মধ্যে অনেকেই পুলিশ দেখে অন্য রাস্তা দিয়ে পালাতে গেলে পুলিশ দৌড়ে গিয়ে তুলে নিচ্ছে সেই বাইকের নম্বর প্লেটের ছবি। শুনতে অবাক লাগলেও শনিবার এমনই ঘটনা দেখল শহর জলপাইগুড়ি।

এদিন জলপাইগুড়ি কোতোয়ালির সামনে সেফ ড্রাইভ অভিযানে নামেন জলপাইগুড়ি ট্রাফিক পুলিশের আইসি এবং অন্য পুলিশ আধিকারিকরা। অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন ট্রাফিক আইসি সৈকত ভদ্র। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি সরকারি আমলা, আইনজীবী এবং যেসব পুলিশকর্মী বিনা হেলমেটে গাড়ি চালাচ্ছিলেন তাঁদেরও ফাইন করা হয়। এছাড়া যেসব মোটরবাইকচালক আইএসআই মার্ক ছাড়া নিম্নমানের হেলমেট পরে চালাচ্ছিলেন তাঁদেরও হেলমেট ভেঙে ফেলা হয় এবং ট্রাফিক নিয়ম মেনে আইএসআই মার্কা হেলমেট পরার পরামর্শ দেওয়া হয়।

পুজোর আগে ট্রাফিক পুলিশের তরফে সাধারণ মানুষকে ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলার কথা জানিয়েছিল জেলা পুলিশ। সেইসঙ্গে বলা হয়েছিল, মানুষ সচেতন না হলে এই কর্মসূচি চলতেই থাকবে। সেইমতো শনিবারও রাস্তায় নামল জেলা পুলিশ এবং ট্রাফিক অফিসাররা। এবিষয়ে ট্রাফিক আইসি সৈকত ভদ্র বলেন, ‘আইন সবার জন্য সমান। আইনের ধারা থেকে কেউ পার পাবে না। শহরের সাধারণ মানুষকে অনেকবার সচেতন করা হলেও অনেকেই ট্রাফিক আইন মানছেন না। তাই এবার আমাদের এই অভিযান ব্যাপকভাবে চালানো হবে।’

অনেকে পুলিশের এই অভিযানকে সমর্থন জানালেও ফিশফিশ চলছিল রাস্তার অন্যদিকে। কান পেতে শোনা গেল, মিডিয়া আছে বলে পুলিশদের ফাইন করছে ওরা। না হলে পুলিশ এবং অন্য সরকারি আধিকারিকদের ওরা কিছু বলে না। ওদের সব ওস্তাদি সাধারণ মানুষের জন্য।

এরই মধ্যে মেয়েকে পুলিশ আটকেছে বলে আসেন শহরের এক আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ দাস। পুলিশের সামনেই হেলমেট না পরায় ধাওয়া দেন নিজের মেয়েকে। সাংবাদিকদের সামনে এসে নিজেই বলেন, ‘পুলিশের এটা খুব ভালো উদ্যোগ। কারও নাম, পরিচয় না দেখে সকলের জন্য একই আইন মেনে কাজ করছেন ওঁরা। এভাবেই যদি পুলিশ, নেতা, আইনরক্ষকদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হয় তবেই সমাজ এগিয়ে যাবে।’

এদিন যেসব পুলিশ অফিসার কিংবা কর্মী বিনা হেলমেটে বাইক চালাচ্ছিলেন তাঁরা পরে অবশ্য আইন না মানার জন্য অনুশোচনা করেন। আর যাঁদের বাইকের নম্বর প্লেটের ছবি পুলিশ তুলেছে তাঁদের কাছে ই-ফাইনের মেসেজ যাবে। লাইসেন্সবিহীন বাইকচালকদেরও এদিন আটক করে ফাইন করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে ছাদে হোর্ডিং, দুর্ঘটনার শঙ্কা

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : ব্যবসায়িক নয়, কিন্তু ব্যবসায়িক কারণেই ব্যবহৃত হচ্ছে শহরের বিল্ডিংগুলি। যার জেরে রাজস্ব ফাঁকি যাচ্ছে পুরসভার। দেখা গিয়েছে, শহরে পুরসভার নির্দিষ্ট বিজ্ঞাপন দেওয়ার জায়গা রয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞাপনের মূল্য কম দেওয়ার জন্য অনেক বড় বড় কোম্পানি বিভিন্ন দোকান কিংবা সাধারণ মানুষের বিল্ডিংয়ের ছাদে বিশালাকৃতির হোর্ডিং ঝুলিয়ে দিচ্ছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুহূর্তে ওই সব হোর্ডিং ভেঙে পড়ার মতো যেমন সংশয় তৈরি হয়েছে, তেমনই পুরসভার রাজস্বও ফাঁকি দিচ্ছে তারা। এ ব্যাপারে অবশ্য ধূপগুড়ি পুরসভা কর্তৃপক্ষ বাছাই করে প্রত্যেককে নোটিশ জারি করার প্রক্রিয়াও শুরু করেছে।

ধূপগুড়ি শহরের মূল চৌপথি সংলগ্ন এলাকায় আশুতোষ সাহার দোকানের ওপর বড়সড়ো হোর্ডিং ঝুলছে। তাঁরা পুরসভায় কোনও রাজস্ব জমা করেন না বলেও স্বীকার করে নিয়েছেন। আশুতোষের কথায়, ‘পুরসভায় রাজস্ব দিতে হয় তা জানা নেই। নিশ্চয়ই দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করব।’

> “ইতিমধ্যে যেসব বিল্ডিংয়ে বেআইনিভাবে হোর্ডিং ঝোলানো হয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের দ্রুত নোটিশ করা হবে।
> – রাজেশকুমার সিং

এভাবেই শহরে আরও অনেক বিল্ডিংয়ের ছাদে হোর্ডিং ঝুলছে। তাঁদের অনেকেই রাজস্বের ব্যাপারটি জানেন না বলে দোহাই দিচ্ছেন, আবার কেউ পুরসভায় যোগাযোগ করেনি বলে জানাচ্ছে। ধূপগুড়ি পুর প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, ‘ইতিমধ্যে যেসব বিল্ডিংয়ে বেআইনিভাবে হোর্ডিং ঝোলানো হয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের দ্রুত নোটিশ করা হবে। সময়ের মধ্যে রাজস্ব জমা না করলে কড়া ব্যবস্থাও নেওয়া হবে। বিভিন্ন নামীদামি কোম্পানিও এভাবে অল্প খরচে বিজ্ঞাপনের জায়গা খুঁজে নিচ্ছে। এতে তাদেরও যেমন সাশ্রয় হচ্ছে তেমনভাবে ব্যবসায়ীরাও অল্প টাকাতে রাজি হয়ে যাচ্ছেন।’

ধূপগুড়ি শহরের মূল চৌপথি থেকে হাসপাতাল গেট পর্যন্ত একাধিক জায়গায় ব্যক্তিগত বিল্ডিংয়ের ওপর এভাবেই হোর্ডিং ঝুলছে, যা বর্ষায় কিংবা হাওয়ায় ভেঙে বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কাও থাকে। তবে এই আশঙ্কার কথা জানলেও বিল্ডিংয়ের মালিকদের কোনও হুঁশ ফেরেনি। পুরসভা অবশ্য কড়া পদক্ষেপ করলে বিল্ডিংয়ের ওপরের লোহার তৈরি ভারী হোর্ডিং লাগানোর নির্মাণগুলির সঠিক বন্দোবস্ত করাও সম্ভব হবে। এমনকি ওই নির্মাণগুলি কতটা শক্তিশালী রয়েছে, সেটাও কর্তৃপক্ষের একপ্রকার অজানাই রয়েছে। এদিকে এই বিল্ডিংগুলির অধিকাংশই জেলা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অবশ্য জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে চুপ।

অস্বাভাবিক মৃত্যুতে পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন

জলপাইগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : নিউটাউনপাড়ার রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় খুনের মামলা রুজু করল পুলিশ। মৃত হীরেন্দ্রনাথ রায়ের স্ত্রী পপি রায়ের অভিযোগের ভিত্তিতেই এই খুনের মামলা রুজু করেছে পুলিশ। অন্যদিকে, ঘটনার সময় ওই ঘরে যে মহিলা ছিলেন তাঁকে এখনও গ্রেপ্তার বা আটক করা হয়নি। অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও কেন পুলিশ ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার বা আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করল না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মৃতের পরিবারের সদস্যরা। যদিও পুলিশ সূত্রে খবর, ওই মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

কোতোয়ালি থানার আইসি অর্ঘ্য সরকার বলেন, ‘অভিযোগের ভিত্তিতে একটি খুনের মামলা রুজু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পরেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।’

ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল বৃহস্পতিবার রাতে। নিউটাউনপাড়ার বাসিন্দা ইলা বকসির বাড়ির একটি ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন কাদোবাড়ির বাসিন্দা হীরেন্দ্রনাথ রায়। তাঁর পরিচিত শহরের রাজবাড়িপাড়ার বাসিন্দা অপর এক মহিলাকে স্ত্রী পরিচয় দিয়ে ঘরটি ভাড়া নিয়েছিলেন হীরেন্দ্র। কিন্তু স্ত্রীর পরিচয়ের তথ্য গোপনের বিষয়টি জানতেন না ইলাদেবী। বৃহস্পতিবার রাতে যখন হীরেন্দ্রকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সেই সময় স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে ঘরভাড়া নেওয়ার বিষয়টি সকলের সামনে আসে।

হীরেন্দ্রর স্ত্রী পপি জানিয়েছিলেন, তিনি জানতেন নিউটাউনপাড়ায় স্বামীর বন্ধু এবং স্ত্রী একটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকেন। কাজের সূত্রেই বন্ধুর বাড়িতে স্বামীর নিয়মিত যাতায়াত। পপি পুলিশকে তাঁর লিখিত অভিযোগে জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সন্ধে নাগাদ নিউটাউনপাড়ার ওই মহিলা হীরেন্দ্রর মোবাইলে ফোন করে। ফোন পাওয়া মাত্র হীরেন্দ্র বাইক নিয়ে বেরিয়ে যান। রাত ৮টা নাগাদ স্বামী বাড়ি না ফেরায় তাঁকে ফোন করেন পপি। সেই সময় হীরেন্দ্র জানিয়েছিলেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ি ফিরবেন। রাত ১০টা পর্যন্ত বাড়ি না ফেরায় পপি আবারও স্বামীর মোবাইলে ফোন করেন। সেই সময় ওই মহিলা হীরেন্দ্রর ফোনটা ধরে জানায়, তিনি গলায় ফাঁস লাগিয়ে মারা গিয়েছেন।

অন্যদিকে, ওই মহিলার চিৎকার চ্যাঁচামেচি ওই বাড়ির অপর ভাড়াটিয়া এবং মালিকের নজরে আসে। তাঁরাই পুলিশকে খবর দেন। পপি পুলিশকে অভিযোগে জানিয়েছেন, ওই মহিলা তাঁর স্বামীকে খুন করেছে। কিন্তু পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, এটি একটি আত্মহত্যার ঘটনা।

যদি পুলিশের কথা অনুযায়ী ময়নাতদন্তের রিপোর্টে আত্মহত্যার ঘটনাই হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে হীরেন্দ্র গলায় ফাঁস লাগানোর সময় মহিলা কেন তাঁকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল না বলে প্রশ্ন তুলেছে মৃতের পরিবার। মৃতের ভাইপো দিড়াম্বর রায় বলেন, ‘আমরা জানতে পেরেছি ঘটনার সময় কাকা এবং ওই মহিলা ছাড়া তৃতীয় কোনও ব্যক্তি ওই ঘরে ছিলেন না। যে কারণে ঘটনার পুরো বিষয়টি মহিলা খুব সামনে থেকে দেখেছে বলেই আমরা মনে করি। কিন্তু পুলিশ অদ্ভুতভাবে ওই মহিলাকে আটক না করে সেই রাতেই তার স্বামীর সঙ্গে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। এই বিষয়টি আমাদের কাছে খুবই রহস্যজনক মনে হয়েছে।’

মৃতের অপর এক আত্মীয় বলেন, ‘যদি ময়নাতদন্তের রিপোর্টে আত্মহত্যার প্রমাণই উঠে আসে সেক্ষেত্রে কেন তিনি এমনটা ঘটালেন, তাঁর ওপর কোনও মানসিক চাপ তৈরি হয়েছিল কি না সেটা তদন্ত করে দেখা দরকার আছে বলে মনে করি।’

অন্যদিকে, ওই মহিলার স্বামীর নাম এবং যে ঠিকানা পুলিশ মারফত পাওয়া গিয়েছে এদিন সেই রাজবাড়িপাড়া এলাকায় গিয়ে তাঁদের সন্ধান মেলেনি। এমনকি জানা গিয়েছিল, মহিলার স্বামী দিনবাজার এলাকায় কোনও মাংসের দোকানে কাজ করেন। দিনবাজার এলাকাতেও ওই নামে কেউ তাঁকে চেনেন না বলে ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন।

জেলা গ্রন্থাগারে ইউপিএসসি ট্রেনিং সেন্টার

জলপাইগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : তিনি ছিলেন সিভিল সার্ভিসের চূড়ান্ত স্তরে প্রথম সফল বাঙালি। তিনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁরই নামাঙ্কিত সত্যেন্দ্রনাথ টেগোর সিভিল সার্ভিসেস স্টাডি সেন্টার এবার জলপাইগুড়ির জেলা গ্রন্থাগারে শুরু হয়েছে। সেখানে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদেরা ভবিষ্যতের আইপিএস, আইএএসদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেবেন। এছাড়া ছাত্রছাত্রীরা যাতে অন্য গুরুত্বপূর্ণ স্টাডি মেটেরিয়ালগুলি পান, তার জন্য ওই সেন্টারে কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের ব্যবস্থাও থাকছে।

জলপাইগুড়ি

এই সেন্টারে প্রশিক্ষণ নিতে আসা আদিত্য ডাকুয়া জানান, এসব পরীক্ষার জন্য অন্য কোচিং ক্লাসগুলির প্রচুর কোর্স ফি। কিন্তু জেলা প্রশাসনের বিনামূল্যে এই ইউপিএসসি ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা আমাদের মতো ছাত্রদের অনেকটা সাহায্য করবে।

অন্যদিকে জেলা শাসক বলেন, ‘রাজ্য সরকারের তরফে রাজ্যের প্রতি জেলায় প্রতিভাবান ছাত্রদের প্রস্তুতির জন্য এরকম একটি স্টাডি সেন্টার খোলা হয়েছে। জলপাইগুড়িতেও এই সেন্টার শুরু হল। এতে অনেক ছাত্রছাত্রী উপকৃত হবে বলে আশা করছি।’

একটু ঠান্ডা পড়তেই কমলা কিনছেন ওঁরা। শনিবার জলপাইগুড়ির মার্চেন্ট রোডে। ছবি : শুভঙ্কর চক্রবর্তী

জায়গার খোঁজে বিচারপতি

মালবাজার, ২ ডিসেম্বর : মালবাজারে পূর্ণাঙ্গ এসিজেএম আদালত তৈরির জন্য জায়গা পরিদর্শনে এলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা বিচারক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অতিরিক্ত জেলা বিচারক প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্ণাঙ্গ আদালত তৈরির জন্য তাঁরা প্রথমে মাল বাসস্ট্যান্ডের পেছনের জেলা পরিষদের বিল্ডিং এবং এনবিএসটিসি’র ডিপো লাগোয়া একটি বিল্ডিং পরিদর্শন করেন। এরপর তাঁরা চলে যান মাল কলোনি ময়দান লাগোয়া মালবাজারের এডিজে কোর্টে। সেখানে মালবাজার বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করেন বিচারপতি।

মাল আদালত

মালবাজার বার অ্যাসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ অ্যাডভোকেট তানভির আলম বলেন, ‘বিচারপতির পরিদর্শন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আশা করছি এই পরিদর্শনের পর মালবাজারে এসিজেএম কোর্ট তৈরির পরিকল্পনা আরও ত্বরান্বিত হবে।’

রাস্তা নির্মাণ শুরু ওয়ার্ডে

জলপাইগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ি পুরসভার তরফে ৩ নম্বর ওয়ার্ডে সিসি পাথ এবং ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হল শনিবার। ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের ভগ্ন রাস্তা পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে। পুরসভার পূর্ত বিভাগের চেয়ারম্যান-ইন-কাউন্সিল সন্দীপ মাহাতো বলেন, পর্যায়ক্রমে জলপাইগুড়ি শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডের ভগ্ন রাস্তা সংস্কার করা হবে।

মানব পাচার নিয়ে কর্মশালা

জলপাইগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ি পুলিশের উদ্যোগে এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহযোগিতায় শনিবার পুলিশ লাইনে হল শিশু সুরক্ষা এবং মানব পাচারের ওপর একটি কর্মশালা। কর্মশালায় অংশ নিয়েছিলেন জেলার বিভিন্ন থানা এলাকার সিভিক ভলান্টিয়াররা। শিশু সুরক্ষা এবং মানব পাচারের ওপর দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা হয়।

মূলত ডুয়ার্সের চা বাগান এলাকাগুলো থেকে নাবালকদের নিরুদ্দেশ হওয়ার অভিযোগ আসে। কিছু ক্ষেত্রে পুলিশ তাদের উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। পাচার রুখতে সিভিক ভলান্টিয়াররা কীভাবে কাজ করবেন সেই বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার খাণ্ডবাহালে উমেশ গণপত সহ প্রশাসনিক কর্তারা।

রুট নিয়ে বাগবিতণ্ডা টোটোচালকদের

ময়নাগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : শনিবার বিকেল। ময়নাগুড়ি শহরের দুর্গাবাড়ি মোড়। হঠাৎ একটি টোটো এসে থামল মোড়ে। যাত্রীদের নামিয়ে ভাড়া নিলেন টোটোচালক। এরমধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকা বেশ কয়েকজন টোটোচালক এসে ঘিরে ধরলেন আগের টোটোচালককে। অপরাধ তাঁর নাকি এই রুটে চলাচলের কথাই নয়। উভয়পক্ষের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ চলল বাগবিতণ্ডা। অবশেষে স্থানীয়রাই এসে দু’পক্ষকে শান্ত করলেন।

স্থানীয় বাসিন্দা রাজু আহমেদ বলেন, ‘এটা দুর্গাবাড়ি মোড়ের নিত্যদিনের ঘটনা। অবাক হওয়ার কিছু নেই। আসলে যাত্রীর থেকে এখন টোটোর সংখ্যা বেশি হয়ে গিয়েছে।’

ময়নাগুড়ি ব্লক টোটো ইউনিয়নের সম্পাদক আফিদুল ইসলাম বলেন, ‘সবাই নিজ নিজ রুটে চললেই এই ঘটনা হয় না। টোটোর সংখ্যাও অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। এরমধ্যে টোটোচালকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হব। তাছাড়া কোনও উপায় নেই।’

দুর্গাবাড়ি মোড়ের ব্যবসায়ী সুবল রায়ের কথায়, ‘প্রতিদিন দোকানের সামনে টোটো এসে দাঁড়ায়। আর রুট নিয়ে নিজেদের মধ্যে বাগবিতণ্ডা শুরু হয়ে যায়।’

নতুন বাজার মার্কেট কমপ্লেক্স যেন নেশার আখড়া

অর্ঘ্য বিশ্বাস

ময়নাগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : সকালবেলায় দোকানঘর খুলতে এসেছিলেন নতুন বাজার মার্কেট কমপ্লেক্সের ব্যবসায়ী দেবাশিস মণ্ডল। দোকানঘর খুলতে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ তাঁর। শাটারের গা ঘেঁষে পড়ে রয়েছে প্লাস্টিকের অসংখ্য গ্লাস সহ মদের বোতল। বাধ্য হয়ে তা সাফ করতে নিজেই হাত লাগান তিনি। মুচকি হেসে বলেন, ‘এই ঘটনা নতুন নয়। মাঝেমধ্যেই এই ছবি উঠে আসে ময়নাগুড়ি নতুন বাজার জেলা পরিষদের মার্কেট কমপ্লেক্স চত্বরে।’

সঠিক দেখভালের অভাবে এবং সাফসাফাইয়ের অভাবে করুণ অবস্থা গোটা চত্বরে। শুধু আবর্জনাই নয়, একশ্রেণির মানুষের শৌচালয়ে পরিণত হয়েছে এলাকাটি। দ্রুত সমস্যা সমাধানের দাবি তুলেছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী সহ বাজারে আসা সাধারণ মানুষ। স্থানীয় প্রশাসনের তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

দীর্ঘ সময় ধরেই ময়নাগুড়ি নতুন বাজারের জেলা পরিষদ অধীনস্থ মার্কেট কমপ্লেক্স চত্বরে সাফাই হয় না বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। চালু হওয়ার পর দুই বছরের বেশি সময় হলেও স্থায়ী সাফাইকর্মী না থাকায় গোটা কমপ্লেক্সজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে আবর্জনা। একশ্রেণির মানুষ সেটিকে পরিণত করেছেন নেশার আখড়ায়। সন্ধে নামতেই মার্কেট কমপ্লেক্সের বিভিন্ন জায়গায় বসছে মদ্যপানের আসর। আসর শেষে ব্যবহৃত মদের বোতল, গ্লাস পড়ে থাকছে গোটা চত্বরে। এছাড়া সিঁড়ির তলা কিংবা খালি দোকানঘর বা বারান্দাকে শৌচাগার হিসেবে ব্যবহার করছেন অনেকেই। ক্রেতা কিংবা বিক্রেতা সকলেই রুমাল চাপা দিয়ে আসা-যাওয়া করছেন। ময়নাগুড়ির বাসিন্দা রঞ্জিত বোসের কথায়, ‘দিনেরবেলায় মার্কেট কমপ্লেক্সের ভেতরে যেতে রুমাল চাপা দিতে হচ্ছে। দুর্গন্ধে টেকা দায় হয়ে পড়েছে।’

দোকানঘরের সামনে পড়ে প্লাস্টিকের গ্লাস। শনিবার ময়নাগুড়ির নতুন বাজারে।

আরেক বাসিন্দা সুরজিৎ দাস বললেন, ‘যা অবস্থা তাতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হয়েছে গোটা চত্বরে। প্রশাসনের তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখা উচিত।’ যেভাবে গোটা চত্বরটিকে একশ্রেণির মানুষ শৌচাগার হিসেবে পরিণত করেছেন তা অবিলম্বে বন্ধের দাবি জানিয়েছেন তিনি। দ্রুত এই চত্বরে যত্রতত্র নোংরা ফেলা বন্ধ হওয়া উচিত বলে জানালেন ব্যবসায়ী ব্রজেশ্বর মল্লিক।

নতুন বাজার ওয়েলফেয়ার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সিদ্ধার্থ সরকার বলেন, ‘মার্কেট কমপ্লেক্সের দেখভালের জন্য কোনও সাফাইকর্মী নেই। ফলে সমস্যা হচ্ছে। তবে হাট সাফাইয়ের জন্য অস্থায়ী কর্মী রয়েছেন, যিনি মাঝেমধ্যে দেখভাল করেন। বিষয়টি নিয়ে ফের জেলা পরিষদের কাছে জানাব।’

স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলার অমিতাভ চক্রবর্তী জানান, এর আগে বহুবার মানুষজনকে সচেতন করা হয়েছে যাতে যত্রতত্র নোংরা না ফেলেন। পাশাপাশি মদ্যপানের আসর বন্ধের জন্য একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ফের কিছু মানুষ এই ধরনের কাজ করছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

জিএসটি সংগ্রহ ১.৬৮ লক্ষ কোটি টাকা

নভেম্বরে জিএসটি বাবদ ১.৬৮ লক্ষ কোটি টাকা এসেছে সরকারের ঘরে। যা ২০২২-এর নভেম্বরের তুলনায় ১৫ শতাংশ বেশি। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক জানিয়েছে, নভেম্বরে জিএসটি বাবদ সংগ্রহ ১,৬৭,৯২৯ কোটি টাকার মধ্যে সিজিএসটি ৩০,৪২০ কোটি টাকা, এসজিএসটি ৩৮,২২৬ কোটি টাকা এবং আইজিএসটি ৮৭০০৯ কোটি টাকা। সেস বাবদ সংগ্রহ হয়েছে ১২২৭৪ কোটি টাকা।

মিউচুয়াল ফান্ড পোর্টফোলিওয় বৈচিত্র্য আনবেন কীভাবে?

প্রবীণ আগরওয়াল

অনেকে মনে করেন মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের প্রয়োজন নেই। কারণ, তাঁরা যে ধরনের প্রকল্পে বিনিয়োগ করেছেন সেটি ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্টক বা সিকিউরিটিজে ছড়িয়ে রয়েছে। এই ধারণা ঠিক নয়। মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি-বৈচিত্র্য অবশ্যই পোর্টফোলিওর ঝুঁকি কমাতে এবং ফেরতলাভের সম্ভাবনা বাড়াতে সাহায্য করে।

মিউচুয়াল ফান্ড প্রকল্পগুলির সঠিক সংমিশ্রণ আপনাকে বাড়তি ফেরতলাভে সাহায্য করবে। আপনি আপনার লগ্নির ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে পারবেন। তাহলে মূল প্রশ্নটা হল, কীভাবে সেই লক্ষ্যপূরণ সম্ভব? এখানে কয়েকটি পরামর্শ রয়েছে যার মাধ্যমে আপনি সহজেই মিউচুয়াল ফান্ডের পোর্টফোলিওয় বৈচিত্র্য আনতে পারবেন।

বয়স অনুযায়ী লগ্নিক্ষেত্র বাছাই করুন

মিউচুয়াল ফান্ড প্রকল্পগুলি ২টি শ্রেণিতে বিভক্ত

ডেটফান্ড এবং ইকুইটি ফান্ড। ২টি ভাগের মধ্যে আবার একাধিক উপবিভাগ রয়েছে। একজন লগ্নিকারীর লক্ষ্য হওয়া উচিত, নিজের পোর্টফোলিওয় এই দু'ধরনের তহবিলের সঠিক মিশ্রণ নিশ্চিত করা।

ধরুন আপনার ২৫ বছর বয়স। চাকরির প্রথম বেতনের চেক পাওয়ার পরেই অবসরের জন্য বিনিয়োগ শুরু করেছেন। সেক্ষেত্রে বেতনের একটি বড় অংশ ইকুইটি ফান্ডে জমা করতে পারেন। ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা অনুযায়ী পোর্টফোলিওর ২০-৩০ শতাংশ এই ধরনের প্রকল্পে লগ্নি করার কথা ভাবতেই পারেন। কারণ, আপনার হাতে ইকুইটি ফান্ডের অস্থিরতা মোকাবিলা করার মতো পর্যাপ্ত সময় রয়েছে।

আবার ধরা যাক, আপনি অবসরগ্রহণের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছেন। আপনার বয়স ৫০-এর কোটায়। আপনার ডেটফান্ডে বিনিয়োগ বাড়ানো উচিত। এটি আপনাকে মূলধন সংরক্ষণ করতে এবং একটি স্থিতিশীল রিটার্ন প্রাপ্তিতে সাহায্য করবে। জীবনের এই পর্যায়ে আপনি নিজের সম্পদের ৮০ শতাংশ পর্যন্ত ডেটফান্ডে বিনিয়োগ করতে পারেন। ২০ শতাংশ অর্থ রাখা যেতে পারে ইকুইটিতে। ইকুইটি এবং ডেটফান্ড তহবিলে ভারসাম্য বিনিয়োগ পোর্টফোলিওয় বৈচিত্র্যের চাবিকাঠি।

বিভিন্ন ফান্ড হাউসের সঙ্গে বিনিয়োগ করুন

দেশে বহু ফান্ড হাউস রয়েছে যারা শয়ে-শয়ে মিউচুয়াল ফান্ড প্রকল্পে লগ্নির সুযোগ দেয়। আপনার পোর্টফোলিওকে দক্ষতার সঙ্গে বৈচিত্র্যময় করতে কোনও একটি ফান্ড হাউসের প্রকল্পগুলিতে সব টাকা রাখার বদলে বিভিন্ন ফান্ড হাউসের প্রকল্পে লগ্নি ছড়িয়ে দিতে পারেন।

তহবিলের হোল্ডিং নিয়মিত পর্যালোচনা করতে ভুলবেন না

একটি ভারসাম্যযুক্ত পোর্টফোলিও তৈরি করতে বিভিন্ন তহবিলে বিনিয়োগ যথেষ্ট নয়। আপনি যেসব তহবিলে বিনিয়োগ করেছেন তার মূল হোল্ডিংগুলি পর্যালোচনা করতে হবে। ধরুন আপনি একটি লার্জক্যাপ ফান্ড এবং একটি ইএলএসএস ফান্ডে বিনিয়োগ করেছেন, সেখানে মূল হোল্ডিং প্রায় একরকম। এটি আপনার পোর্টফোলিওয় নির্দিষ্ট স্টকের ওজন বাড়িয়ে দেবে, যা বৈচিত্র্য-নীতির পরিপন্থী। সুতরাং, আপনার পোর্টফোলিওয় যে কোনও গুরুতর গলদ নেই তা নিশ্চিত করতে নিয়মিত একটি তহবিলের অন্তর্নিহিত স্টকগুলি পরীক্ষা করুন।

মাল্টি অ্যাসেট ফান্ডে লগ্নি করুন

মাল্টি অ্যাসেট ফান্ডে বিনিয়োগ আপনার মিউচুয়াল ফান্ড পোর্টফোলিওকে বৈচিত্র্যময় করার সবচেয়ে সহজ উপায়গুলির একটি। এই তহবিলগুলি ন্যূনতম তিন ধরনের সম্পদে বিনিয়োগ করে। যার মধ্যে রয়েছে সোনা, ইকুইটি, ডেট, রিয়েল এস্টেট প্রভৃতি। এই তহবিলগুলি একক সম্পদ তহবিলের চেয়ে ভালো বৈচিত্র্য প্রদান করে। কারণ, এর লগ্নিগুলি একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন বা কম সংযোগকারী হয়ে থাকে। এটি ঝুঁকি কমাতে এবং অধিকতর ফেরতলাভ নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। তাই পরেরবার তহবিল বাছাইয়ের সময় নিশ্চিত হোন যে সেটি সত্যিই আপনার পোর্টফোলিওকে বৈচিত্র্যময় করতে সাহায্য করবে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : উপরের বক্তব্য লেখকের নিজস্ব মতামত। লগ্নির সিদ্ধান্ত বিনিয়োগকারীর ব্যক্তিগতবিষয় এবং বাজারগত ঝুঁকিসাপেক্ষ। অনুগ্রহ করে বিনিয়োগ করার আগে কোনও আর্থিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করুন। প্রকল্প সম্পর্কিত নথি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।

লিস্টিংয়ের দিন টাটা টেকনলজিসের দাম বৃদ্ধি প্রায় তিনগুণ

বোধিসত্ত্ব খান

প্রত্যাশা ছাপিয়ে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধি ৭.৬ শতাংশ

প্রায় দু'মাস বাদে পুনরায় ২০,০০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে নিফটি। সেনসেক্স ৬৭,০০০ পেরিয়েছে। একটি ছোট সংশোধনের পর তেজি ঘোড়ার মতো ছুটে চলেছে এই দুটি ইনডাইসেস। সেপ্টেম্বর মাসে যে তেজ অপরিশোধিত জ্বালানি তেলে দেখা গিয়েছিল তার পর থেকে ১০ শতাংশের ওপর পতন দেখেছে আন্তর্জাতিক বাজার। এরপর ওপেক প্লাস দেশগুলি নতুন করে জ্বালানি তেল উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৬৮৪ কেপিবিডি (থাউজেন্ড ব্যারেল পার ডে) হ্রাস করতে চলেছে। এর ফলে মোট উৎপাদন কমানো হল ২.২৮৪ মিলিয়ন ব্যারেল (প্রতিদিন)। বিশ্বজুড়ে স্তিমিত আর্থিক বৃদ্ধি মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্তে এসেছেন ওপেক প্লাস দেশগুলির প্রতিনিধিরা। বিভিন্ন ইনডাইসেসগুলির মধ্যে ডব্লিউটিআই ক্রুড ৭৫.৯৬ ডলার, ব্রেন্ট ক্রুড ৮২.৮৩ ডলার, মারবান ক্রুড ৮৪.৭০ ডলার, ওপেক বাস্কেট ৮৩.৮৯ ডলার, ইন্ডিয়ান বাস্কেট ৮২.৮২ ডলার, উরাল ৬১.২৪ ডলার প্রতি ব্যারেল ট্রেড করেছে। নতুন করে উৎপাদন হ্রাস করলে তেলের দাম পুনরায় কতটা বৃদ্ধি পায় সামনের মাসগুলিতে সেটাই এখন দেখার। যদিও রিনিউয়েবল এনার্জির জন্য বিশ্বের সব দেশ নিরন্তর প্রচেষ্টা করছে, তথাপি ফসিলজাত জ্বালানির কদর এখনও অবধি কিন্তু বজায় রয়েছে।

ভারতের জুলাই-সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারের জিডিপি বৃদ্ধি সব প্রত্যাশা ছাপিয়ে গিয়েছে। আশা করা হয়েছিল যে, এই বৃদ্ধি ৬.৮ শতাংশের কাছে থাকবে। সেখানে ৭.৬ শতাংশ বৃদ্ধি সবাইকে চমকে দিয়েছে। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার গ্রোথ ফোরকাস্ট ছিল ৬.৫ শতাংশ। ম্যানুফ্যাকচারিং এবং কনস্ট্রাকশন, মাইনিং প্রভৃতি বৃদ্ধি দেখিয়েছে। কেবল জিডিপি বৃদ্ধিই নয়, হ্রাস পেয়েছে দেশের ফিসকাল ডেফিসিটও। ভারতের এপ্রিল থেকে অক্টোবর সময়কালে এই ডেফিসিট কমে এসেছে ৮.০৪ ট্রিলিয়ন টাকায়। একইসঙ্গে ভারতীয় অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক খবরগুলি ভারতীয় শেয়ার বাজারের ওপর সদর্থক প্রভাব ফেলার ক্ষমতা রাখে। তবে অর্থনীতিবিদরা আশঙ্কা করছেন যে, আরবিআই এই প্রাপ্তির ফলে হয়তো আরও কড়া হতে পারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে। তাহলে এক দফা ঋণে সুদের হার বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বৃহস্পতিবার সব বড় ইউরোপীয় শেয়ার বাজারগুলি পজিটিভে বন্ধ হয়। ডাউজোন্স ফিউচারস (১.৩৭ শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়েছে বৃহস্পতিবার। যদিও এসঅ্যান্ডপি (-০.১ শতাংশ) এবং ন্যাসড্যাক (-০.১৭ শতাংশ) নীচে বন্ধ হয়। ৩০ নভেম্বর আরবিআইয়ের প্রথম সভরেন গোল্ড বন্ড (এসজিবি ২০১৫-I) ম্যাচিওর করেছে। এই আট বছরে রিটার্ন এসেছে ১২৮ শতাংশ। এছাড়া ২.৫ শতাংশ প্রতি বছর ইন্টারেস্ট ইনকাম হিসেবে অতিরিক্ত ২০ শতাংশ লাভ হয়েছে বিনিয়োগকারীদের। ৮ বছরে মোট ১৪৮ শতাংশ রিটার্ন নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়, এটা বলা যেতেই পারে। ম্যাচিউরিটির সময় আরবিআই প্রতি গ্রাম সোনার দাম ধরেছে ৬১৩২ টাকা। এই গোল্ড বন্ড ইস্যু করার সময় এর দাম ছিল ২৬৮৬ টাকা। সুপ্রিম কোর্ট আদানি হিন্ডেনবার্গ সম্পর্কিত মামলায় নিজেদের রায় রিজার্ভ রেখেছে। এই ঘোষণার পরই গোটা সপ্তাহে আদানির সমস্ত শেয়ারে একটা বড় র‍্যালি এসেছে। আদানি এন্টারপ্রাইজেস এক সপ্তাহে ৮.৪৩ শতাংশ র‍্যালি করেছে, আদানি পাওয়ার ১৩.০৫ শতাংশ, আদানি গ্রিন এনার্জি ১০.৫৪ শতাংশ, আদানি পোর্টস অ্যান্ড এসইজেড ৪.০৯ শতাংশ, আদানি টোটাল গ্যাস ৩৩.৫৮ শতাংশ, আদানি এনার্জি সলিউশন ২০.৬৯ শতাংশ, এসিসি ৩.০৭ শতাংশ এবং অম্বুজা ৫.৬৯ শতাংশ র‍্যালি করেছে। বৃহস্পতিবার দিনের শেষ অবধি আদানি গ্রুপের শেয়ারগুলির প্রতি বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ দেখতে পাওয়া গিয়েছে।

ভারতীয় বাজারে বিগত সপ্তাহে লিস্টিং হওয়া দুটি আইপিও যে সাফল্যলাভ করেছে তা এককথায় অভাবনীয়। ভারত সরকারের সংস্থা আইআরইডিএ (ইন্ডিয়ান রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি লিমিটেড) লিস্টিংয়ের দিন ৮৫ শতাংশের ওপর এবং তার পরের দিন ১২ শতাংশের ওপর র‍্যালির ফলে দুইদিনে বিনিয়োগকারীদের অর্থ দ্বিগুণ করেছে। এই কোম্পানির মার্কেট ক্যাপ দাঁড়িয়েছে ১৭,৫০১ কোটি টাকা। এবং এর প্রাইস টু বুক ভ্যালু দাঁড়িয়েছে ২.৭৭-এ। টাটা টেকনলজিসের আইপিও নিয়ে আগেই প্রবল উৎসাহ তৈরি হয়েছিল বিনিয়োগকারীদের মধ্যে। এই ইস্যুটিতে রিটেল সেকশনেই বহু গুণ ওভারসাবস্ক্রিপশন আসে। আর ৩০ নভেম্বর লিস্টিংয়ের দিনই ১৬১ শতাংশের ওপর বৃদ্ধি আসে। বহু বছর পর টাটা গ্রুপের একটি কোম্পানি বাজারে আসাতে বিনিয়োগকারীরা একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এই কোম্পানির শেয়ার কেনার জন্য। এর ফলে এই কোম্পানির মার্কেট ক্যাপ লিস্টিংয়ের দিনই ৫০,০০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায়। যদিও শুক্রবার সকালে টাটা টেকনলজিসে ৫ শতাংশ সংশোধন আসে। তবে যাঁরা কিছু সংখ্যক শেয়ার হাতে পেয়েছেন তাঁদের টাকা একদিনেই দ্বিগুণের বেশি হয়ে গিয়েছে।

ভারতের অপ্রত্যাশিতভাবে ভালো জিডিপি বৃদ্ধির দরুন শুক্রবার সকালেই নিফটি ২০,২৩৮.৪৫-এ তার সর্বকালীন উচ্চতায় পৌঁছে যায়। সকালের প্রথম আধ ঘণ্টার ট্রেডিংয়ে নিফটি ৮৮ পয়েন্ট ওপরে এবং সেনসেক্স ২৮৭ পয়েন্ট ওপরে ট্রেড করেছিল। এদিন যে কোম্পানির শেয়ারগুলি ভালো বৃদ্ধি পেয়েছে তার মধ্যে রয়েছে পিএফসি, ডেলটা কর্প, আরইসি, এলঅ্যান্ডটি ফিন্যান্স, অ্যাসটার ডিএম হেলথ, ব্রিগেড এন্টারপ্রাইজেস, জেনিথ এক্সপোর্টস ইত্যাদি। শুক্রবার যে কোম্পানিগুলি তাদের ৫২ সপ্তাহের উচ্চতা ছোঁয় তার মধ্যে রয়েছে অ্যাসটার ডিএম হেলথ, নেটওয়ার্ক ১৮, ব্রিগেড এন্টারপ্রাইজেস, পিএফসি এবং আরইসি। ভারত সরকার সেনাবাহিনী এবং এয়ারফোর্সের জন্য ৯৭টি তেজস এয়ারক্রাফট এবং ১৫৬টি প্রচণ্ড হেলিকপ্টার কিনবে। যার আনুমানিক মূল্য ২ লক্ষ কোটি টাকার ওপর। হ্যাল এগুলি তৈরি করে থাকে। এই সিদ্ধান্তে উপকৃত হবে এই কোম্পানি। ফলে হিন্দুস্তান এরোনটিক্স লিমিটেডে (হ্যাল) ৪ শতাংশ বৃদ্ধি আসে।

আইপিওর বাজার যে মেজাজে রয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে আরেকটি আইপিও ফ্লেয়ার রাইটিংয়ের লিস্টিংয়ের মাধ্যমে। লিস্টিংয়ের সময় এই কোম্পানির শেয়ার ৬০ শতাংশের ওপর বৃদ্ধি পায়। এবং তার মার্কেট ক্যাপ ৫০০০ কোটি টাকা ছাপিয়ে যায়। শেয়ার বাজার যেরকম বুল রানের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তাতে আইপিও'র বাজার দারুণভাবে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। শুক্রবার নিফটি ৫০-এর মধ্যে আইটিসি ২ শতাংশের ওপর বৃদ্ধি পায়। আদানি উইলমারের অংশীদারিত্ব বিক্রি করতে চাইছে আদানি গ্রুপ। আইটিসি এই কোম্পানির অংশীদারিত্ব নিতে পারে এমন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা। বহুদিন খবরের থেকে দূরে থাকা হিন্দুস্তান ইউনিলিভার আবার বিবিধ কারণে বিনিয়োগকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তার মধ্যে একটি হল এই কোম্পানি নিজেদের বিউটি অ্যান্ড পার্সোনাল কেয়ার ব্যবসা আলাদা করতে চলেছে ১ এপ্রিল ২০২৪ থেকে। ভবিষ্যতে ব্যবসার চরিত্রগত পরিবর্তনের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকতে পারে হিন্দুস্তান ইউনিলিভার। এছাড়া অ্যাসেট ম্যানেজার ব্রুকফিল্ডের সঙ্গে একটি ৪৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার এনার্জি পার্ক রাজস্থানে তৈরি করতে আগ্রহী। এর ফলে হিন্দুস্তান ইউনিলিভার খুব দ্রুত তাদের টার্গেট নেট জিরো এমিশনে পৌঁছোতে পারবে বলে আশা করছে।

শুক্রবার বিভিন্ন কমোডিটির মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস ট্রেড করেছে ২৩৫.৫০ টাকা প্রতি এমএমবিটিইউ। এছাড়া বিভিন্ন ধাতুর মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম, কপার এবং জিঙ্ক বৃদ্ধি পায়। অবশ্য লেডের দাম সামান্য হ্রাস পেয়েছে। রুপো প্রতি কিলো ট্রেড করেছে ৭৯,৫০০ টাকায়। ২৪ ক্যারাটের প্রতি ১০ গ্রাম সোনা ট্রেড করেছে ৫৭,৭০০ টাকায়। বিভিন্ন ক্রিপ্টোকারেন্সির মধ্যে বিটকয়েন ট্রেড করেছে ৩২.২৮ লাখ টাকায়, ইথেরিয়াম ১.৭৪ লাখ টাকায়, সোলানা ৫০১৪.২ টাকায়, কারদানো ৩২ টাকায়, আভালান্স ১৮৩৪ টাকায় এবং পোলকাডট ৪৫৩ টাকায়। ভারতে ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলিতে লাভ হলে বিনিয়োগকারীদের ট্যাক্স দিতে হবে লাভের ৩০ শতাংশ, সঙ্গে ৪ শতাংশ সেস। কেউ যদি অন্যজনকে ক্রিপ্টোকারেন্সি দান করেন তাকে কোনও কর দিতে হবে না বটে, তবে যিনি এই ক্রিপ্টোকারেন্সি পাচ্ছেন তাঁকে অবশ্যই কর দিতে হবে। এই ধরনের ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিংয়ে কোনও কর ছাড় প্রত্যাশা করা যাবে না বলে জানা গিয়েছে। আরেকটি আইপিও যা বিনিয়োগকারীদের লিস্টিংয়ের দিনই খুব ভালো রিটার্ন দিয়েছে তা হল গান্ধার অয়েল রিফাইনারি ইন্ডিয়া। এটি লিস্টিংয়ের দিন ৭৮.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

শুক্রবার রাতে আমেরিকার বিভিন্ন ইনডাইসেস পজিটিভে বন্ধ হয়েছে। ডাউজোন্স ০.৭৭ শতাংশ, এসঅ্যান্ডপি ০.৫২ শতাংশ এবং ন্যাসড্যাক ০.৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ভারতে নিফটি মাত্র এক মাসেই ৬.৭৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সেনসেক্স বৃদ্ধি পেয়েছে ৬.১২ শতাংশ। বলতে গেলে দীপাবলির পর থেকেই একনাগাড়ে বৃদ্ধি চলছে ভারতীয় বাজারে। সংশোধন বলতে তেমন কিছুই আসেনি। ভারতে পাঁচটি রাজ্য মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, তেলেঙ্গানা, ছত্তিশগড় এবং মিজোরামের বিধানসভা ভোট শেষ হয়েছে। মিজোরামে ৪ ডিসেম্বর এবং বাকি চারটি রাজ্যের ফলাফল ৩ ডিসেম্বর। এই রাজ্যগুলির ফলাফল সোমবার শেয়ার বাজারের ওপর কোনও প্রভাব ফেলে কি না তা দেখার জন্য বিনিয়োগকারীরা অপেক্ষায় থাকবেন। তবে নিফটি যে দ্রুততার সঙ্গে ওপরে উঠেছে তাতে বিনিয়োগকারীদের সতর্ক থাকাই কাম্য। এমনিতেই বিভিন্ন মিড ক্যাপ এবং স্মল ক্যাপ শেয়ারগুলি যথেষ্ট চড়া দামের হয়ে উঠেছে। তাই হঠাৎ করে সংশোধন এলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

শুক্রবার কনজিউমার ডিউরেবলস, কনগ্লোমারেট এবং অটো সেক্টরে কিছুটা সংশোধন আসে। তবে ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, সিমেন্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন, কেমিক্যালস, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ক্যাপিটাল গুডস, ইনফরমেশন টেকনলজিতে ভালো র‍্যালি এসেছে। অন্য ইনডাইসেসগুলির মধ্যে নিফটি ব্যাংক ০.৭৫ শতাংশ, বিএসই মিড ক্যাপ ০.৯৬ শতাংশ এবং বিএসই স্মল ক্যাপ ০.৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন বৈদেশিক মুদ্রার মধ্যে প্রতি ডলার ৮৩.২৯ টাকায়, প্রতি ইউরো ৯০.৬০ টাকা এবং প্রতি পাউন্ড ১০৫.৭৪ টাকায় ট্রেড করেছে। বিভিন্ন কোম্পানি যারা বোনাস শেয়ার ঘোষণা করেছে নিজেদের বিনিয়োগকারীদের জন্য তার মধ্যে রয়েছে সাফারি ইন্ডাস্ট্রিজ (১:১), পূজা এন্টারটেইনমেন্ট (৬:১), আলফালজিক ইন্ডিয়া (১:১) ইত্যাদি। তবে যে সেক্টরগুলি এখনও তেমন ভালো পারফর্ম করতে পারেনি যেমন কেমিক্যালস, ফার্মা কিছু আইটি কোম্পানি সেগুলি সামনের মাসগুলিতে একটি র‍্যালি দেখার প্রত্যাশায় থাকবে।

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ ঃ এই লেখাটিতে লেখকের বক্তব্য নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা ঃ bodhi.khan@gmail.com

টাটা টেকনলজিসের নজির

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : আত্মপ্রকাশেই সবার নজর কাড়ল টাটা টেকনলজিস। শেয়ার বাজারে নথিভুক্তির দিনেই ১৬৮ শতাংশ দাম বেড়ে টাটা টেকনলজিস পৌঁছে গিয়েছিল ১৩৩৮ টাকায়। আত্মপ্রকাশে এমন দাম বাড়ার নিরিখে সপ্তম স্থান অর্জন করল টাটা গোষ্ঠীর এই সংস্থা।

টাটা টেকনলজিসের আইপিও মূল্য ছিল ৫০০ টাকা। আইপিওতে প্রায় ৬৯.৪৩ গুণ আবেদন জমা পড়েছিল। বৃহস্পতিবার ১২০০ টাকায় শেয়ার বাজারে নথিভুক্ত হয় এই শেয়ার। লেনদেন চলাকালীন প্রতি শেয়ারের দাম পৌঁছে গিয়েছিল ১৪০০ টাকায়। পরে অবশ্য তা সামান্য নেমে ১৩৩৮ টাকায় থিতু হয়। আইপিও'র ইতিহাসে এমন নজিরের ক্ষেত্রে টাটা টেকনলজিসের আগে যেসব সংস্থার আইপিও ছিল সেগুলি হল বার্নপুর সিমেন্ট (২৮৬ শতাংশ), সিগাচি ইন্ডাস্ট্রিজ (২৭০ শতাংশ), অ্যালায়েড কম্পিউটার (২১৪ শতাংশ), পরস ডিফেন্স অ্যান্ড স্পেস টেকনলজিস (১৮৫ শতাংশ), রিলেগেয়ার এন্টারপ্রাইজ (১৮২ শতাংশ), বিশাল রিটেল (১৭৯ শতাংশ)।

প্রথম দিন নজির গড়লেও শুক্রবার ৭.০৪ শতাংশ দাম কমে টাটা টেকনলজিসের দর পৌঁছেছে ১২২০ টাকা ৬০ পয়সায়। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, লগ্নিকারীরা মুনাফা ঘরে তোলায় শেয়ারের দাম কমেছে। তবে দীর্ঘমেয়াদে টাটাগোষ্ঠীর এই শেয়ার বড় অঙ্কের মুনাফার সন্ধান দিতে পারে।

কেসোরামের সিমেন্ট ব্যবসা কিনবে আলট্রাটেক

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : কেসোরাম ইন্ডাস্ট্রিজের সিমেন্ট ব্যবসা কিনতে চলেছে দেশের বৃহত্তম সিমেন্ট উৎপাদনকারী সংস্থা আল্ট্রাটেক সিমেন্ট। এর জন্য খরচ পড়ছে ভারতীয় মুদ্রায় ৫৪০০ কোটি টাকা।

আদিত্য বিড়লা গোষ্ঠীর ফ্ল্যাগশিপ সংস্থা আল্ট্রাটেক সিমেন্ট কেসোরাম ইন্ডাস্ট্রিজের সব শেয়ারই কিনে নেবে। এর জন্য দাম ধার্য করা হয়েছে শেয়ার প্রতি ১৭৩ টাকা। শুক্রবার কেসোরাম ইন্ডাস্ট্রিজের প্রতিটি শেয়ারের দাম হয়েছে ১৪৬ টাকা। হাতবদলের পর কেসোরাম ইন্ডাস্ট্রিজের ৫২টি শেয়ারের পরিবর্তে আল্ট্রাটেক সিমেন্টের ১টি শেয়ার পাবেন লগ্নিকারীরা। এই অধিগ্রহণের ফলে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম সিমেন্ট উৎপাদনকারী সংস্থায় পরিণত হবে আদিত্য বিড়লাগোষ্ঠীর এই সংস্থা। অন্যদিকে সিমেন্ট ব্যবসা বিক্রি করার পর নিজেদের রেয়ন, কাগজ ও রাসায়নিক ব্যবসায় বেশি মনোযোগ দিতে পারবে কেসোরাম ইন্ডাস্ট্রিজ। সম্প্রতি অম্বুজা এবং এসিসি কিনে সিমেন্ট ব্যবসায় নিজেদের অবস্থান মজবুত করেছে আদানি গোষ্ঠী। কেসোরাম অধিগ্রহণ আল্ট্রাটেককে কয়েক কদম এগিয়ে রাখবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

বিগত কয়েকমাস এদেশে টানা শেয়ার বিক্রি করেছে বিদেশি সংস্থাগুলি। সেই প্রবণতা কমেছে। জিডিপি পরিসংখ্যান তাদের ফের ভারতে লগ্নিতে উৎসাহ দিতে পারে। বিদেশি লগ্নি ফিরলে আরও উঁচুতে উঠবে ভারতীয় শেয়ার বাজার। এই দৌড় ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন অবধি চলবে।

ফের নয়া নজির গড়ল ভারতীয় শেয়ার বাজার। সপ্তাহের শেষ লেনদেনের দিনে সর্বকালীন সেরা উচ্চতায় পৌঁছোল নিফটি। ২০২৯১.৫৫ পয়েন্টে পৌঁছে সর্বকালীন রেকর্ড গড়ে শেষে থিতু হয়েছে ২০২৬৭.৯০ পয়েন্টে। এই সপ্তাহের চারদিনের লেনদেনে নিফটি উঠেছে ৪৭৩.২০ পয়েন্ট। অন্যদিকে রেকর্ড উচ্চতার দোরগোড়ায় পৌঁছেছে সেনসেক্স। এই সপ্তাহে মোট ১৫১১.১৫ পয়েন্ট উঠে সেনসেক্স থিতু হয়েছে ৬৭৪৮১.১৯ পয়েন্টে। সেনসেক্সের সর্বকালীন সেরা উচ্চতা ৬৭৯২৭.২৩ আগামী সপ্তাহে এই সূচকই নয়া নজির গড়তে পারে।

শেয়ার বাজারের এই উত্থানের নেপথ্যে সব থেকে বড় ভূমিকা নিয়েছে দেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার। বিশেষজ্ঞদের অনুমান ছাপিয়ে গিয়ে চলতি অর্থবর্ষের দ্বিতীয় অর্থাৎ জুলাই-সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে জিডিপি বৃদ্ধির হার হয়েছে ৭.৬ শতাংশ। রিজার্ভ ব্যাংকের অনুমান ছিল ৬.৫ শতাংশ বৃদ্ধির। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেছিলেন ৬.৮ শতাংশ বৃদ্ধির। সবাইকে ভুল প্রমাণ করে জিডিপি'র এই পারফরমেন্স শেয়ার বাজারের উত্থানে রসদ জুগিয়েছে। চলতি অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে বৃদ্ধির হার ছিল ৭.৮ শতাংশ। প্রথম দুই কোয়ার্টারের পরিসংখ্যান দেশের

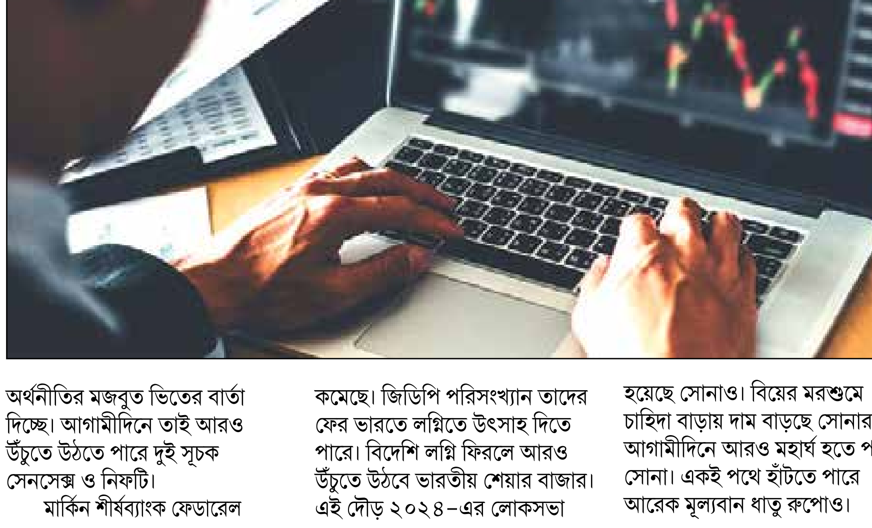

অর্থনীতির মজবুত ভিতের বার্তা দিচ্ছে। আগামীদিনে তাই আরও উঁচুতে উঠতে পারে দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি।

মার্কিন শীর্ষব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার নিয়ে নমনীয় হওয়ার বার্তা আমেরিকা সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজারকে চাঙ্গা করেছে। যার প্রভাব পড়েছে এদেশের শেয়ার বাজারে। আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের দাম স্থিতিশীল হওয়া, রাশিয়া-ইউক্রেন এবং ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণে থাকা ইত্যাদি বিষয়ও শেয়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। দেশে মূল্যবৃদ্ধির হার ইতিমধ্যেই অনেকটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে। আগামীদিনে মূল্যবৃদ্ধির হার আরও কমতে পারে। এই আশাও শেয়ার বাজারের উত্থানে মদত দিয়েছে।

বিগত কয়েকমাস এদেশে টানা শেয়ার বিক্রি করেছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। সম্প্রতি সেই প্রবণতা কমেছে। জিডিপি পরিসংখ্যান তাদের ফের ভারতে লগ্নিতে উৎসাহ দিতে পারে। বিদেশি লগ্নি ফিরলে আরও উঁচুতে উঠবে ভারতীয় শেয়ার বাজার। এই দৌড় ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন অবধি চলবে। মাঝেমধ্যে ধাক্কা খেলেও খুব শীঘ্রই সেনসেক্স ৭০ হাজার এবং নিফটি ২১ হাজারের গণ্ডি পেরিয়ে যেতে পারে। এ কথা বিবেচনা করেই লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। গুণগত মানে ভালো সংস্থার শেয়ারে দীর্ঘমেয়াদের জন্য লগ্নি করতে হবে।

শেয়ার বাজারের মতো চাঙ্গা হয়েছে সোনাও। বিয়ের মরশুমে চাহিদা বাড়ায় দাম বাড়ছে সোনার। আগামীদিনে আরও মহার্ঘ হতে পারে সোনা। একই পথে হাঁটতে পারে আরেক মূল্যবান ধাতু রুপোও।

এ সপ্তাহের শেয়ার

১) **হ্যাল :** বর্তমান মূল্য-২৪৬২.২৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৪৯৯/১১৫০, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-২৩৫০-২৪৫০, মার্কেট ক্যাপ(কোটি)-১৬৪৬৬৯, টার্গেট-৩৮০০।

২) **ওএনজিসি :** বর্তমান মূল্য-১৯৪.৫৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২০৩/১২৬, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-১৮৫-১৯০, মার্কেট ক্যাপ(কোটি)-২৪৪৭৪৯, টার্গেট-২৪৫।

৩) **এইউ স্মল ফিন্যান্স ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-৭৪২.৪৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৭৯৫/৫৪৮, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৭০৫-৭৩০, মার্কেট ক্যাপ(কোটি)-৪৯৬৪০, টার্গেট-৯০০।

৪) **অরবিন্দ ফার্মা :** বর্তমান মূল্য-১০৩৩.৭৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১০৬০/৩৯৭, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-১০০০-১০৩০, মার্কেট ক্যাপ(কোটি)-৬০৫৭১, টার্গেট-১২৭০।

৫) **জিও ফিন্যান্সিয়াল :** বর্তমান মূল্য-২২৫.৫০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৬৭/২০৩, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-২১৫-২২১, মার্কেট ক্যাপ(কোটি)-১৪৩২৬৬, টার্গেট-২৯২।

৬) **কোচি শিপইয়ার্ড :** বর্তমান মূল্য-১১৬৭.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১২৫৮/৪১০, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১১০০-১১৫০, মার্কেট ক্যাপ(কোটি)-১৫৩৫০, টার্গেট-১৪৮০।

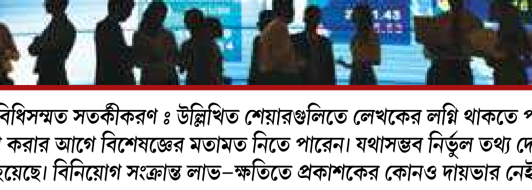

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ ঃ উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। যথাসম্ভব নির্ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

সার্কাসের তাঁবুতে অসহায় পশুর ডাক

সুকন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা থেকে শীতকথা

আমার ছোটবেলায় শীত আসত একটা লাল-কালো হাফ সোয়েটারের হাত ধরে। মায়ের বোনা প্রথম পশমি কাজ, আমার জন্য। তাতে বিশাল বড় বড় বোতাম লাগানো ছিল লাল-কালো স্বচ্ছ প্লাস্টিকের। আমার শৈশবের বহু একাবোকা শীতের দুপুর কেটে গিয়েছে ওই বোতামগুলো ঘরে ঢোকানো আর খোলার খেলা খেলতে খেলতে... ছোট্ট আঙুলে খেটেখুটে কাজটা করতে হত তো!

মাঙ্কিক্যাপ পরা বিহারি গয়লা আসত লম্বা অ্যালুমিনিয়ামের ক্যান সাইকেলে চাপিয়ে আর আমি আমার বুড়োদাদুর বাড়ির ফাটা সিমেন্টের রোয়াকে বসে হাঁ করে দেখতাম সামনের বাগানের ঘাসের শিশিরবিন্দুর মাথায় এসে পড়েছে সকালের ঝাঁঝহীন নরম রোদ -আর ঘাসের মুকুট থেকে ঠিকরে উঠছে রামধনুর সাতটা রং।

বেলা গড়ালে মা ফুলকাটা ছোট কাঁসার রেকাবিতে এনে দিত মুচমুচে পরোটা আর গাঢ় খয়েরি রঙের খেজুর গুড়। থালাটা হেলিয়ে ধরলে দানা ছাড়িয়ে গড়িয়ে আসত ঘন তরল। সেইটুকু চেটে খেতে তখন অপার্থিব আনন্দ।

বাবার চাকরি বদলের সুবাদে কলকাতার উত্তর উপকণ্ঠ ছেড়ে আমরা চলে গেলাম খড়্গপুরে। আর সেই প্রথম বছরেই টের পেলাম হাড়ে কাঁপন লাগা ঠান্ডা কাকে বলে। শিউলি কুড়োনো শরৎকালের ভোর থেকেই সেখানে অল্প অল্প শীত পড়তে আরম্ভ করত, আর শেষ ডিসেম্বরে ফুলহাতা উলের ব্লাউজ আর চাদর গায়ে মাকে রান্নাঘরে বসে রুটি বেলতে দেখতাম --- আগুনের তাতে তখন কষ্ট নেই, বরং আরাম।

তারপর পরিযায়ী পাখির মতো আরও কতশত জায়গা ঘুরে কেটে গেল বাল্যকাল, কৈশোর, প্রথম তারুণ্য।

ভর্তি হলাম ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে, ঠাঁই হল চারতলা হস্টেলে। আমার ছেলেবেলার দিগন্ত ছুঁয়ে থাকা ধূসর কুয়াশামাখা গম্ভীর শীত পড়ত না শহর কলকাতায়। দিবারাত্র বাসের গর্জন, ট্রামের ঘর্ঘর আর অজস্র গোল, লম্বা, চৌকো, ত্রিকোণ মানুষজনের হট্টগোলে শীত বেচারা থিতু হয়ে বসার জায়গাই পেত না অত জমকালো শহরবাড়িটায়।

বড়দিন থেকে পৌষ সংক্রান্তির মাঝখানে কষ্টেসৃষ্টে ঠেলেঠুলে ঢুকে নিজেকে ক্ষীণভাবে জাহির করত কলকাত্তাইয়া শীত, আর তাকে সম্মান করতেই আমরা হস্টেলের বান্ধবীরা হামলে পড়তাম পার্ক সার্কাসের ময়দানি শীতবস্ত্রের মেলায়। তাতে কাশ্মীরি দোকানিরা খুশি হলেও আমাদের ট্রাংক-সুটকেসগুলো মোটেও খুশি হত না। কারণ এক আধবার গায়ে তুলেই বাক্সে তুলে রাখতে হত গরম জামাগুলো, ঠিক যেমন হস্টেলের লোহার খাটে বাবার দিয়ে যাওয়া হৃষ্টপুষ্ট লেপটা প্রায় সারাবছরই আমার তোষকের ভূমিকা পালন করত...শয্যাটি আরামদায়ক হত অবশ্য।

তা জবরদস্ত ঠান্ডা পড়ুক বা না পড়ুক, শীত মানেই ছিল 'মেরি ক্রিসমাস'। অ্যালেন পার্কের বড়দিন কার্নিভাল তখন ভবিষ্যতের গর্ভে। আর বো ব্যারাক নিশ্চয়ই ছিল তার অনন্য উদযাপন আর কেক ওয়াইনের পসরা নিয়ে, তবে অঞ্জন দত্ত ছাড়া সেই নব্বই দশকের গোড়ায় বিশেষ কেউ তার খবর রাখত না।

ক্যাথলিনের পেস্ট্রি আর গড়িয়াহাট থেকে শখ করে কিনে আনা চকচকে সবুজ ঝালরের ক্রিসমাস ট্রি, নানা রঙের ঝকমকে বল, বেলুন, কাগজের ফিতে দিয়ে একফালি হস্টেল রুমটাকে সাজিয়ে নিয়ে চলত আমাদের যিশুর জন্মোৎসব পালন।

আর কোনও কোনও দিন রাত গভীর হলে বন্ধুরা মিলে চলে যেতাম পাঁচতলার ছাদে।

এরপর আঠারোর পাতায়

শীতের আমেজ

ভিতরের আর
কী কী রং

আরও প্রচ্ছদ
শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়
সায়ন্তন দাস অধিকারী
মুদাসির কুলোঁ

কবিতাগুচ্ছ
সমীর চট্টোপাধ্যায়

সাক্ষাৎকার
অতীন্দ্র দানিয়াড়ী

ছোটগল্প
রূপক সাহা

কবিতা
অংশুমান কর
মেঘ বসু
সোমা দে
দেবলীনা দে
সমরেশেন্দু বৈদ্য

আমলকীর ওই ডালে ডালে

রম্যাণী গোস্বামী

শিলিগুড়ি থেকে শীতকথা

অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি এখন। আমলকীর ডালে ডালে, পাতায় পাতায় হালকা শিরশিরানির কাঁপন তুলে শীত নেমে আসছে শহর শিলিগুড়িতে। দিনের বেলায় রোদের তেজ যথেষ্ট। তবে ভোরের দিকটায় খোলা জানলা দিয়ে উত্তুরে বাতাস ঘরে ঢুকে পড়ে কামড় বসায় শরীরে। তখন পাতলা কিছু গায়ে জড়িয়ে নেওয়ার আমেজই আলাদা। সন্ধ্যায় বাইরে বেরোলেও গরম কিছু পরা আবশ্যিক। সুতরাং আলমারির ওয়ারড্রবের অন্ধকার কুঠুরি থেকে শীতের জামাকাপড়, সোয়েটার, কম্বলগুলো টেনে বের করার এই হল উপযুক্ত সময়।

ছোটবেলায় মা-কাকিমাদের দেখেছি বাড়ির খোলা উঠোনে বা ছাদে ফোল্ডিং খাট পেতে লাল টুকটুকে লেপগুলো রোদে দিতে। তারপর গতবছরের কেচে তুলে রাখা ধবধবে ওয়াড় বের করে ওতে পরাতে। তার আগে ধুনুরিরা ঘুরে যেত পাড়ায় পাড়ায়। অদ্ভুত একটা মিষ্টি শব্দ বেজে উঠত ওদের হাতের ওই তুলো ধোনার যন্ত্রে। দূর থেকে সেই টংকার মনে করিয়ে দিত যে শীত আসছে। ওমনি খুশিতে আনচান করে উঠত মন।

খুশির কারণও আছে। শীতের মরশুম হল রঙের মরশুম। শীত মানেই ধোঁয়াওঠা ভাতের পাশে রংবেরঙের সবজির আনাগোনা। ফুলকপি, ধনেপাতা, বিট, গাজর, ব্রোকোলি, কড়াইশুঁটি, পালং। শীত মানেই বাজার থেকে আনা টাটকা পাটালিগুড়। মাটির পাতিলে সরাপিঠে ভাজার সুবাস। বাগানে ভাইবোনেরা মিলে চড়ুইভাতির হইচই। শহরের নার্সারিগুলোর ব্যস্ততা। গাঁদা, পিটুনিয়া, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকার পাপড়িতে বাহারি রঙের জেল্লা। শীতে মিঠে রোদে পিঠ দিয়ে ফেলুদা-ব্যোমকেশ। শীত এলেই বইমেলা। আর সেই সঙ্গে শীতকালীন ভ্রমণ।

বেড়ানো মানেই তো চলো যাই ঘরের কাছে টুক করে পাহাড়ে। ওই যে কার্তিক মাসের শেষ থেকেই যখন সাফসুতরো আকাশে নীল পাহাড়ের পিছনে মেঘের আড়াল সরিয়ে তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘার হাসির ঝিলিক চোখে পড়ে, তখন থেকেই পাহাড় যেন তার গোটা শরীর মেলে ডাকতে থাকে, আয়। আয়। অপরূপ হয়ে সেজে ওঠে লামাহাটা, ছোটা মাঙ্গুয়া, লাভা-লোলেগাঁও, মিরিক, লেপচাজগৎ আর দার্জিলিংয়ের ছোট-বড় হোটেল এবং হোমস্টে। স্নান করে সেজেগুজে টুরিস্টদের জন্য তৈরি চকচকে জিপগুলো। রোহিণী আর পাঙ্খাবাড়ির সর্পিল পথের ধারে পাহাড়ের ঢালে চা বাগিচার উপর থমকে থাকে জমাট কুয়াশা কারও অপেক্ষায়। গরুবাথান বিট অফিসের সামনে মোরগ ডেকে ওঠে গলা ফুলিয়ে। ছানাপোনা নিয়ে গর্বিত মুরগি টুকটুক করে খুদ খায়। ডালে দোল খায় ফিঙে, দোয়েল। লালিগুরাসের ঝোপে রঙের আগুন লাগে।

বিষণ্ণতা ভুলিয়ে শীত আসে। পাহাড়ি হোমস্টের বারান্দায় সারি সারি টবে রংবেরঙের ফুলে লাল হলুদ গোলাপি বেগুনির আভা। উজ্জ্বল রং মনের যাবতীয় বিষাদ ও অপ্রাপ্তি ঘুচিয়ে দেয় নিমেষে। কুয়াশা ধীরে ধীরে কাটতে থাকে আর আকাশের মাথায় সূর্যের আলোয় জেগে ওঠে প্রাচীন ঘুম মনাস্টেরির চূড়া। গম্ভীর স্বরের মন্ত্রোচ্চারণ ছুঁয়ে যায় ভোরের হিমহিম বাতাসে উড়তে থাকা মন্ত্র লেখা রঙিন পতাকাগুলো। যা শরীর মনে অবর্ণনীয় প্রশান্তি জাগিয়ে চনমনে করে তোলে।

হোমস্টের মালিকের ছোট মেয়ে লাল টুকটুকে গালে টোল ফেলে জিগ্যেস করে, বাজে, চিয়া পিউনু হুনছ? ওদের ভাষায় 'বাজে' শব্দের মানে দাদু। শালটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে সামনের সবুজ লনে নেমে আসেন মালবাজারের ষাটোর্ধ্ব প্রবীণ। গরম চায়ে ঘনঘন চুমুক দিয়ে শরীরের হিহিটা বশে আনতে আনতে তাঁর মনে পড়ে যায় প্রবাসী নাতির মুখ। প্রবল হুইসল আর কু-ঝিকঝিক শব্দে ধোঁয়া উড়িয়ে চলে যায় টয়ট্রেনটা। ঠিক সেই সময় সিটংয়ের কমলালেবুর গাছগুলো ফলের ভারে ঝুঁকে নেমে আসে মাটির কাছাকাছি। ছোট্ট রোশন লামা স্কুলের জন্য রেডি। শুধু তার গায়ের সোয়েটারটা জায়গায় জায়গায় ফুটো হয়ে গিয়েছে। বাঁশঝাড় ছুঁয়ে কনকনে হাওয়া শরীরের চামড়া ভেদ করে হাড়ের ভিতর অবধি সেঁধিয়ে যেতে চায়। তাই ছোট্ট ছোট্ট পায়ে পাকদণ্ডির পাথুরে রাস্তা ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে সে। একটা বাঁক ঘুরলেই রোদের দেখা মিলবে। পায়ে পায়ে সাদা কুকুরছানাটা আজও আসছে। মনে মনে ওর নাম রাখে মিল্কি।

বরফ দেখার আকুল আগ্রহে ডিসেম্বরে সান্দাকফু ট্রেক করেছিল ইউনিভার্সিটির তিন বন্ধু। রাতে টুমলিংয়ের ট্রেকার্স হাটে পৌঁছে দেখল শীতে দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে। কাঁপতে কাঁপতে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানায়। কিন্তু তোষকে কেউ যেন বরফের কুচি ঢেলে দিয়েছে। আঙুলগুলো ঠান্ডায় জমে অসাড়। বাইরে হুহু তুষারঝড় তখন। তারপর আগুন জ্বালানো হল। আধঘণ্টা ধরে গামলায় গরম জলে হাত ও পায়ের পাতা ডুবিয়ে রাখার পর কিছুটা স্বস্তি। ততক্ষণে গরম গরম খিচুড়ি আর ডিমের ঝোল রেডি। ঝড়ও থেমেছে। ডিনার সেরে আরও একপ্রস্থ শীতের পোশাক গায়ে চাপিয়ে বারান্দায় আসতেই দেখা গেল শান্ত আকাশে উজ্জ্বল তারাদের বিরাট চাঁদোয়ার তলায় শুয়ে আছে আপাদমস্তক বরফে ঢাকা এক অচেনা পৃথিবী। ওরা শীত ভুলে গিয়ে ওই অপার্থিব দৃশ্যের সামনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল অনেকক্ষণ। আজ তিন বন্ধু ছিটকে গিয়েছে পৃথিবীর তিন প্রান্তে। কিন্তু সেই শীতের রাত ওদের একসূত্রে জুড়ে দিয়েছে চিরকালের মতো।

শীত এলেই মনে পড়ে দার্জিলিং ম্যাল ও তার পিছনের রাস্তাটাকে যা চলে গিয়েছে মহাকাল মন্দিরের পাশ দিয়ে। স্থানীয় মানুষ রংবেরঙের শীতের পসরা সাজিয়ে বসেছেন। কাঞ্চনজঙ্ঘার শোভা দেখার জন্য সকাল থেকেই খাদের ধারের বেঞ্চগুলো নানা সাইজের রঙিন টুপি-সোয়েটার-জ্যাকেট-হাতমোজায় সরগরম।

এরপর আঠারোর পাতায়

রুক্ষতার মাঝেও উঁকি দেয় ছাতিম ও অমলতাস

জয়দীপ বসু

নয়াদিল্লি থেকে শীতকথা

আমেজ শব্দটির মধ্যে কোথায় যেন একটা হালকা মাদকতা আছে; একটা গা এলানো ভাব, একটা খুশির আবর্তে নিজেকে জড়িয়ে নেবার অনাবিল প্রচেষ্টা। একই কথা বলা যায় শীতের আমেজ নিয়েও। এ এক চমৎকার সময়, রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে বসে থাকা, সামান্য শিরশিরে ভাব এনে দিচ্ছে এক অচেতন আবেশ, বাজারে টাটকা আলু কপি মটরশুঁটির পাহাড়, পাওয়াও যাচ্ছে সুলভ মূল্যে, সুতরাং চিন্তা কী...!

কিন্তু দিল্লির শীত নিয়ে কি তেমন কথা বলা যায়? যদিও বা যায়, তা খুব সামান্য সময়ের জন্য, শীতের শুরু এবং শেষটুকুতে এই তথাকথিত আমেজের ছোঁয়া পাওয়া যায়। বাকি মধ্যের অন্তত মাসদুয়েক হাড়হিম ঠান্ডা, ম্রিয়মাণ রোদ, তাপমাত্রা ঘোরাফেরা করছে এক থেকে পাঁচের মধ্যে। আমেজ শব্দটি ব্যবহারের খুব বেশি পরিসর নেই। তখন মনে হয় ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতাই বুঝি ঠিক, 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা/আমি তিনমাস ঘুমিয়ে থাকবো।'

বয়স্ক একজন মানুষ একবার বলেছিলেন, দিল্লি শহরের শীতকাল নিয়ে কোনও রোমান্টিক প্রবণতার তিনি প্রবল বিরোধী। তাঁর বক্তব্য ছিল, এই দেশের মানুষের পক্ষে গরমকালই শ্রেয়, কারণ ভারতের অধিকাংশ মানুষ গরিব, উপযুক্ত খাদ্য, বাসস্থান এবং শীতবস্ত্রের তাঁদের বড়ই অভাব। গরমকালে তাঁরা খালি গায়ে খোলা আকাশের নীচে যত্রতত্র শুয়ে পড়তে পারেন, প্রবল শীতের মধ্যে যা একেবারেই অসম্ভব।

কথাটা সম্যক উপলব্ধি হয়েছিল সাত দশকের কোনও এক জানুয়ারি মাসে। সেবার দিল্লিতে আশি কিংবা একশো বছরের প্রবলতম ঠান্ডার প্রকোপ, দিশেহারা প্রশাসন, স্কুল-কলেজ সব ছুটি করে দেওয়া হয়েছে, জবুথবু মানুষ অফিসকাছারি করছেন নেহাত দায়ে পড়ে। তারই মধ্যে ভারতে এলেন কিউবার রাষ্ট্রপ্রধান ফিদেল কাস্ত্রো, তাঁকে সাদরে সংবর্ধনা জানাতে পালাম বিমানবন্দরে হাজির প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি। রূপসী ইন্দিরার পরনে ঝকমকে আজানুলম্বিত মিংক ফার কোট, আভিজাত্য ছিটকে পড়ছে সমস্ত পোশাকজুড়ে। শোনা গেল, টাকার অঙ্কে এই কোটের দাম নাকি রীতিমতো মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো। সেদিন অস্বাভাবিক ঠান্ডা, তাই প্রধানমন্ত্রী এটি গায়ে চাপিয়ে বিমানবন্দরে পৌঁছেছিলেন।

সেবারই ডিসেম্বর, জানুয়ারিতে সরকারি হিসাব অনুযায়ী, ঠান্ডায় দিল্লিতে মারা গিয়েছিলেন কয়েকশো মানুষ। বস্ত্রহীন, আচ্ছাদনহীন। সেই বয়স্ক মানুষটিরই কথার মানে সেদিন হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া গিয়েছিল।

তবে হ্যাঁ, এই মন্তব্য সম্ভবত কিছুটা একপেশে। দিল্লির শীতের অনেক কিছুই তার বরফগলা ঠান্ডা কাটিয়েও অতি আকর্ষণীয়। আপনি যদি নিরামিষাশী হন, তাহলে পথপার্শ্বে যে কোনও শুদ্ধ শাকাহারী ধাবায় টুক করে ঢুকে পড়ুন, মেনু কার্ড দেখবার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই, ফরমাশ করুন আলু, গোবি অথবা মুলি কি পরাঠা, সঙ্গে প্রয়োজন হলে তরকা দেওয়া পিলি ডাল, শেষপাতে গাজর কি হালুয়া। এককথায়, জমে যাবে।

আর যদি আমিষ খাদ্যে আপত্তি না থাকে, তাহলে ঝাঁ চকচকে কোনও রেস্তোঁরায় যাবার দরকার নেই। মেট্রো ধরে নেমে পড়ুন জামা মসজিদ স্টেশনে। উঁহু, বিখ্যাত করিমের দোকানেই যেতে হবে, এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। প্রচারের আলোয় না থেকেও কিছু রেস্তোঁরা আছে যাদের মাটন কোরমা অথবা চিকেন বিরিয়ানি খেলে মনপ্রাণ আনন্দে উদাস হয়ে যেতে বাধ্য। তবে হ্যাঁ, করিমের চিকেন স্টু'র সত্যি কোনও তুলনা নেই, বিশেষ করে শীতের রাত্রে। যাঁরা স্টু বলতে বোঝেন নেহাত পাতলা ঝোল, তাঁরা এই ভালো ঘি উপচে পড়া চিকেন স্টু খেয়ে প্রবল আনন্দ পাবেন। আর যদি মনস্থির করেন অল্প কিছু খাবার, তাহলে কুরেশির কাবাবই সর্বশ্রেষ্ঠ, মাখনে ভাজা, মুখে দিলেই গলে যায়, নরম রোদে দাঁড়িয়ে অমৃতসমান। আর যাঁরা প্রচণ্ড শীতে নিজেরাই মাটন রেঁধে খাওয়ায় বিশ্বাসী, তাঁরা চলে যান বড়া হিন্দু রাও অঞ্চলে, কিনে আনুন গ্র্যামফেড মাটন এবং করে ফেলুন স্রেফ দেশীয় মতে রান্না।

এরপর আঠারোর পাতায়

পৌষমাস ও সর্বনাশের সন্ধিক্ষণে

মুদাসির কুলোঁ

কাশ্মীর থেকে শীতকথা

দু’দিন আগের কথা। শ্রীনগরে এক রাস্তার পাশে সবজির পসরা নিয়ে বসেছিলেন এক মহিলা। গায়ে ভারী শাল। ফুলকপি, টমেটো, লাউ, শাকের সম্ভার নিয়ে। এসব বিক্রি করেই আগামী তিন মাসের সংসার খরচ জোগাতে হয় তাঁকে। একে একে অনেকে এসে আলু, ফুলকপি, টমেটে নিয়ে গেলেন ব্যাগ ভরে।

সামনের তিন মাস কাশ্মীরে জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়বে। তুষারপাতের জেরে উত্তর কাশ্মীরের একটা এলাকা অন্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তাই তার আগেই যে যতটা পারছেন, সবজি মজুত করছেন। যিনি পসরা নিয়ে বসেন, তাঁর কাছেও এই সময়টা অমূল্য। কারণ বেশি ঠান্ডা পড়লে সেভাবে আর ক্রেতা মিলবে না। পাওয়া যাবে না সবজিও। তাহলে পেট চলবে কীভাবে!

সাধারণ পর্যটকের চোখে শীতে বড় মনোরম দেখায় ভূস্বর্গকে। কাশ্মীরকে নিজের সৌন্দর্যের সবটা উজাড় করে দেয় এই সময়। এই সৌন্দর্যের আড়ালে থাকে কাশ্মীরিদের কষ্ট। প্রতিকূল আবহাওয়া, কাজ কমে যাওয়া, চিকিৎসা পরিষেবা মেলে না উত্তর অংশে। তীব্র তুষারপাতের ফলে স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকে ফেব্রুয়ারি অবধি। কাশ্মীরের একাংশের জীবন ও জীবিকার পথ কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রকৃতি যেমন কেড়ে নেয়, তেমন দিয়েও যায়। যার উদাহরণ কাশ্মীর নিজেই।

ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি হস্তশিল্প, পর্যটন, উদ্যানপালন এবং শিক্ষা যেন হাতে সোনা ফলায় কাশ্মীরিদের। হাজার হাজার কোটি টাকা আয়ের মুখ দেখে হাসি ফোটে তাঁদের মুখে। নভেম্বরের শেষ থেকে দেশবিদেশের পর্যটকরা পা ফেলছেন ডাল লেকে, গুলমার্গ, সোনমার্গ, পহেলগাঁওয়ের বেতাব ভ্যালিতে। যা প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়ে যাওয়ার জন্য সাহস জোগাচ্ছে কাশ্মীরিদের।

নভেম্বরের শেষ থেকে এখন ঘরে ঘরে ‘শীতের সঙ্গে যুদ্ধ’-এর প্রস্তুতি। শীতের সময় তাজা সবজি না মিললেও কাশ্মীরে লাউ, টমেটো, পালং শাক, পদ্মের কাণ্ডের মতো শুকনো সবজি আসে। পদ্মের কাণ্ড এখানে খুব জনপ্রিয়। এই ক’টা মাস অনায়াসে টিকবে বলে তাজা সবজির থেকে এগুলির দামও বেশি। তাই বহু বছরের পুরোনো ঐতিহ্য মেনে রোদে শুকনো শাকসবজি সংরক্ষণ করছেন উপত্যকার বাসিন্দারা।

শ্রীনগরের খাদিজা বেগমও এই পরিস্থিতিতে পড়েছেন বহুবার। তাই এবার তিনিও সতর্ক। সেই প্রসঙ্গ টেনেই বললেন, ‘ভারী তুষারপাতে রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে পড়ে। তাই শীতে বেঁচে থাকার জন্য শুকনো শাকসবজি সংরক্ষণ আমাদের কাছে অপরিহার্য।’

উত্তর কাশ্মীরের অনেক দূরবর্তী এলাকা তুষারপাতের জেরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পেটের দায়ে মহম্মদ আমিন নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা তল্পিতল্পা নিয়ে গুরেজ ছেড়েছেন। সেই প্রসঙ্গে বললেন, ‘একটু উষ্ণতার খোঁজে স্ত্রী এবং সন্তানদের নিয়ে বান্দিপুরা এসেছি। প্রতিকূল আবহাওয়া, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ঘাটতি এবং চিকিৎসা পরিষেবা না থাকায় অনেকে উত্তর কাশ্মীরের ওই এলাকা থেকে চলে এসেছেন। ওখানে সন্তানরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে পারছে না। বান্দিপুরায় ওরা সেটা পারবে। কিছু না কিছু কাজ জুটে যাবে আমারও। তা দিয়ে সংসার চলে যাবে।

শীতের এই ক’টা মাস শিশু এবং প্রবীণদের কাটাতে হয় ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে। কারণ উত্তর কাশ্মীরের গুরেজের মতো এলাকায় পাঁচ ফুট পুরু বরফ পড়ে। তার মধ্যে খেলে গা ঘামায় কিশোররা। স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকায় ছোটরা এখন ‘ছুটি ছুটি পর্ব’ কাটানো শুরু করেছে। এখন বরফ সেভাবে না পড়লেও ক্রিকেট খেলায় গা ভাসিয়েছে মহম্মদ শাফিদের মতো তরুণরা। তার কথায়, ‘কৃষিনির্ভর পরিবারের কাছে এই তিন মাস তেমন কাজ থাকে না। অগত্যা খেলা ছাড়া মন চাঙ্গা করার আর বিকল্প আমাদের কাছে নেই।’

প্রবল শীতে কাশ্মীরের একটা অংশের অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে পড়ার দশা হলেও বিরাট অঙ্কের মুনাফা এনে দেয় হস্তশিল্প, পর্যটন, শিক্ষা। কাশ্মীর চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের এক কর্তা যেমন শোনালেন, পর্যটন, হস্তশিল্প এবং ভেড়ার উল থেকে সামগ্রী তৈরিই কাশ্মীরিদের কাছে উপার্জনের মূল মাধ্যম।

প্রবল ঠান্ডায় স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকায় ভালো উপার্জন হয় কোচিং সেন্টারগুলির। কাশ্মীর কোচিং সেন্টার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জিএন ভারকে বলতে শোনা গেল, হাজার হাজার মানুষের পেটে খাবার জোগাচ্ছে এই কোচিং সেন্টার। বছরের অন্য সময় মাসে ৫০ কোটি টাকা আয় হলেও শীতকালে তা ১৫০ কোটি পর্যন্ত ছাড়িয়ে যায়।

কাশ্মীরিদের হস্তশিল্পের কদর করে গোটা বিশ্ব। সারাবছর ধরে এই কাজ চলে। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, শীতের সময় বিদেশে হস্তশিল্পের সামগ্রী রপ্তানি করেই পর্যটকদের কাছে বিক্রি করে ২৫০ কোটি টাকারও বেশি আয় হয় কাশ্মীরে। যার অর্ধেকই হল কার্পেট। বাকিটা শাল এবং অন্য কাঠের সামগ্রী।

আয়ের ক্ষেত্রে কাশ্মীরের সবচেয়ে বড় উৎস পর্যটন। দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে গুলমার্গে গন্ডোলা রাইড, সোনমার্গ, স্কি রিসর্ট, ডাল লেক খুব প্রিয়। সাদা তুষারের চাদরে মুড়ে থাকা কাশ্মীর তাঁদের কাছে স্বর্গেরই সমান। ভাবতে পারেন, শুধু এই তিন মাসেই পর্যটন ক্ষেত্রে কাশ্মীরের আয় হয় ৩০০ কোটি টাকা।

শীতকালে তাজা সবজির আকালের বিষয়টি আগেই বলেছিলাম। ফলে বিকল্প হিসেবে মাংস এবং ডালের চাহিদা বেড়ে যায়। বসির আহমেদ নামে কাশ্মীরের এক মাংস বিক্রেতা যা হিসেব দিলেন, তাতে এই তিনটে মাস উপত্যকায় ৬০০ কোটি টাকার মাংস বিক্রি হয়। নিজেদের পোষা ভেড়া থেকে অর্ধেক মাংসের জোগান হয়। বাকিটা রাজস্থান, পঞ্জাব থেকে আমদানি করা হয়।

উদ্যানপালন কাশ্মীরের অর্থনীতির অন্যতম মেরুদণ্ড। সারা বছরে এই খাতে ১০ হাজার কোটি টাকা কাশ্মীরের ঘরে ঢোকে। কিন্তু শীতকালে ফলের মরশুম শেষ হলে এই আয়ের পরিমাণ কমে যায়। সেই সময় ফলের আমদানি-রপ্তানিও কমে।

কাশ্মীরের ফ্রুট ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বসির আহমেদের আর একটা হিসেব চমকপ্রদ। শুধু শীতের সময়ই বিভিন্ন রাজ্যে আপেল রপ্তানি করে ১০০ কোটি টাকা আয় হয়। ২৫ নভেম্বর থেকে ফল রপ্তানি শুরু হয়। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এটা ১০০ কোটিতে পৌঁছে যায়। এছাড়া শীতকালে কাংরি (মাটির পাত্র)-র খুব চাহিদা থাকে। এটা বিক্রি করেও অনেক রোজগার হয়।

দক্ষিণ কুলগামের বাসিন্দা আবদুল সালামের গলাতেও একই সুর। তাঁর দেওয়া তথ্য, কাশ্মীরে সবচেয়ে বেশি কাংরি এই কুলগামেই বানানো হয়। প্রতিদিন প্রায় ৬ হাজার কাংরি তৈরি হয়। যা ১২০ টাকা থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়। শীতের সময়টা কাংরি তৈরি করে শয়ে-শয়ে মানুষের পেট চলে। সবমিলিয়ে এই তিন মাসে ৭ থেকে ১০ কোটি টাকার কাংরির ব্যবসা হয়।

কাংরি কাশ্মীরের ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত। কাংরির মধ্যে কাঠকয়লা জ্বেলে সেটাকে শাল বা কম্বলের নীচে রাখলে শীতে উষ্ণতার কাজ দেয়। একইভাবে পশমের কাপড়েরও বিপুল চাহিদা রয়েছে। উলের কাপড়ের পাইকারি বিক্রেতা মহম্মদ শারিফ বলছিলেন, উলের পোশাক বিক্রি করে কাশ্মীরে ৭ থেকে ১০ কোটি টাকা আয় হয়।

ডিসেম্বরের শুরুতে ডাল লেকের হাউসবোটে যখন পর্যটকরা গরম কাশ্মীরি কাওয়া চায়ের স্বাদ নিচ্ছেন, সেই সময় থেকে আগামী তিন মাসের যুদ্ধের জন্য গা গরম করছেন উপত্যকাবাসী। এই লড়াই তাঁদেরই। টিকে থাকার লড়াই।

শীতল শীতল পরের কথা

শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়

আমেরিকা থেকে শীতকথা

রাত্তিরে ছবিঘর সিনেমাহলের সামনের শেড দেওয়া সিঁড়িতে ঘুমোত রতন ‘পাগলা’, বারো মাস! কলকাতার সিঁধ কেটে শীত চুরি হয়ে যায়নি তখনও। শীতের এক কনকনে মাঝরাতে হঠাৎ রতন দেখল, নাইট ডিউটি সেরে পদব্রজে পাড়ায় ফিরছে সাধনদা। শীতের রাতে তার ড্রেস কোড, স্যান্ডো গেঞ্জিহীন একটা হাফহাতা শার্ট! সাধনদার সেই ‘অর্ধনগ্ন’ ঊর্ধ্বাঙ্গ দেখে ভারী মায়া হল রতনের, যার নিজেরই সম্বল একটামাত্র কম্বল। নিজের সেই কম্বলটাই খুলে সাধনদাকে দিয়ে রতন বলল, ‘ওস্তাদ, এটা নাও! বহুত ঠান্ডি!’ ক্রুদ্ধ সাধনদা ‘আমাকে কম্বল দেখিও না’ বলে রতনকে বলল, ‘বুঝলে, শীত কোনও ঋতু নয়, একটা কনসেপ্ট। ঠান্ডা-গরম ব্যাপারটা পার্সোনাল ফিলিং’! বিরক্ত রতন ‘পাগলা’ কম্বলটা আবার নিজের গায়ে জড়িয়ে নিয়ে সাধনদাকে বলল, ‘দুর পাগলা’!

ওই দুজনের কেউই যে আসলে ‘পাগলা’ নয় এবং সাধনদার ‘শীতসত্য’ যে দেশকালের ঊর্ধ্বে, সেটা আমার মালুম হল মার্কিন মুলুকে এসে। আমেরিকায় প্রথম পা রেখেছিলাম হিমশীতল শিকাগোয়, ডিসেম্বরের শীতে। শেষ গন্তব্য ন্যাশভিল। ইন্টারন্যাশনাল থেকে ডোমেস্টিক টার্মিনাসে যেতে হবে বসে। বাইরে তখন বরফঠান্ডার দোসর যমদূতের মতো লেকের হাওয়া! ওরে বাপরে বাপ! ‘শীতল শীতল পরের কথা আসুক বন্ধু কানে’! আমি ফ্রিজড। পিছনে আমার এইটুকুনি কন্যা। সে বুঝতেই পারছে না যে, এটা বাবা না বাবার স্ট্যাচু! এমন সময় এক নিরাপত্তাকর্মী এসে ‘মুভ মুভ’ বলতে বলতে আমাকে বাসের দিকে প্রায় ঠেলে দিল। ব্যাস, আমি এক ছুটে বাসে। পিছু পিছু মেয়ে আসছে হেলতে দুলতে, লেকের হাওয়া খেতে খেতে! ওইটুকুনি মেয়ে, সে আর ঠান্ডা গরমের কী বোঝে!

উত্তুরে শিকাগো থেকে দখিন দুয়ার খুলে ন্যাশভিলে ঢুকে খানিক স্বস্তি। আইসিইউ থেকে জেনারেল বেডে। আমি পুরো সংকটমুক্ত নই, তবে সশস্ত্র। গেঞ্জি আর ফুলহাতা জামার ওপর ইনস্যুলেটরের মতো পুরু সোয়েটার। লেপের মতো মোটা ঘোমটা টানা জ্যাকেট। উপরন্তু মাফলার। আয়নায় দেখলাম, আমার সেই স্লিম চেহারাটা আর নেই। আমি পুরো ‘হাতি মেরে সাথী’! এরপর থেকে শীতকালীন আমেরিকায় মাফলার হল আমার ‘ইনবিল্ট অর্গ্যান’! আমি বলি শিরস্ত্রাণ! থাকতেন আজকে ভাস্করদা, তাঁকে ন্যাশভিলে টেনে এনে বলতাম, হে কবি, নিজের কবিতার প্যারোডি নিজেই লিখুন, ‘শীত কবে যাবে, সুপর্ণা’!

আমি অবশ্য অমন ধারা অনুনয়বিনয়ে নেই! আমি বৌকে উইল করে দিয়েছি, যদি আমাকে আমেরিকায় থাকতেই হয়, আমি থাকব উনো শীতের দক্ষিণে। দুনো শীতের উত্তরে নয়।

তা সে যত বড় রাজধানীই হোক ওয়াশিংটন ডিসি, সে আমার হৃদয়পুরে নেই। যত বিশাল মেগাসিটিই হোক না কেন নিউ ইয়র্ক, আমি সেখানে নেই! যত ব্যাপক ইতিহাসই থাক না কেন ফিলাডেলফিয়ায়, আমি বরং পাতিহাঁস হয়েই থাকব। যত হাইফাই বুদ্ধিজীবীই হোক না কেন বস্টন, আমি বাপু মেহনতি মানুষের কোনও ঘেমো শহরেই থাকতে চাই। এই মহানগরগুলো আসলে শহর নয়, এক একটা রেফ্রিজারেটার! কাজেই অপশন থাকলে আমি একটা ক্যালিফোর্নিয়া চাইব কিংবা ফ্লোরিডা অথবা টেক্সাস!

আমাদের লাটসাহেবের যদি দার্জিলিংয়ে গ্রীষ্মাবাস থাকতে পারে, তাহলে আমার কেন শীতাবাস থাকবে না! যদিও দূরের মাঠ সবসময় সবুজতর লাগে! ওইসব গরমাগরম রাজ্যের এমন অনেক বাসিন্দাকে জানি, যারা বৌয়ের হাতে বোনা সোয়েটার পরতেই পারেনি! সেগুলি বছরের নয় মাসই ন্যাপথলিনের হাব! বাকি তিন মাস ওইসব সোয়েটার বগলে নিয়ে ‘শীত কোথা পাই’ বলতে বলতে উত্তরে ছোটে সেইসব রাজ্যবাসী। আর তাদের শূন্যস্থান পূরণ করতে শীতের ছুটিতে আমরা ছুটি ফ্লোরিডা বা ক্যালিফোর্নিয়ার সাগরপারে কিংবা ঘোর তুষারদিনে আমরা যাই টেক্সাসে দাঁত শিরশির করা আইসক্রিম খেতে!

যদিও জলবায়ুর পরিবর্তন বদলে দিয়েছে ঠান্ডা-গরমের চিরাচরিত মার্কিন মানচিত্র। গত শীতেই বরফ পড়েছিল ক্যালিফোর্নিয়ায়। ফ্লোরিডায় তুষারপাত। টেক্সাসে তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রির নীচে। এমনও দেখেছি, গরমের ভরা মাসেও, জুন জুলাইয়ে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন বা ইয়েলো স্টোন বা ডিজনিল্যান্ডে গিয়ে, আর কিছু না পেয়ে হোটেলের ঘরের বেডশিট আর টাওয়েল গায়ে মাথায় জড়িয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে, শীতের চোটে! আবার ফেব্রুয়ারির কালঠান্ডায় নায়াগ্রা গিয়েও অনেকে ফ্রোজেন ফলস দেখতে পায়নি। কিংবা নভেম্বরের নিউ ইয়র্কে পোর্টেবল ফ্যান হাতে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে ট্যুরিস্টদের!

আসলে শীত-গ্রীষ্মের ব্যাপারে সাধনদার ফিলজফিকেই স্বীকৃতি দিয়েছে মার্কিন মিটিওরলজি। উষ্ণতার সঙ্গে ঠান্ডা গরমের হিসেবটা আসলে পার্সোনাল ফিলিং। সেজন্যই আমেরিকার আবহাওয়া দপ্তর তাপমাত্রার পাশাপাশি ‘ফিল লাইক’ বলে একটা মানোল্লেখ করে। এমনি তাপমাত্রা স্বাভাবিক হলেও, মেঘ বৃষ্টি বাতাসের কারণে ‘ফিল লাইক’ তার অনেক নীচে হতে পারে। মার্কিনরা সেই হিসেব কষেই পোশাক-আশাক পরে। আমাদের মতো প্রবাসীদের আবার আরেক জ্বালাতন! ডিগ্রিতে তাপমাত্রা বুঝতে গিয়ে আমাদের মানসাঙ্ক করতে হয়, সেই সেলসিয়াস বনাম ফারেনহাইট ফর্মুলা। ঠিক যেভাবে আমরা টাকা আর ডলারের তুল্যমূল্য বিচার করি।

এতক্ষণ তাপমাত্রার মানচিত্রের উত্তর দক্ষিণের যে কাটাকুটি খেলা হল, তা পৃথিবীর সব দেশেই হয়। পাহাড় মরু সাগর সমতলে ফারাক থাকে ‘একটু উষ্ণতার জন্য’! আমেরিকার ইউনিক ব্যাপারটা হল, এলাকাভিত্তিক সময়ের বিভিন্নতা। খুব তামাশার কথা যে, একই রাজ্যের নানা অঞ্চলের সময় নানারকম। আমাদের টেনেসি প্রদেশের ন্যাশভিলের চেয়ে সময়ে এক ঘণ্টা এগিয়ে রাজ্যেরই অন্য শহর নক্সভিল। আবার নক্সভিল আর দক্ষিণের জর্জিয়া রাজ্য এবং উত্তরের ওয়াশিংটন, নিউ ইয়র্ক ও পেনসিলভেনিয়ার সময় অভিন্ন। আর যে উত্তরেও নেই দক্ষিণেও নেই, সেই ক্যালিফোর্নিয়া আবার টেনেসির চেয়ে সময়ে দুই ঘণ্টা পিছিয়ে।

কিন্তু শীত বলতে গিয়ে অচানক সময় এল কেন?

শীত এলেই দিন ছোট হয়ে যায়, যা ঠান্ডার ডাইমেনশন বদলে দেয়। অন্ধকার যত গভীর হয়, শীত যেন ততই গভীরতর হয়। সেই শীতল আঁধারে মনে নেমে আসে মেলানকোলি! অফিস থেকে ফেরার পথেই স্ট্রিট লাইটহীন আমেরিকার দখল নেয় ঘুটঘুটে অন্ধকার। গাড়ির হেডলাইটের আলোয় ভেসে ওঠে সাপের মতো কালো কুচকুচে রাস্তা! অমনি আমাদের আগন্তুক দেহমন শিরশির করে ওঠে, গায়ে কাঁটা ফোটায় কসাইয়ের মতো শীত! পরভূমি যেন আরও অজানা লাগে! ‘ফুল নেই, পাখি ডাকে না, নাম ধ’রে ভরা গলায় ডাকে না কেউ; অচেনা দেশ, অস্থায়ী ঘর, শূন্য ঘরে নিঃসম্বল প্রাণ, আর বাইরে উত্তরের শীত, অন্ধকার,...’ (শীতরাত্রির প্রার্থনা, বুদ্ধদেব বসু)।

ভিনদেশের শীতে ইডেন থেকে অজয়বাবুর ক্রিকেটের ধারাভাষ্য নেই, ওয়েলিংটনে ভুটানি সোয়েটারের দোকান নেই, নলেন গুড়ের ফেরিওয়ালা নেই, বড়দিনের বাপুজি কেক নেই! পরদেশে শুধুই শীত, নিরালম্ব সাড়হীন সন্ত্রাসবাদী শীত! তবু শীতকে তো আসতেই হবে! শীতই তো বানিয়ে দেবে নববসন্তের সিংহদুয়ার। রবি ঠাকুর শীতকে নিয়ে গান বেঁধেছেন, ‘শূন্য করে ভরে দেওয়া যাহার খেলা/তারি লাগি রইনু বসে সকল বেলা’!

তুষারপাতে শুধু আনন্দ নেই, ব্যথা অনেক

সায়ন্তন দাস অধিকারী

ইউরোপ থেকে শীতকথা

বিলেতে থেকে ‘ব্রিটিশ ওয়েদার’ শব্দটা যেন জীবনের একটা অঙ্গ। প্রতি পদে হয় শুনতে হয় নয় অনুভব করতে হয়। ‘অনিশ্চিত’ শব্দটার আক্ষরিক অর্থই যে ‘ব্রিটিশ ওয়েদার’। এই রোদ তো ওই বৃষ্টি। বাইরে থেকে ঘুরতে আসা আর এখানে পাকাপাকিভাবে বসবাস করার মধ্যে একটা বিস্তর ফারাক আছে। ২০০৮ থেকে কাজের সূত্রে বিলেতে আসা-যাওয়া থাকলেও ২০১৭ থেকে আমার পাকাপাকিভাবে এই বিলেতেই বসবাস। এতদিনে ‘ব্রিটিশ ওয়েদার’-কে বাধ্যতামূলক মজ্জাগত করে নিতে হয়েছে।

আজকের আবহাওয়া ঠিক কেমন, এটা দেখে মোটামুটি বিলেতে কর্মরত ৯৯ শতাংশ মানুষই নিজেদের দিনের গতিবিধি ঠিক করে থাকেন। এটাই এখানে সব্বার বরাবরের অভ্যেস। আমাদের মতো কলকাতা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসা জনগণের তো আর সেই অভ্যেসটা নেই। ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছি, কলকাতায় হাওয়া দপ্তরের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো চটি বইয়ের চুটকিতেই স্থান পেয়ে এসেছে। তাই কর্মসূত্রে চল্লিশের পরে বিলেতে থাকতে এসে রোজকার ওয়েদার আপডেট দেখাটা আমার সিলেবাসের বাইরেই ছিল।

কলকাতা থেকে লন্ডনে আসাটা আমার কাছে ফেলুদার জটায়ুর ভাষায় ‘ফ্রম ফ্রাইং প্যান টু রেফ্রিজারেটর’। এই দেশে আট মাস ঠান্ডা থাকে। যদিও গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের চক্করে ইদানীং এখানে গরমকালে কী রকম একটা কলকাতা কলকাতা ফিলিং হচ্ছিল। তাতেও গরম ব্যাপারটা এখানে পরিযায়ী পাখির মতোই। ফলে ওই রেফ্রিজারেটরেই থাকার অভ্যেসটা করে নিতে হয়েছে। এখন ডিসেম্বরের শুরু। তাপমাত্রা রোজ টেনিস বলের মতো শূন্যের এদিক ওদিক করছে। সুয্যিমামা দেখা দিচ্ছেন প্রায় সকাল আটটায় আর বাই-বাই করছেন বিকেল চারটের আগে। এমনও হয়েছে যেখানে সুয্যিমামাও বোধহয় ভ্যাকেশনে দুবাই বেড়াতে গিয়েছিলেন। দিনের আলোটাই ফোটেনি।

এখানে এই সময় সুয্যিমামার দর্শন মিললেই লোকে উল্লাসে লাফিয়ে ওঠে। এপ্রিল থেকে অক্টোবর তাও ঠিক আছে, নভেম্বর থেকে মার্চের শুরু অবধি বিলেতের আবহাওয়া আমাদের জন্য বেশ বেদনাদায়ক। বিশেষ করে ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে ঠান্ডা আর সঙ্গে সারাক্ষণ বৃষ্টি। বোঝার উপায় নেই এটা ঠিক কোন কাল। শীত না বর্ষা। তার মধ্যে তো আছেই তুষারপাত। শুরুর দিকে বেশ ভালো লাগলেও পরে বুঝেছি ‘স্নো ফল’-এর ব্যথাটা। মোটামুটি ঘরবন্দি হয়ে থাকার অবস্থা হয়ে যায়। অনেকটা কলকাতার জলমগ্ন বর্ষার মতো।

খোদ লন্ডন শহরে বরফ বিশালভাবে না পড়লেও ফি বছরে কিছুদিনের জন্য তুষারপাত হবেই। আর কলকাতায় থাকার সময় কত গ্যাঁটের কড়ি খরচ করে এই বরফ দেখার জন্যই সিকিম-দার্জিলিং গিয়েছি। ঠান্ডা জায়গায় যাওয়ার সময় সবারই মাথায় তো ওই বরফটাই ঘোরে। কিন্তু এই বরফ যে কতটা চাপের হতে পারে এখানে না থাকলে বুঝতাম না। বছরখানেক আগে আমি কেন্টের রচেস্টারে থাকতাম। বিলেতে হাইওয়েকে মোটরওয়ে বলে। একবার মোটরওয়ে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। হালকা তুষারপাত চলছিল, কিন্তু হঠাৎ সেটা ব্যাপকভাবে শুরু হল। মোটরওয়েতে মাঝ রাস্তা থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে যাওয়ার কোনও উপায় থাকে না। নিমেষের মধ্যে রাস্তায় কয়েক ইঞ্চি পুরু বরফ। রাস্তার দু’পাশে সারি দিয়ে সব গাড়ি ইমার্জেন্সি লাইট জ্বালিয়ে দাঁড়িয়ে। বরফের উপর দিয়ে চাকা আর এগোচ্ছে না। চালাতে গেলে পিছলে যাচ্ছে। বিশ্বাস করুন, ইষ্টনাম জপ করতে করতে সেদিন কোনওমতে বাড়ি ফিরেছিলাম। দুরূহ অভিজ্ঞতা যাকে বলে। একবার যদি গাড়ি দাঁড়িয়ে যেত তাহলে গোটা রাতটা গাড়িতেই থাকতে হত। তাও ওই আবহাওয়ায়। কানাডা বা আমেরিকার একাংশের মতো এখানে রোজ বরফ পড়ে না বলে গাড়িতে উইন্টার টায়ার লাগানোর অভ্যেস নেই। ফলে বরফে বিপজ্জনকভাবে চাকা পিছলে যায়।

তবে বিলেতে এই শীতটাই হচ্ছে আক্ষরিক অর্থে ফেস্টিভ সিজন। নভেম্বরের শেষ থেকেই লন্ডনের অক্সফোর্ড স্ট্রিট সেজে ওঠে চোখধাঁধানো আলোকসজ্জায়। পাব-রেস্তোরাঁয় জায়গা পাওয়া দুষ্কর। আর একটা দিনের কথা না বললে নয়। বক্সিং ডে। এর নামকরণটা কেন হয়েছিল সেটা একলপ্তে বলতে না পারলেও এখানে ওই দিন দোকানে দোকানে যা মারামারি হয় তার থেকে বোঝাই যায় ওই নামকরণটা ‘পারফেক্ট’। বক্সিং ডে-র অভাবনীয় ডিসকাউন্টের জন্য এখানে জনতা সারা বছর ধরে অপেক্ষা করে। এখানে আসার পর প্রথম বছর বক্সিং ডে-তে একটা শপিং মলে গিয়েছিলাম। তাও সক্কাল সক্কাল। ওরে বাবা! মনে হল কলেজ স্কোয়ারের পুজো দেখতে গিয়েছি। কী ভিড়! দোকানগুলোতে চোখের পলক ফেলার আগে যে যা পারছে তুলে নিচ্ছে। একপলকে দেখলে মনে হবে নির্ঘাত লুঠতরাজ চলছে।

সত্যি কথা বলতে কী, ক্রিসমাসের সময় লন্ডন ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবা যায় না। দেখার মতো নিউ ইয়ারের উল্লাসও। লন্ডন আইয়ের সামনে হয় আতশবাজির ঝলকানি। ওটা দেখতেই আবার বিভিন্ন জায়গা থেকে সবাই লন্ডন আসেন। শীতের সময়ে আমার নিজের যাওয়ার অভিজ্ঞতা না থাকলেও ইউরোপের অন্য শহরগুলোও এই সময়টা সত্যিই উপভোগ করার মতো। ইউরোপের বহু নাম না শোনা শহরে এখন অনেকেই ঘুরতে যান। উইন্টার স্পোর্টসের জন্য। যেমন মধ্য জার্মানির এরফুর্ট কিংবা ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্বের গ্রেনোবল শহর। এখানে শীতে গড়পড়তায় মাসে ষোলো থেকে আঠারো দিন বরফ পড়ে।

ডিসেম্বরটা কোনওভাবে কেটে গেলেও জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারিতে ব্রিটেনের মিডল্যান্ড থেকে উত্তরে স্কটল্যান্ড অবধি বেশিরভাগ সময়টাই সাদা চাদরে মোড়া থাকে। মার্চের শেষে এপ্রিলের শুরুতেও প্রচুর তুষারপাত হতে দেখেছি ব্রিটেনের বিস্তীর্ণ জায়গায়। ওদিকে মার্চে কলকাতায় এসি ছাড়া থাকা যেত না।

বিলেতে থাকাকালীন একটা কথা ভালো বুঝেছি, এখানে শীতকাল বলে আলাদা করে কিছু নেই। আমি মাস দশেক হল ব্রিটেনের স্থায়ী নাগরিকত্ব পেয়েছি। কোনওদিনও ভাবিনি যে নিজের জন্মশহরের বাইরে, তাও এই সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে এসে বসবাস করব। শুরুর দিকে তাই মানিয়ে নিতে বেশ সমস্যা হচ্ছিল। কলকাতার পুরোনো অভ্যেসগুলোকে বাক্সবন্দি করে ফেলাটা ছিল বেশ চাপের। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সবটাই যে গা সওয়া হয়ে যায়। আমারও তাই হয়েছে। একেই আক্ষরিক অর্থে বলে ‘ফ্রম ফ্রাইং প্যান টু রেফ্রিজারেটর’।

বোধোদয়

রূপক সাহা

অঙ্কন : অভি

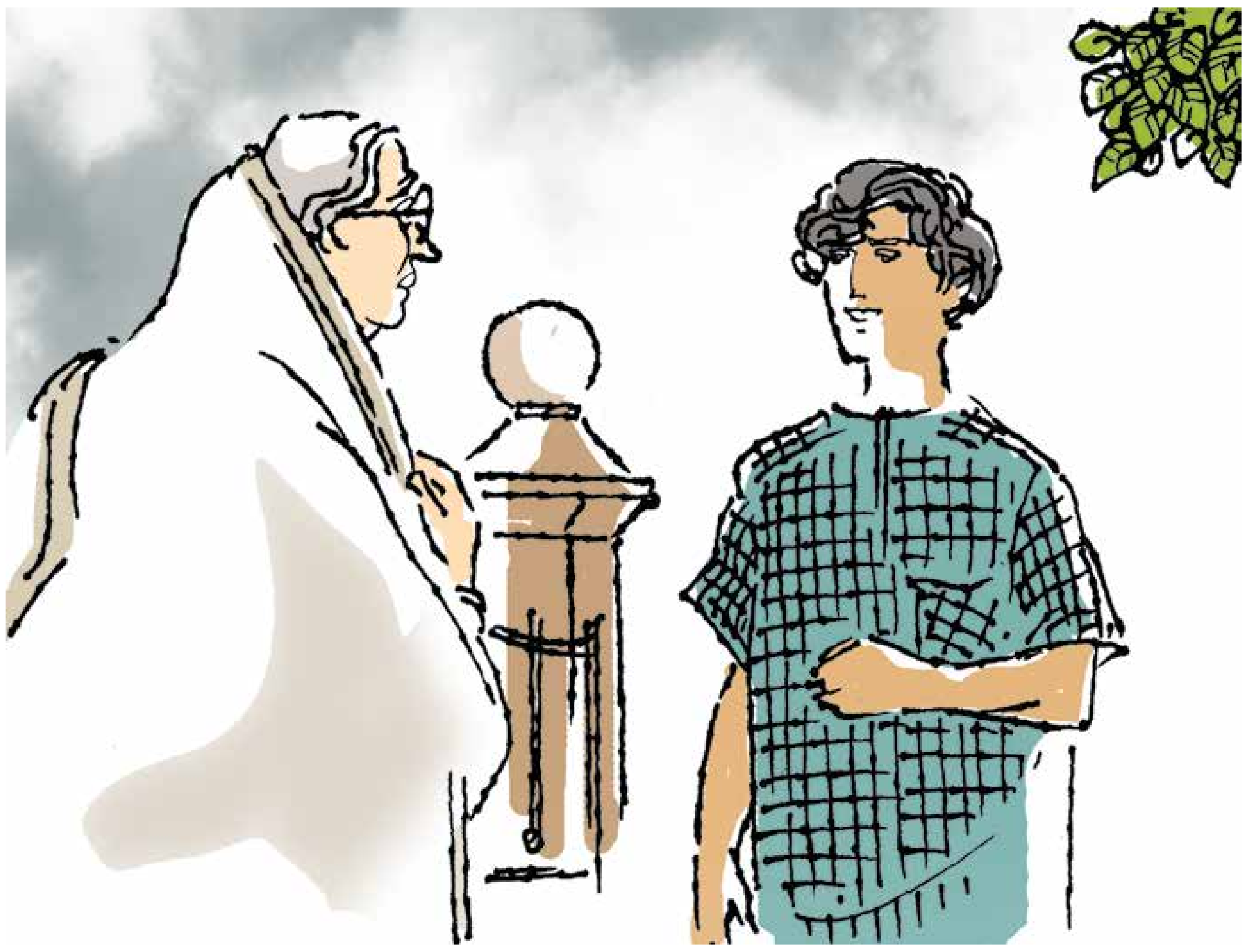

ছেলেটা অনেকক্ষণ ধরে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। জানলার ধারে এসে বসা মাত্তর ওকে চোখে পড়েছিল ধরিত্রীর। বয়স সতেরো আঠারোর মধ্যে। পরনে সাদা হাফ হাতা পাঞ্জাবি, ঢোলা পায়জামা। দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিতে কেমন যেন কুণ্ঠার ছাপ। ইচ্ছে করলে প্যান্ডেলের ভিতর এসে বসতে পারত। হয়তো কোনও পরিচিত মুখ দেখতে পায়নি। কার লোক, ধরিত্রী বুঝতে পারছিলেন না।

অচেনা কাউকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় অবশ্য ধরিত্রীর এখন নেই। স্বামীর শ্রাদ্ধের কাজটা যাতে নির্বিঘ্নে হয়ে যায়, সেই কারণেই তিনি এসে বাসরে বসেছেন। স্বামী নিরঞ্জন ছিলেন বাম পার্টির কর্মী। পারলৌকিক ক্রিয়ায় বিশ্বাস করতেন না। নিজে কখনও কারও শ্রাদ্ধে যেতে চাইতেন না। এমনকি, নিজের মায়ের শ্রাদ্ধেও গরহাজির ছিলেন। এ নিয়ে পরে খুব মনকষাকষি হয়েছিল ভাশুরের সঙ্গে। একবার ছেলেকে নিরঞ্জন বলেও দিয়েছিলেন, ‘পুরুতমশাইয়ের কথা কানে নিবি না। পরলোক বলে কিছু নেই। আমি মারা যাওয়ার পর আমার শ্রাদ্ধ করিস না। মৎস্যমুখে চর্বচোষ্য খাওয়ানোর ব্যবস্থা তো একদমই নয়।’

বাপ্পা অর্থাৎ সুরঞ্জন অবশ্য বাবার কথা মানেনি। আইটি সেক্টরে বড় চাকরি করে। বৌমাও একটা মাঝারি ধরনের কর্পোরেট কোম্পানির এইচআরডিতে আছে। বিয়ের চার বছর কেটে যাওয়া সত্ত্বেও এখনও ওদের কোনও সন্তানাদি হয়নি। দুজনেই স্ফূর্তিবাজ, সপ্তাহান্তের ছুটিতে ক্লাবে গিয়ে পার্টি করে। বাড়িতেও সুযোগ পেলেই হল। নিজেদের জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী তো আছেই, বাপ্পা একবার নিরঞ্জনের জন্মদিনেও একটা অনুষ্ঠান করতে চেয়েছিল। চুরাশিতম জন্মদিনে। বলেছিল, বিদেশে ওই জন্মদিনটা লোকে ধুমধামের সঙ্গে পালন করে। কারণ, ওই বয়সে নাকি জীবনে একটা বিরল অভিজ্ঞতা হয়। লোকে হাজারতম পূর্ণিমা দেখার সুযোগ পায়। নিরঞ্জন রাজি হননি। হুজুগেপনা একদম বরদাস্ত করতেন না। উনি একটাই আশঙ্কায় ভুগতেন, পার্টির কমরেডরা কী বলবে!

স্বামী নিরঞ্জন ছিলেন বাম পার্টির কর্মী। পারলৌকিক ক্রিয়ায় বিশ্বাস করতেন না। নিজে কখনও কারও শ্রাদ্ধে যেতে চাইতেন না। এমনকি, নিজের মায়ের শ্রাদ্ধেও গরহাজির ছিলেন। এ নিয়ে পরে খুব মনকষাকষি হয়েছিল ভাশুরের সঙ্গে। একবার ছেলেকে নিরঞ্জন বলেও দিয়েছিলেন, ‘পুরুতমশাইয়ের কথা কানে নিবি না। পরলোক বলে কিছু নেই।’

শ্রাদ্ধবাসরের একদিকে টেবিলের উপর নিরঞ্জনের একটা বড় ছবি বসানো আছে। হাস্যোজ্জ্বল একটা মুখ। সাদা ফুলের স্টিক, আর মালায় সেই মুখটা প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। ছবিটা উপহার দিয়েছিল খবরের কাগজের এক ফোটোগ্রাফার। পার্টি প্রথমবার ক্ষমতায় আসার কয়েকদিন পরে ব্রিগ্রেডে বিজয় সমাবেশে তোলা। সব নামী নেতা পরপর বসে। কোনও একটা কারণে মঞ্চে উঠেছিলেন বোধহয় নিরঞ্জন। ছবিটা সেইসময় তোলা। শ্রাদ্ধের কার্ডের জন্য ছবি বাছার সময় বাপ্পা আর বৌমা মিলে এই ছবিটাই পছন্দ করে। স্টুডিওতে গিয়ে অবশ্য নেতাদের মুখগুলো বাদ দিয়ে দেয়। তাঁরা অনেকেই আর বেঁচে নেই। পার্টিও আর বারো বছর ক্ষমতায় নেই।

নিরঞ্জনের কোনও ইচ্ছের গুরুত্ব দেয়নি বাপ্পা। ধরিত্রীকে সাফ বলেছিল, ‘তোমাদের মাকুবাদ আলমারিতে তুলে রাখো তো মা। অ্যাদ্দিন যা চলে আসছে, আমি সেটাই ফলো করব। আমাকে বাধা দিতে এসো না।’ শুনে ধরিত্রী চুপ করে গেছিলেন। বাপ্পা ষোড়শ দানে শ্রাদ্ধের আয়োজন করেছে। ঘাটকাজের সময় অনেকেই ওকে বলেছিল, আজকাল ন্যাড়া না হলেও চলে। কিন্তু ও মানেনি। বাবুঘাটে গিয়ে কামিয়ে এসেছে। ওর বৌ পৃথাও কম যায় না। অফিস থেকে দু’সপ্তাহের ছুটি নিয়ে দুজনেই নিষ্ঠাভরে অশৌচ পালন করেছে। পৃথা এমন চৌকশ, জানে কোথায় কীভাবে চলতে হয়। তাঁতের সস্তা শাড়ি পরে সকাল থেকে ও ছুটে বেড়াচ্ছে। পুরুতমশাই তো একবার বলেই ফেললেন, ‘কপাল করে এমন বৌমা পেয়েছেন মাসিমা। ও না থাকলে সকাল আটটার মধ্যে শ্রাদ্ধের কাজ শুরুই করতে পারতাম না।’

আত্মীয়স্বজন সবাইকেই বাপ্পা নেমতন্ন করেছে। নিরঞ্জন যে প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করতেন, সেখানকার কয়েকজন কর্মীকেও বাদ দেয়নি। কোম্পানিটা কবে উঠে গেছে। কিন্তু পুরোনো কলিগদের সঙ্গে সম্পর্কটা অ্যাদ্দিন টিকিয়ে রেখেছিলেন নিরঞ্জন। বাপ্পা একবার জিজ্ঞেস করেছিল, ‘বাবার মাকু বন্ধুদের কি নেমতন্ন করার দরকার আছে মা?’ গলায় স্পষ্টতই ব্যঙ্গের সুর লক্ষ করে ধরিত্রী উত্তর দিয়েছিলেন, ‘তোর যদি ইচ্ছে হয়, করবি। আর কাউকে ডাকিস বা না ডাকিস, মানসকাকাকে ভুলিস না। উনি সাহায্য না করলে তুই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হতে পারতিস না।’

পুরুতমশাই তিলতর্পণের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। আসনে বসে পুরুতমশাইয়ের সঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ করছে বাপ্পা। চুল কামানোর পর থেকে ওর চেহারাটা ভারিক্কি দেখাচ্ছে। ওর বয়স এখন চৌত্রিশ। কিন্তু দেখায় আরও বেশি। চুলে ইতিমধ্যেই পাক ধরেছে। কেউ দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বাপ্পা অবশ্য হেসে উড়িয়ে দেয়। বলে, ‘আইটি সেক্টরে কাজের চাপ কতটা, তোমাদের কোনও ধারণা নেই। এক একটা বছর কাটে, আর বয়স বাড়ে দু’বছর করে। পঁয়তাল্লিশের পর কী হবে, জানি না। শোনো মা, দেশোদ্ধারে নেমে তোমরা যে কৃচ্ছ্রসাধন করেছ, তার কোনও মানে নেই। আমরা যতটা পারি, ততটা এনজয় করে নিচ্ছি।’ নিরঞ্জনের সঙ্গে এখানেই বাপ্পার ফারাক টের পেতেন ধরিত্রী। চাকরি পাওয়ার এক বছরের মধ্যে ও আই টেন কিনেছিল। গাড়িতে জোরে মিউজিক চালিয়ে রোজ বাড়ি ফিরত। নিরঞ্জন অস্বস্তি অনুভব করতেন শুনে। লোকে কী বলবে?

শ্রাদ্ধের কাজ শেষ হতে ঘণ্টা আড়াই লাগবেই। অলস চোখে ফের জানলার বাইরে তাকালেন ধরিত্রী। সাদা হাফ হাতা পাঞ্জাবি আর ঢোলা পায়জামা পরা ছেলেটাকে ফের চোখে পড়ল। এখনও গেটের সামনে দাঁড়িয়ে। ডেকোরেটার বা কেটারারের লোক কি না, ধরিত্রী বুঝতে পারলেন না। গেটের সামনে একটা এসইউভি এসে দাঁড়াল। দরজা খুলে মানসদার সঙ্গে আরও কয়েকজন কমরেড গাড়ি থেকে নেমে এলেন। ওঁরা একটা সময় পার্টির হোমরাচোমরা ছিলেন। কার গাড়িতে এলেন? পার্টি যখন ক্ষমতায় ছিল, তখন দামি গাড়িতে ওঠার আগে নিরঞ্জনরা লোকলজ্জার ভয় পেতেন। বাড়িতেও ধরিত্রী সবসময় তটস্থ হয়ে থাকতেন, যাতে বড়লোকোমির গাল কেউ না দেয়। নিজের পুরোনো শাড়ি কেটে তিনি জানলায় পর্দা ঝোলাতেন। চেষ্টা করতেন এমনভাবে থাকতে, যাতে প্রতিবেশীদের ধারণা হয়, সাচ্চা কমিউনিস্টের বাড়ি।

বাড়িতে ঢোকার সময় সাদা হাফহাতা পাঞ্জাবি পরা ছেলেটার সঙ্গে একবার কথা বললেন মানসদা। উনি যখন চেনেন, তা হলে ছেলেটা পার্টিরই কেউ হবে। নিশ্চিন্ত হয়ে শ্রাদ্ধবাসরের দিকে মন দিলেন ধরিত্রী। দেখলেন, পিণ্ড দিয়ে অশৌচগ্রস্ত দেহের প্রায়শ্চিত্তের কাজ শুরু করেছেন পুরুতমশাই। একেকটা পিণ্ডে একেকটা অঙ্গ। মন্ত্রোচ্চারণ থেকে ‘বক্ষ’ শব্দটি শোনার পর বিষণ্ণবোধ করতে লাগলেন ধরিত্রী। নিরঞ্জনের যাবতীয় শারীরিক সমস্যার উৎস ছিল ওই বক্ষপ্রদেশ। দিনে তিরিশটার কাছাকাছি সিগারেট খেতেন। ধরিত্রী অনেক মান–অভিমান করা সত্ত্বেও আটকাতে বা কমাতে পারেননি। ইলেকশনে হেরে পার্টি যেদিন ক্ষমতাচ্যুত হল, সেদিনই টিভি দেখতে দেখতে বাড়িতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন নিরঞ্জন। অক্সিজেন লেভেল সত্তর, পালস রেট একশো চল্লিশ।

ডাক্তার বলেছিলেন, ‘হার্ট অ্যাটাক। ভগবানকে ডাকুন।’ কমিউনিস্টরা ভগবান মানেন না। দুই ননদ লোকনাথ বাবা আর সাইবাবার ভক্ত। ওরাই মানত করেছিল। বাবাদের কৃপায় কি না জানেন না, হাসপাতাল থেকে নিরঞ্জন ছাড়া পান প্রায় দু’সপ্তাহ পর। প্রায় আড়াই লাখ টাকা খরচ হয়ে গেছিল বাপ্পার। একগাদা টেস্টের পর ডাক্তার সাবধান করে দেন, ‘আর একটাও সিগারেট নয়। ফের অ্যাটাক হলে হাসপাতালে আসার সময় পাবেন না।’ নিরঞ্জন কথা দিয়েছিলেন, ধূমপান করবেন না। ধরিত্রী বিশ্বাস করেছিলেন সে কথা। কিন্তু বাপ্পা সেকথা মানতে চাইত না।

নিরঞ্জন পার্টি অফিসে যাতায়াত শুরু করার পর বাপ্পা প্রায়ই বলত, ‘সিগারেট একেবারে ছেড়ে দেওয়া খুব কঠিন। বাবাকে চোখে চোখে রেখো কিন্তু মা। একটা দুটো করে খেতে খেতে অনেকেই ফের পুরোনো অভ্যাসে ফিরে যায়।’ কথাগুলো শুনে প্রথম প্রথম ধরিত্রীর ভালো লাগত না। নিরঞ্জন বাইরে থেকে ঘরে ঢোকার পরই তিনি আঙুল শুঁকে দেখতেন, ধোঁয়ার গন্ধ পাওয়া যায় কি না। নাহ, কোনওদিন পাননি। বাপ্পাকে তিনি বলতেন, ‘তোর সন্দেহটা ঠিক নয় রে। তোর বাবা আমাকে কথা দিয়েছে, খেলাপ করবে না।’ পার্টি অফিসে কমরেডদের কাছে ধরিত্রী যখন জানতে চাইতেন, তখন ওঁরা বলতেন, ‘ফালতু ভয় পাচ্ছেন বৌদি। আমাদের নিরুদা ম্যান অফ ওয়ার্ডস।’

‘সিগারেট কিনতেন’ কথাটা শুনে ধরিত্রীর মাথা হঠাৎ ঘুরে উঠল। বোধহীন শূন্য চোখে তিনি বলরামের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কী বলছে বলরাম! নিরঞ্জন লুকিয়ে সিগারেট খেতেন নাকি? কাকে বিশ্বাস করেছিলেন তিনি? আস্থা, ভরসা, নির্ভরতা কথাগুলো তা হলে অর্থহীন? ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন ধরিত্রী। নিরঞ্জন যা বলতেন, বা বোঝাতেন, সব ভুল, সব মিথ্যে!

নিরঞ্জন ভালোই ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ একদিন পার্টি অফিস থেকে ফিরে বুকে হাত দিয়ে শুয়ে পড়লেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময়টাও দিলেন না। কানাঘুষোয় ধরিত্রী শুনেছিলেন, বারো–তেরো বছর আগে পার্টিগত রেষারেষি নিয়ে এক অভিযোগ... পার্টি অফিসে সেদিন দুর্নীতির তদন্ত করতে এসেছিল পুলিশ। এক প্রোমোটারকে দিয়ে পুলিশ কমপ্লেন করিয়েছিল, নিরঞ্জন না কি ঘুষ নিয়েছিলেন। কথাটা বাপ্পার কানে পৌঁছাতে দেননি ধরিত্রী। চেপে গেছিলেন এই ভেবে, ও শুনতে পেলে বামপন্থীদের সততা নিয়ে ফের কটাক্ষ করবে।

মানসদা এসে দাঁড়িয়েছেন শ্রাদ্ধবাসরে। নিরঞ্জনেরই বয়সি, এখনও সোজা হয়ে হাঁটেন। জানলার পাশ থেকে উঠে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন ধরিত্রী। এই মানুষটা না থাকলে নিরঞ্জনের সঙ্গে তাঁর বিয়েটাই হত না। তখন পার্টি অফিসের চিলেকোঠায় থাকতেন নিরঞ্জন। বেলঘরিয়া থেকে গড়িয়ার স্কুলে রোজ পড়াতে যেতেন ধরিত্রী। মিটিং, মিছিলে প্রায়ই দুজনের দেখা হত। নিরঞ্জন তখন পঁয়তাল্লিশ, ধরিত্রী আটত্রিশ। একটু বেশি বয়সেই চার হাত এক করে দিয়েছিলেন মানসদা। পার্টি অফিসেই সইসাবুদ... চা– সিঙ্গাড়া খাওয়া। বিক্রমগড়ের রিফিউজি কলোনিতে ঘরভাড়া নিয়ে নতুন জীবন শুরু করেছিলেন দুজন। চল্লিশ বছরের দাম্পত্য জীবন। কোনওদিন বিশ্বাসভঙ্গের কারণ ঘটেনি।

মানসদা নীচু গলায় কথা বলছেন। বজবজে পার্টির এক কর্মী খুন হয়েছেন সকালে। দেওয়াল লিখন নিয়ে লড়াই। পিটিয়ে মারার কেস। সবাই জানে, হত্যাকারীরা রুলিং পার্টির গুন্ডা। পুলিশ তাদের ধরেনি। থানা ঘেরাও করার জন্য এখুনি সেখানে যেতে হবে। তাই বেশিক্ষণ থাকতে পারবেন না। মানসদাকে আটকে রাখার চেষ্টা করলেন না ধরিত্রী। নিরঞ্জন বেঁচে থাকলে তিনিও বজবজে দৌড়াতেন। চার দশক আগে, পার্টি তখনও ক্ষমতায় আসেনি। একবার হাজরার মোড়ে মিছিলে গিয়ে নিরঞ্জনও গণপিটুনির শিকার হয়েছিলেন। মাথায় কুড়িটা সেলাই পড়েছিল। পাঁজরের হাড় ভেঙেছিল। পার্টির মেয়েরা আড়াল করে না দাঁড়ালে নিরঞ্জন বাড়ি ফিরতে পারতেন না।

মানসদাদের গাড়িতে তুলে দিয়ে গেটের মুখে এসে সেই ছেলেটার মুখোমুখি হলেন ধরিত্রী, ‘অনেকক্ষণ ধরে দেখছি, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে। কার কাছে এসেছ বাবা?’

ছেলেটা বলল, ‘সুরঞ্জনবাবুর কাছে।’

পায়জামা পরা কেউ বাপ্পার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, এমনটা কখনও চোখে পড়েনি ধরিত্রীর। ওদের জগৎটাই আলাদা। সুইগি, শপিং মল, পেটিএম, নেটফ্লিক্সের ওয়েব সিরিজ নির্ভর জীবন। ধরিত্রী জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমাকে তো আগে কখনও দেখিনি।’

‘দেখবেন কী করে মা? আমি যে আগে কখনও আসিনি।’ বলতে বলতে ঢিপ করে একটা প্রণাম করল ছেলেটা। তার পর বলল, ‘আমি বলরাম মা। জোনাল পার্টি অফিসের গায়ে আমার পান–বিড়ি, ঝালমুড়ির দোকান আছে। দোকানটা আগে আমার বাবা চালাতেন। মুরলী পণ্ডা... আপনি চিনতেন। তখন তো রোজই আপনি পার্টি আপিসে যেতেন।’

ওহ, মুরলীর ছেলে! এইবার চিনতে পারলেন ধরিত্রী। হাফ প্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরা অবস্থায় ছেলেটাকে প্রায়ই দোকানের সামনে দেখতেন। সে দশ–বারো বছর আগের কথা। তারও আগে পার্টির অফিস ছিল বিক্রমগড় সিগন্যালের কাছে। রংকল বস্তির সামনে। পার্টি ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার পর রুলিং পার্টির ছেলেরা সেই অফিস দখল করে নেয়। পাততাড়ি গুটিয়ে নিরঞ্জনরা চলে যান বিক্রমগড় বাজারের কাছে। সেখানেই মুরলীর পান–বিড়ির দোকান ছিল। কথাটা মনে হতেই ধরিত্রী বললেন, ‘সুরঞ্জনবাবু খানিক আগে শ্রাদ্ধে বসেছেন। উঠতে অনেক সময় লাগবে। ওকে কেন দরকার, আমাকে তুমি বলতে পারো।’

বলরামের গলায় কুণ্ঠা, ‘নিরঞ্জনকাকার কাছে আমি হাজারখানেক টাকা পেতাম। রোজ আমার কাছ থেকে উনি সিগারেট কিনতেন। অনেকদিন পার্টি অফিসে যাচ্ছেন না। টাকাটা তাই ওঁর কাছে চাইতে এসেছিলাম। কিন্তু খানিক আগে মানসবাবু বলে গেলেন, উনি নেই। টাকাটা সুরঞ্জনবাবুর কাছে চাইতে।’

‘সিগারেট কিনতেন’ কথাটা শুনে ধরিত্রীর মাথা হঠাৎ ঘুরে উঠল। বোধহীন শূন্য চোখে তিনি বলরামের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কী বলছে বলরাম! নিরঞ্জন লুকিয়ে সিগারেট খেতেন নাকি? কাকে বিশ্বাস করেছিলেন তিনি? আস্থা, ভরসা, নির্ভরতা কথাগুলো তা হলে অর্থহীন? ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন ধরিত্রী। নিরঞ্জন যা বলতেন, বা বোঝাতেন, সব ভুল, সব মিথ্যে! শ্রাদ্ধবাসর থেকে পুরুতমশাই আর বাপ্পার গলা ভেসে আসছে। গমগম করছে ওদের কণ্ঠস্বর। চট করে নিজেকে সামলে নিলেন ধরিত্রী। বাপ্পারা... এই প্রজন্মের ছেলেরা কত বুদ্ধিমান। কত আগে ওরা ধরে ফেলেছে, ভোগবাদী সমাজে ক্রমক্ষয়িষ্ণু এক মতবাদ আঁকড়ে ধরার কোনও প্রয়োজন নেই।

বৃষ্টি না হলে রামধনুর দেখা পাওয়া যায় না। ধরিত্রীর মনে হল, তিনি বৃষ্টিতে ভিজছেন। জীবনসায়াহ্নে এসে হয়তো সত্যের রামধনু দেখতে পাবেন। বলরামকে তিনি বললেন, ‘তুমি দিনকয়েক পরে এসো বাবা। সুরঞ্জনবাবুর সঙ্গে দেখা করার দরকার নেই। টাকাটা তুমি আমার কাছ থেকে নিয়ে যেও।’

এডুকেশন ক্যাম্পাস

শ্রেয়া মাহাতো, তৃতীয় শ্রেণি, মারাখাতা জুনিয়ার বেসিক স্কুল, আলিপুরদুয়ার।

তাহান ব্যানার্জি, প্রথম শ্রেণি, সেক্রেড হার্ট পাবলিক স্কুল, আলিপুরদুয়ার।

সুতপা বর্মন, চতুর্থ শ্রেণি, দিনহাটা শিশুমহল স্কুল, কোচবিহার।

রংদার রোববারের জন্য লেখা পাঠান ubsrobbar@gmail.com
লেখা পাঠাতে হবে ইউনিকোডে টাইপ করে ওয়ার্ড ফাইলে।

বিশেষ সাক্ষাৎকারে পিসি সরকার

জাদুকরের হাতে ম্যাজিকের জন্ম হয় না

অতীন্দ্র দানিয়াড়ী

একদিন সকালবেলায় আমার বন্ধু সমরের বুকফাটা কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমার স্ত্রী বললেন, দেখো না সমরবাবুর ছেলেটা মাত্র আঠারো বছর বয়সে মারা গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পাশের বাড়িতে সমরের কাছে পৌঁছাতেই সে কান্না থামিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, 'ওই দ্যাখো পিসি সরকার এসে গেছে। এবার আমার ছেলে ঠিক বেঁচে উঠবে। এটা পিসি সরকারের কাছে এক মিনিটের খেল।' আমি পাথরের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে আমি ওকে বললাম, সমর, আমি তো মঞ্চে অভিনয় করি। আমি কাউকে বাঁচাতে বা মারতে পারি না। সমর কিছুতেই আমার কথা বিশ্বাস করল না, তার বদ্ধমূল ধারণা ছিল, আমি জাদুবলে ওর ছেলেকে বাঁচিয়ে দিতে পারি। সে বলল, 'কত টাকা লাগবে বল, আমি দেব। তুই তো সব পারিস, দে না আমার ছেলেটাকে বাঁচিয়ে'। সেদিন সমরের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে না পারলেও একটা কথা বুঝেছিলাম, সাধারণ মানুষের কাছে ম্যাজিক মানে কী?'

কথাগুলো বলতে বলতে সময়ের আবর্তে হারিয়ে যাচ্ছিলেন পিসি সরকার, যাঁর কাছে জীবনের মানেটা একটু অন্যরকম। মঞ্চে জাদুর মায়ায় যিনি আচ্ছন্ন করে রাখেন দর্শকদের আর নিজে আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন জীবন মঞ্চের মায়ার খেলায়।

আপামর বাঙালির গর্বের সেই আইকনের খবর নিতেই গিয়েছিলাম তাঁর বাড়িতে। জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছেন? উত্তরে বললেন, 'আপনি যখন আজ আমার বাড়িতে পৌঁছে আমাকে টেলিফোন করলেন, তখন আমি কাঁদছিলাম। একান্ত অনুভবে আমি আমাদের ভবিষ্যৎকে দেখার চেষ্টা করছিলাম। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে ভাবলাম, সব রাতের পরেই তো ভোর আসে। সেই পবিত্র প্রভাতসূর্যের জন্যই আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।'

নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম তাঁর দিকে। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীর চোখে জল? যিনি এক লহমায় লোহার সিন্দুকে শিকল বাঁধা অবস্থায় নদীর নীচ থেকে বেরিয়ে আসেন, হাজার হাজার চোখের সামনে জ্যান্ত মানুষকে দু'টুকরো করে আবার জুড়ে দেন, তিনি কাঁদছেন?

তাঁর অজস্র কাজের মধ্যে অন্যতম স্মরণীয় এক কীর্তি হল, বর্ধমানের খানা জংশনের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা আস্ত একটা মেল ট্রেনকে উধাও করে দেওয়া। নির্দিষ্ট জায়গা এবং উপযুক্ত পরিবেশ এই ম্যাজিকের জন্য অপরিহার্য ছিল। যেখানে তিনি ওই জাদুর খেলা দেখিয়েছিলেন। এখন প্রশ্ন করলে সে নিয়ে কথা বেশি বলতে চান না। 'তার আশপাশে যদি কোনও জীবিত প্রাণী থাকত, তাহলে তার ক্ষতি হতে পারত। এই ম্যাজিকের জন্য নির্দিষ্ট ইনস্ট্রুমেন্ট, দক্ষ সহকারী এবং সম্পূর্ণ বিঘ্নবিহীন পরিবেশ ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একটা শুটিং করব এই মর্মে আমরা রেলের কাছে আবেদন করি। ট্রেন ভ্যানিশ করে দেব বললে রেল অনুমতি দিত না।' নির্দিষ্ট দিনে রেলের লাইন চেকিং ট্রলিতে চেপে ডিআরএম, প্রধান বিচারপতি এবং আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছিলেন। এই ইন্দ্রজাল করার জন্য প্রায় তিন বছর ধরে তিনি জায়গা খুঁজেছেন। তারপর খানা জংশনের কাছে তৈরি হয়েছিল ইতিহাস। আজও সেই অবিশ্বাস্য ঘটনা মানুষের মুখে মুখে ফেরে।

সেই ইতিহাসের স্রষ্টা পিসি সরকারের চোখে জল? কেন?

'আমি একজন ম্যাজিসিয়ান। ম্যাজিক দিয়েই আমার পরিচিতি। আমার দৃষ্টিকোণে ম্যাজিক কী? জনগণের কাছে তার প্রভাব কতটা? জাদুকরের দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীটা কেমন? সেটাই আমার অনুভব, আমার অভিব্যক্তি। আমি ভবিষ্যপুরাণ পড়ছি। এটা কিন্তু জ্যোতিষ চর্চার জন্য নয়, এই জানাটা নিজেকে জানার একটা প্রয়াস, একটা দৃষ্টিকোণ। সেই দৃষ্টিকোণটা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত না হলে অনেককিছুই বোধহয় বাকি থেকে যায়। ছোটবেলায় দেখতাম, যারা সায়েন্স পড়ে তারা খুব ভালো ছেলে আর আর্টস পড়া ছেলেরা একটু পিছিয়ে পড়া। আসলে কি তাই?' তারপর যোগ করলেন, 'ভেবে দেখুন, সায়েন্স কিন্তু ব্র্যাকেট দিয়ে শুরু, ব্র্যাকেট দিয়ে শেষ কিন্তু দর্শন? তার শুরু কোথায়? শেষ বা কোথায়? ধর্মের ক্ষেত্রেও এই কথা বলা যায়। সব ধর্মই হয়তো মানুষের মঙ্গলের জন্যই হয়েছে, কিন্তু সনাতনী ধর্মের কোনও শুরু বা শেষ নেই। সেই সনাতনী ভাবধারার গভীরতায় মানুষ হারিয়ে যায়।'

এক অসাধারণ জীবনবোধের মধ্যে ডুবে থেকে জীবনকে অনুভব করতে করতেই বেঁচে আছেন তিনি। তাঁর মতে বেঁচে থাকাটাও একটা জাদু, ইন্দ্রজাল। যে জাদুই তাকে পরিচিতি, ভালোবাসা, সম্মান সব দিয়েছে। সেই জাদুর জগৎ আজ কেমন আছে? কী তার ভবিষ্যৎ? সাধারণভাবে ম্যাজিক মানেটাই বা কী? তিনি বললেন, 'ম্যাজিকও কিন্তু ওই সনাতনী ধর্মের মতোই গভীর, অনন্ত। রবীন্দ্রনাথের 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার পরে' এ ভাবনাকে অনুভব করতে হয়। ঘাড় ধরে পায়ের মধ্যে গুঁজে দিলেই ওই ভাবনাকে অনুভব করা যায় না। ম্যাজিকও একান্ত অনুভবের প্রকাশ। তিনি বললেন, 'ম্যাজিক শব্দটি কিন্তু ভারতীয় নয়, এটি আক্কাড শব্দ। এ কথাটাও সম্পূর্ণ সঠিক নয়। এটা পরিকল্পিতভাবে গুলিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা। সম্মিলিত জ্ঞানভাণ্ডার যদি বেদ হয় তাহলে সেটা কখনোই এক, দুই বা তিনজনের পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। ঠিক তেমনভাবে ম্যাজিকও একটা সম্মিলিত জ্ঞানের প্রকাশ। ম্যাজিকেরও কোনও শুরু বা শেষ নেই। এই দর্শন নির্দিষ্ট কোনও বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সনাতন দর্শনের মতো এটাও বৃহৎ একটা লাইব্রেরি, যেটা চলতে থাকে, থেমে থাকে না। ম্যাজিক কথাটার মধ্যেও লুকিয়ে আছে ম্যাজিক। এর প্রথম চারটি শব্দ MAGI, অর্থাৎ মেজাই বা ম্যাগি। আজকের মোবাইল, ইন্টারনেট ইত্যাদি পঞ্চাশ বা একশো বছর আগে 'ম্যাজিক' ছিল। টাইম মেশিনে চড়ে আমরা যদি আকবরের রাজসভায় চলে যাই তাহলে আমাদের প্রতিটা পদক্ষেপই ওদের কাছে 'ম্যাজিক' মনে হবে। তাই আজকে যেটা বিজ্ঞান, গতকাল সেটাই ছিল ম্যাজিক। আমরা যা দেখি সবটাই তো মায়া। ম্যাজিক সেই মায়াকেই দক্ষতার সঙ্গে মঞ্চস্থ করে।'

তিনি বিশ্বাস করেন, 'জাদুকরের হাতে ম্যাজিকের জন্ম হয় না, ম্যাজিকের জন্ম হয় দর্শকদের মনে। ওই মনের উর্বরতা হয়তো ঠিক আছে কিন্তু সময়, পরিস্থিতি ঠিক নেই। এই মুহূর্তে ম্যাজিক এমন একটা পর্যায়ে রয়েছে যেখানে তাকে আদর করলে মাথায় চড়ে আর চোখ রাঙালে পায়ে পড়ে। ম্যাজিককে যদি মিস-ইউজ করা হয় তাহলে এই শিল্পটা তছনছ হয়ে যাবে আর এই শিল্পের দার্শনিক দিককে অনুভব করে, সঠিকভাবে যদি উপলব্ধি করা যায় তাহলে মানুষ হারিয়ে যাবে এর গভীরতায়, এর অন্তরাত্মার বিস্তারিত স্রোতে।'

ম্যাজিকের মতোই আজকের সার্বিক পরিস্থিতিও তাঁকে ভাবায়। তাঁর মতে, যে বাঙালি একসময় দেশ তথা পৃথিবীর এগিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী ছিল। শিক্ষা সংস্কৃতিতে দেশকে পথ দেখাত সেই বাঙালি কেমন যেন হারিয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে তাঁদের প্রজ্ঞা, পরম্পরা, মূল্যবোধ। সবকিছুই কেমন যেন রুক্ষ, শুকনো হয়ে যাচ্ছে। তাঁর মনে হয়, সবাই অপেক্ষা করছেন একটা সময়ের জন্য, যখন এই বদ হাওয়া বেরিয়ে গিয়ে নির্মল বাতাস বইবে। তাঁর গলায় শোনা গেল আক্ষেপের সুর, যে আক্ষেপের মধ্যে বাঙালির হারিয়ে যাওয়া অতীতকে দেখতে পাচ্ছিলাম, 'আমার মনে হয়, বুদ্ধিমান হয়ে যাওয়ার পর প্রকৃতি যখন এসে মানুষের ল্যাজটা টেনে খুলে দিয়েছিল তখন তিনি, বাঙালির ক্ষেত্রে ওই ল্যাজটাকে একটু জোরেই টেনে ফেলেছিলেন তাই ওই ল্যাজের সঙ্গে বাঙালির মেরুদণ্ডটাও বোধহয় বেরিয়ে গিয়েছে'।

তাঁর মেয়েদের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলছিলেন তাঁর সিংহের কথা। তিনি বললেন, 'সিংহটা ছিল আমাদের সন্তানের মতো। কিন্তু যখন আমার মেয়ে হল তখন ও একটু হিংসে করতে শুরু করল। আমার মেয়েদের সঙ্গে খেলা করলেও যে কোনও সময় ওর অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত। সেই সময় আমার মা বললেন, 'মনে রেখো ও কিন্তু পশু। ওর কেশর, থাবা, নখ আছে। ওকে আলাদা রাখো'। মা'র কথা মেনেই আমি ওকে বারুইপুরে নিয়ে গেলাম। কিন্তু , ওখানে থাকার জন্য ওর সঙ্গীর দরকার ছিল। আমরা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে ওর পাত্রী জোগাড় করলাম। দক্ষিণ ভারতের এক সিংহীর সঙ্গে ওর বিয়ে হল। বিয়ের আগে ওরা দুজন দুজনকে পছন্দ করেছিল। তারপর ও বৌ নিয়ে বারুইপুরেই থাকত'।

যে চোখের জল দিয়ে এই আলাপপর্ব শুরু হয়েছিল, সেই চোখের জল দিয়েই জাদুকর পিসি সরকার আগামীর দিকে চোখ মেলে তাকালেন। আত্মবিশ্বাস নিয়ে বললেন, সনাতন ধর্মের দশটা অনুশাসন সঠিকভাবে মেনে চললেই এই পৃথিবীটা সুন্দর থাকবে, সুস্থ থাকবে। 'সত্যম-শিবম-সুন্দরম'এর অন্বেষণে মানুষ চির গতিশীল ছিল, আছে, থাকবে'। তাঁর গলায় তখন রবীন্দ্রনাথ, 'চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে, নিয়ো না, নিয়ো না সরায়ে'।

তাঁর মেয়েদের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলছিলেন তাঁর সিংহের কথা। 'সিংহটা ছিল আমাদের সন্তানের মতো। কিন্তু যখন আমার মেয়ে হল তখন ও একটু হিংসে করতে শুরু করল। মা'র কথা মেনেই আমি ওকে বারুইপুরে নিয়ে গেলাম। কিন্তু, ওখানে থাকার জন্য ওর সঙ্গীর দরকার ছিল। আমরা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে ওর পাত্রী জোগাড় করলাম। দক্ষিণ ভারতের এক সিংহীর সঙ্গে ওর বিয়ে হল।'

সমীর চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাগুচ্ছ

অব্যক্ত অনুভবে

আজকের অবক্ষয় থেকে তুলে নিতে হবে
শব্দ ও ভাষার দুরূহ বিস্ময়!
আকাশ ঝুঁকে আছে বড় নীচু হয়ে
নদীগুলোকে বেঁধে রাখতে হয় বাঁধ দিয়ে
কার সাথে কথা বলব,
কাকে বলি ঈশ্বর বা ধর্ম!

শীত শেষ হয়ে যাবে একদিন
বাতাস দুঃখ নিয়ে যাবে পাহাড়ের ওপারে
আমি চোখ মেলে থাকি,
এক অব্যক্ত অনুভবে ফাল্গুনের স্পর্শ পাই
বাতাসে কান পেতে থাকি
এক সংগীতের মূর্ছনায় জেগে উঠব আমি!

বিকেলের রোদে

আমার দুঃখ আছে, কিন্তু মৃত্যু নেই-
গাছের নীচে যে ছায়া থাকে
এসো, সেখানেই বসে পড়ি,
পুরোনো গল্প শুনি।
দুঃখই জাগিয়ে রাখে ভালোবাসা
হঠাৎ দুঃখ পেয়ে এ পৃথিবী থেকে চলে যায় যাঁরা
মাঝপথে থেমে গেল তাঁদের জীবন!

স্বপ্নের সিঁড়িতে আজ রোদের খেলা!
বিকেলের রোদেও ভালোবাসার আবির লেগে থাকে।

কবিতা

দূরত্ব
অংশুমান কর

যেভাবে গমগম করতে থাকা বাজারের হইচই
পাখির গান, ফেরিওয়ালার হাঁক,
কুকুরের কান্না, ভিখিরির অভিশাপ
থেমে গেলে
পাঁচ মাইল দূরের ট্রেনের
কু-ঝিকঝিক স্পষ্ট শোনা যায়
আর মনে হয় দূরে কোথায়
ট্রেন রয়েছে পাঁচিলের পাশে
সেভাবেই
দুশো কিলোমিটার দূরে নয়
মনে হয় এই তো তুমি,
আঙুল বাড়ালেই ছুঁয়ে ফেলব তোমায়...
দূরের শহরে বলা তোমার কথা
আমি স্পষ্ট শুনতে পাই, মিমিজান,
শুধু রাতে নয়, রাত্রিদিন।

মনে মনে
মেঘ বসু

মনে হয় দৌড়ে চলে যাই
নিখোঁজ সাজাই নানা অজুহাতে
বিচিত্র তোমার ফুটে ওঠা, যেন
ভোর হল এই, কোমল ঘোষণা
ফুটে আছ চুপিচুপি পাতার আড়ালে

নীচে দিঘি, কমলাক্ষ জল
পাতায় পাতায় কাঁপে আঁখিতারা
তুমি কি ডেকেছ তাকে? মনে মনে
কে যেন সাজার ঘর, পুরোনো বাগান

যাবে সে দূরের মতো, কুয়াশায়
ততক্ষণ মনোধর্ম সাজাক তোমাকে।

ভিটেমাটি
সোমা দে

সমস্ত শক্তি অন্তর্নিহিত থাকে
চার অক্ষরের একখানা শব্দের গভীরে!
চূড়ান্ত পর্যায়ে অবক্ষয়ের নিরিখেও
বিপরীতের মানুষটি ভীষণরকম স্থির

যেখানে একটা অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের ঘ্রাণ,
খানিকটা রক্তারক্তি কিংবা গোপন খুনের ষড়যন্ত্রে
আকাশ-বাতাস ছেঁয়ে যাওয়ার কথা
কিন্তু মারাত্মকভাবে ঘরে-বাইরে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে
ভাঙা সেতুর ওপর দিয়েই নির্ভয়ে চলছে পারাপার

ভিনদেশে নাগরিকত্বের কথা ভাবতে গেলেই
কেমন যেন হুঁ-হুঁ করে ওঠে অলিন্দ নিলয়ে
ফের আঁকড়ে ধরে থেকে যাই
ওই একচিলতে তপ্ত বুক-ই আমার ভিটেমাটি
কিচ্ছু চাই না, শুধু লাল রঙের ভালোবাসাটুকু ছাড়া ...

হেমন্তের খামে শীত
দেবলীনা দে

হেমন্তের পড়ন্ত বেলায়
ঝরা শিউলির পাপড়িতে
নরম রোদের ছোঁয়া।
বিকেল গড়িয়ে স্থলপদ্মের
গায়ে আবিরের রং
গাঢ় হয়ে আসে।
হিমেল হাওয়ার পরশ
বুলবুলি বসে নিশ্চুপে
সাঁঝবাতি দেখে।
দূরে চোখ গেলে
ধানের গায়ে সোনালি আভা
এবার ঘরে ফেরার পালা।
উৎসবের শেষ প্রহরে মন কেমনের রেশ
হেমন্তের খামে শীতের নিমন্ত্রণ
লাজুক হেসে জানান দিল বেশ।

প্রেম
সমরেশেন্দু বৈদ্য

মধু মালতীকে বোঝে
মালতী মধুকে খুবই পছন্দ করে
লকডাউন থেকেই ওদের ভাব
ক্যানিং লোকাল ওদের বিশ্বভারতী
রোজ ঝুলে যাওয়া ওদের ফুলশয্যা।

মধুর স্থায়ী চাক নেই
মালতীর কোনও ক্লান্তি নেই
ওরা ডাল খোঁজে
ওরা চাল খোঁজে।

দুজন দু'দিক থেকে বের হয়
একসঙ্গে এক ঘণ্টা ডানা ঝাপটায়
আবার দু'দিকে উধাও।

হিংস্র প্রাণীকে এড়িয়ে
ওরা কন্টকনগরের জঙ্গলে দিনরাত ঘোরে
রোদ ঝড় বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে
ওরা বিশ্বপ্রেমে মেতে ওঠে।

সার্কাসের তাঁবুতে অসহায় পশুর ডাক

পনেরো পাতার পর

গল্পগাছার ফাঁকে কানে আসত বৃংহণ আর পশুরাজের গর্জন। আমরা চুপ করে শুনতাম পার্ক সার্কাস ময়দানের সার্কাসের তাঁবুতে খাঁচায় বন্দি অসহায় জানোয়ারগুলো কাকে যেন ডেকে ডেকে বেড়াচ্ছে।

আমার সরকারি চাকরির প্রথম পোস্টিং হয়েছিল উত্তরবঙ্গের আধা মফসসল টাউনে। উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে।

সেই কালিয়াগঞ্জ শহরের শীত এতাবৎ আমার অনুভব করা সবচেয়ে নির্মম ঠান্ডা --- দিল্লির ঠান্ডাকেও গুনে গুনে পাঁচ গোল দেওয়ার মতো শীত। স্বাভাবিক পরিধেয়র উপরে একখানা ফুল সোয়েটার, তারপর জ্যাকেট, শাল চাপিয়ে মোটা মাফলারে কান-মাথা ঢেকে, উলের মোজা আর পা-ঢাকা জুতোয় সজ্জিতগুজ্জিত হয়েও সে ঠান্ডা কাটতে চাইত না। তার উপর ছিল মারাত্মক কুয়াশা। দিনের পর দিন রোদ উঠত না...উঠলেও বেলা বারোটা-একটা নাগাদ অনিচ্ছুক, ম্রিয়মাণ কয়েকটি কিরণ উঁকি দিত এক-আধঘণ্টার জন্য...তারপর আবার মুখ লুকোত বিষণ্ণ ধূসরতায়।

আউটডোরে রোগী আসত কম। এলেও প্রেসক্রিপশন লিখতে হাত উঠত না, সে হাত তখন জ্যাকেটের পকেটের ওম ছেড়ে বেরোতে চাইত না মোটে। রাত্রেত ধড়াচুড়ো না খুলেই ডাবল লেপের নীচে চালান করে দিতাম নিজেকে, নাইট ডিউটির সময় কান্না পেয়ে যেত। সবচাইতে রাগ হত যখন শহরের আদি বাসিন্দারা কেউ কেউ আমাদের শীতকাতুরে, কম্বুলে চেহারা দেখে হেসে বলতেন, 'এ বসর শীত তো কিসুই পড়ে নাই ত্যামন, সংক্রান্তি আসুক, তহন বুঝবেন'।

শুনেছিলাম কালিয়াগঞ্জ থেকে দার্জিলিংয়ের হাওয়াই দূরত্ব নাকি বেশি নয়, তাই অত জাঁকিয়ে শীত পড়ে সেখানে।

তারপর? জীবন গিয়েছে চলে আমাদের কুড়ি কুড়ি বছরের পার...এখন আমার অন্তরে গুটিশুটি হয়ে ঘুমোয় একটা ঠান্ডা রক্তের বুড়ো সরীসৃপ। প্রখর গ্রীষ্মের দিনেও আজকাল আমার শীত করে ওঠে বড্ড।

ঠাকুমার পৌষলক্ষ্মীর পুজোর কড়ি আর যত্নে বোনা নকশিকাঁথার মতো হারিয়ে গিয়েছে শৈশব আর কিশোরবেলা। অগস্ত্যযাত্রায় চলে গেছে যৌবনের ঝোড়ো, উদাত্ত দিনগুলো। শীত শুরুর সবুজ ইডেনের মন্থর, মজলিশি টেস্ট ম্যাচ আর মায়ের হাতের আশকেপিঠের মতো সেইসব দিন আর ফিরবে না। যেমন ফিরবে না সেই প্রথম পরা লাল-কালো সোয়েটারটা, বাবার আনা শীতের প্রথম কনকচূড় ধানের খইমাখা নতুন গুড়ের 'জয়নগরের মোয়া'র বাক্স আর দু'চোখে অনাঘ্রাত বিস্ময় নিয়ে মা-বাবার হাত ধরে একটা সাত বছরের বালিকার শীতার্ত নেতারহাটে প্রথম সূর্যোদয় দেখা।

দিন-দিন সুন্দরবনের বাঘের দণ্ডি কাটার মতো ছোট হয়ে আসে পরিচিত পরিজনের গণ্ডি। বেলা ছোট হয়, দীর্ঘ হয় অবকাশ। সূর্য ঢলে পশ্চিমে, আমি ভীতমুখে অপেক্ষা করি খেলা শেষের বাঁশির।

আমার ক্যালেন্ডারে এখন বারো মাসই শীতকাল।

ডালে ডালে

পনেরো পাতার পর

মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি কানে আসছে। বাচ্চা কোলে বাঁদরের একান্নবর্তী পরিবারটিকে পাশ কাটিয়ে হেঁটে বা দৌড়ে চলে গেল স্বাস্থ্যসন্ধানীদের দল। লোহার রিং ধরে ঝুলছে পেশিবহুল হাত। ডন বৈঠকে ব্যস্ত বেশ কয়েকটি তরুণ। এসব দেখে বড্ড চা তেষ্টা পায়। ম্যালের উপরে জমজমাট ভিড়। চা বলে হাঁকতেও হয় না। তার আগেই গরম কাপ হাতে এসে যায়। রাতে সেই ম্যালের পিছনের রাস্তাতেই আবার নিবিড় নির্জনতা। দু'হাত দূরেও কিচ্ছু দেখা যায় না। ভূতুড়ে কুয়াশায় ডুবে হলদে আলোগুলো পানসে চোখে তাকায়। একদিকে খাদ। অন্যদিকে পাহাড়ের গায়ের ঝোপঝাড় আর গাছগুলো যেন আরও বেশি ঝুঁকে আসে পথচারীদের গায়ে। গাছের আঁকাবাঁকা ছায়ার দিকে তাকালে ভয়ে গা ছমছম করে।

কার্সিয়াংয়ের সিনগেল টি এস্টেটের এক হোমস্টেতে শীতের আমেজ নিতে নিতে তিল দিয়ে কড়কড়ে উচ্ছে ভাজা আর ডল্লে খোরসানির দুরন্ত ঝালচাটনি খেয়েছিলাম অরুণা ছেত্রীর হাতের। পাহাড়ের ঢালে ওদের নিজস্ব অরগানিক সবজিখেত। সাধারণ রেসিপিতেও তাই জিভে জল আনা স্বাদ। আগাম বড়দিনের খুশিতে দোতলা বাড়িটা কী তকতকে! অনেক নীচে চা ফ্যাক্টরিতে যাওয়ার পথের পাশে চোর্তেনগুলো রোদে ঝকঝক করে। রাতে ক্যাম্পফায়ারের পাশে বসে ওম নিই। জ্বলন্ত কাঠের ফটফট শব্দে মিশে যায় অরুণাদিদির ছেলের হাতের গিটারের সুর। দূরে ডাউহিলের ধূপি গাছের বনে দিনের বেলায়ও অন্ধকার আর কুয়াশা লেপটে থাকে।

শীত ভুলিয়ে দেয় চড়াই ওঠার ক্লান্তি। সূর্যটা টুপ করে ডুবে যেতেই তাপমাত্রার পারদ তরতরিয়ে নেমে যায়। কুয়াশায় আদ্যোপান্ত জড়ানো পাহাড়ি পথ সামনে হঠাৎ বাঁক নিয়েছে। ওপাশে অনন্ত রহস্যের হাতছানি। সূর্য ডুবে গিয়েছে মিরিক লেকের বুকেও। স্থির সবুজ জল। লেকের ধারের বেঞ্চে বসা যুবক-যুবতী একে অপরের কাছে ঘেঁষে আসে আরেকটু উষ্ণতার জন্য।

অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে, জাগতিক সব দূরত্ব ঘুচিয়ে, সুপর্ণা, শীত আসছে।

রুক্ষতার মাঝেও উঁকি দেয় ছাতিম ও অমলতাস

পনেরো পাতার পর

নির্ঘাত আওয়াজ তুলবেন, দিল্লির শীত যুগ যুগ জিও।

তবে কি দিল্লির শীত মানে শুধুই খাওয়াদাওয়া? এই আপাত রুক্ষতার মধ্যেও যখন হেঁটে যেতে গিয়ে চোখে পড়ে পথজুড়ে বিছিয়ে আছে অমলতাস ফুল, অথবা নিজেরই সবুজ পাতার মধ্যে লুকিয়ে আছে সপ্তপর্ণী, কোনও লাজুক মেয়ের মতো নিজেকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখার এক সযত্ন প্রচেষ্টায়, তখন হঠাৎ রাজধানীর এই হাড়কাঁপানো ঠান্ডাও যেন সহনীয় বলে বোধ হয়। বাড়ির টবে ঝলমলিয়ে ওঠে চন্দ্রমল্লিকা, এমনকি নিতান্ত সাদামাঠা গাঁদাও, রোদে পিঠ করে বসে এদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই কখন যে বেলা বয়ে যায় খেয়ালই থাকে না।

সত্যি বেলা বয়ে যায়। দিল্লির সেই বহুবিখ্যাত পাগল করে দেওয়া শীতের সরাসরি আক্রমণ আজ অনেকটাই অস্তমিত, তার জায়গায় বিষাক্ত বাতাসের চোরাগোপ্তা আনাগোনা। প্রদূষণ এমনই চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে যে, এই বছরেও শীতের শুরুতেই স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখতে হয়েছে অন্ততপক্ষে দিন পনেরো। অনাবিল শীতের আমেজ ভোগ করার যাবতীয় উপকরণ ক্রমশ অঙ্কুরেই বিনাশ হয়ে যাচ্ছে দিল্লির বুক থেকে।

সেই কবেকার কথা। সরস্বতীপুজোর দিন। রাজধানীতে শীতের প্রকোপ ক্রমহ্রাসমান, বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। অল্পবয়সিরা ছেড়ে ফেলেছে শীতের পোশাক, বয়স্করা ঠান্ডা লেগে যাবার ভয়ে হালকা গরম জামা তখনও ব্যবহার করছেন। অদ্ভুত সুন্দর শহরের আবহাওয়া। সদ্য যৌবনে পা দেওয়া একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে কনট প্লেসের বিখ্যাত রিগাল সিনেমার দেওয়ালে হেলান দিয়ে। প্রতীক্ষা। কখন সে আসবে, তারই প্রতীক্ষা। মেয়েটি আসে, একটু জড়োসড়ো ভঙ্গি। আজকে সে শাড়ি পরেছে, সম্ভবত মায়ের শাড়ি। পুজোর অঞ্জলি দিয়ে সে সোজা এখানে এসেছে, ব্যাগ থেকে একটা প্রসাদের প্যাকেট বার করে ছেলেটির দিকে লাজুক মুখে এগিয়ে দেয়, ছেলেটি সাগ্রহে আগেই দরবেশটা মুখে পুরে দেয়। মেয়েটি মুখ টিপে হাসে, তারপর নিজের প্রসাদের দোনা থেকে দরবেশ বার করে ছেলেটির হাতে দেয়। ছেলেটি অবলীলায় সেটিও দ্রুত শেষ করে।

রিগালে চলছে অমিতাভ বচ্চনের কোনও ছবি, দেওয়াল জুড়ে পোস্টারে অমিতাভের ক্রুদ্ধ মুখ, নরম রোদ ছড়িয়ে পড়েছে পোস্টারের ওপর। ছেলেমেয়ে দুটির তেমন কোথাও যাওয়ার নেই, তাদের কোনও তাড়া নেই; দুজনে অমিতাভকে আড়াল করে দেওয়ালের পাশে দাঁড়ায়, চোখেমুখে রোদ পড়ছে, মৃদু শীতে এক মিষ্টি সুখানুভূতি। দুজনে এই শীতের আমেজ উপভোগ করে, একে অন্যের দিকে তাকায়, তারপর কথা বলেই চলে, বলেই চলে...।

চমক
ইতালির সিরি 'বি' ফুটবল লিগে খেলা আগাতা ইসাবেলা সেনতাসো পছন্দের ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে বিরাট কোহলিকে তুলে ধরেছেন।

ফাইনাল হারের জবাবদিহি চাইল বোর্ড

সাদা বলে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে সামি

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : সাত ম্যাচে ২৪ উইকেট। যার মধ্যে রয়েছে তিন ম্যাচে পাঁচ উইকেটের নজিরও।

গত ১৯ নভেম্বর আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে টিম ইন্ডিয়া যদি চ্যাম্পিয়ন হতে পারত, তাহলে সেই সাফল্যে বিশাল অবদান থাকত মহম্মদ সামির। বাস্তবে সেটা হয়নি। শুধু তাই নয়, বিশ্বকাপের আসরে চমকপ্রদ পারফরমেন্সের পরও সাদা বলের ক্রিকেটে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সামনে সামি।

টিম ইন্ডিয়ার আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের টি২০ ও ওয়ান ডে-র স্কোয়াডে সামিকে রাখাই হয়নি। টেস্টের স্কোয়াডে তাঁর নাম রয়েছে। কিন্তু সেখানেও তিনি অনিশ্চিত। নেপথ্যে তাঁর চোট। একদিনের বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচে গোড়ালিতে চোট পেয়েছিলেন সামি। সেই চোট এখনও সারেনি। আপাতত সামি দিল্লিতে থাকলেও প্রায়ই বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির চিকিৎসকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে বেঙ্গালুরুর এনসিএ-তে সামির ফিটনেস পরীক্ষাও হওয়ার কথা। এমন অবস্থার মধ্যে সাদা বলের ক্রিকেটে সামির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রবল জল্পনা চলছে।

একদিনের বিশ্বকাপ শুরুর আগে ওডিআই দলে সামি নিয়মিত ছিলেন না। পুনেতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচে অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া আচমকা চোট পেয়ে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে না গেলে সামির হয়তো শেষ বিশ্বকাপে খেলাই হত না। কিন্তু পান্ডিয়া চোট পাওয়ার পর ধরমশালায় নিউজিল্যান্ড ম্যাচে সুযোগ পাওয়ার পরই তিনি এমন পারফর্ম করেন, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট তাঁকে আর বসাতে পারেনি। এমন অবস্থায় ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অন্দরমহলের খবর হল, সামিকে আগামীদিনে শুধুই লাল বলের টেস্ট ক্রিকেটের জন্যই ভাবা হচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে তাদের বিরুদ্ধে জোড়া টেস্টে সামি যদি খেলতে পারেন ভালো, না পারলে আগামী জানুয়ারি মাসে দেশের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে সামি অবশ্যই খেলবেন। পরে আইপিএলের মাধ্যমে চূড়ান্ত হবে জুন মাসের টি২০ বিশ্বকাপে সামির দলে থাকার ব্যাপারটা। বিসিসিআইয়ের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, সামির বয়স বাড়ছে। তাই ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট তাঁকে পরিস্থিতি বুঝে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।

যদিও সামিকে নিয়ে এমন ভাবনায় ডুবে থাকা ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টই এখন প্রশ্নের সামনে। একদিনের বিশ্বকাপে স্বপ্নের ফর্মে ছিল টিম ইন্ডিয়া। টানা দশ ম্যাচ জিতেছিল। খেতাব জয়ের সবচেয়ে ফেভারিট দল ছিল ভারতই। অথচ, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ফাইনালে ছবিটা বদলে যায়। সেই ফাইনাল হারের ব্যর্থতার কারণ নিয়েই বিসিসিআইয়ের তরফে অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের কাছে জবাবদিহি চাওয়া হয়েছে বলে খবর। রোহিত আপাতত পরিবার নিয়ে দেশের বাইরে ছুটি কাটাতে ব্যস্ত। কোচ দ্রাবিড় তাঁর চুক্তি নবীকরণের পর দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের ভাবনায় ডুবে রয়েছেন। তার মধ্যেই আজ তাঁকে কোচবিহার ট্রফিতে পুত্র সমিতের খেলা দেখার জন্য স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গ্যালারিতে বসে থাকতেও দেখা গিয়েছে।

এমন অবস্থায় দ্রাবিড়-রোহিতরা ফাইনালে হারের জন্য কী অজুহাত দেন, সেদিকে তাকিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটমহল। সর্বভারতীয় এক দৈনিকের দাবি, মোদি স্টেডিয়ামের বাইশ গজ থেকে পর্যাপ্ত ঘূর্ণি না পাওয়াকেই ব্যর্থতার কারণ হিসেবে তুলে ধরছেন দ্রাবিড়-রোহিতরা। যদিও ভারতীয় দলের কোচ ও অধিনায়কের কাছে বিশ্বকাপ ফাইনাল হারের ব্যর্থতার জবাবদিহি প্রসঙ্গে এখনও সরকারিভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি বিসিসিআই।

স্ত্রী বিজেতাকে নিয়ে ছেলে সমিতের খেলা দেখছেন রাহুল দ্রাবিড়। মাইসুরুতে।

মাহির গুরুমন্ত্রে বাজিমাত ফাঁস রুতুর

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : ক্রিজে গিয়ে সময় নাও।

থিতু হয়ে হাত খেল। ফরম্যাট যদি টি২০ হয়, তাতেও ব্যাটিং ভাবনায় বদলের প্রয়োজন নেই। তুমি ওপেনার। ফলে হাতে সময় পাবে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে।

মহেন্দ্র সিং ধোনির যে গুরুমন্ত্রের প্রভাব রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের ব্যাটিংয়ে। এশিয়ান গেমসে দলকে নেতৃত্ব দিয়ে চ্যাম্পিয়ন করেছেন। নেতৃত্ব দিয়েছেন একেবারে সামনে থেকে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চলতি সিরিজে রুতুর ব্যাট আরও ধারালো।

মাহির মন্ত্রের নিখুঁত বাস্তবায়ন করে চলেছেন। গুয়াহাটির ম্যাচে কঠিন পরিস্থিতিতে সেঞ্চুরিতে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। গতকাল চতুর্থ ম্যাচে অজি বধে সিরিজ জয়ের মঞ্চ তৈরির পথে শুরুটা রুতুর হাত ধরে। ঠান্ডা মাথায় ইনিংসকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

আইপিএলের সুবাদে গত কয়েক মরশুম চেন্নাই সুপার কিংসে ধোনির সতীর্থ। সুযোগটা কাজে লাগাচ্ছেন। 'ক্যাপ্টেন কুলের' থেকে পাওয়া পরামর্শে নিজেকে সমৃদ্ধ করছেন। তাড়াতাড়ি না করে, সময় নিয়েই নিজেকে প্রয়োগ করো, মাহির যে মন্ত্রটা মগজে ভালোমতো ঢুকিয়ে নিয়েছেন।

রুতুর সাফ কথা, টি২০ ফরম্যাট আত্মস্থ করেছেন সিএসকে-তে খেলার সুবাদে। মাহিভাইকে অনুসরণ করে, সামনে থেকে দেখে শিখে। পরিস্থিতি অনুযায়ী কীভাবে গিয়ার বদলাতে হয়, দলের প্রয়োজনে কখন ইনিংসকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, মাহিভাইয়ের থেকে শেখা বিদ্যে কাজে লাগাচ্ছেন।

রুতুরাজের মতে, টি২০ ক্রিকেটে মগজাস্ত্রের ধার গুরুত্বপূর্ণ। সবসময় কয়েক কদম এগিয়ে ভাবনা জরুরি। মাঠে নামার আগে থেকে ম্যাচের কোন পরিস্থিতিতে কী করা উচিত, সেই ছবিটা মনের মধ্যে আগেভাগে ছকেও নেন রুতুরাজ! চলতি সিরিজে চার ম্যাচে ৭১ গড়ে ২১৩ রান, স্ট্রাইক রেট ১৬৬.৪১, তারই সুফল।

বাইশ গজে রুতুর যে 'রাজপাটে' মুগ্ধ আশিস নেহেরাও। গুজরাট টাইটান্সের কোচের মতে, টি২০ শুধু নয়, টেস্ট, ওডিআইয়েও সফল হবে। বলেন, 'ওর দক্ষতা সম্পর্কে সকলেই অবহিত। যশস্বী জয়সওয়ালকে নিয়ে প্রচুর কথা হয়। রুতুরাজের থেকে যশস্বীর খেলাটা সম্পূর্ণ আলাদা। তবে ইনিংসকে স্থিরতা দেওয়া, ব্যাটিংয়ে অ্যাংকর রোলের প্রশ্ন যখন আসবে, তখন রুতুরাজের কথা উঠবে। কোনও সন্দেহ নেই রুতুরাজ তিন ফর্ম্যাটের ক্রিকেটার।'

রুতুরাজের ব্যাটিংয়ে ক্রিকেটীয় নান্দনিকতা ছুঁয়ে যায় নেহেরাকে। তৃতীয় ম্যাচে যে পরিস্থিতিতে সেঞ্চুরি করেছে, তা অসাধারণ নক। মুগ্ধতা এখনও যায়নি নেহেরার। গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের বিস্ফোরক ১০৪-র সুবাদে ভারত ম্যাচ হারলেও, রুতুরাজের ইনিংসকে অনেক এগিয়ে রাখছেন।

তিন ফরম্যাটের ক্রিকেটার, বলছেন নেহেরা

> ইনিংসকে স্থিরতা দেওয়া, ব্যাটিংয়ে অ্যাংকর রোলের প্রশ্ন যখন আসবে, তখন রুতুরাজের কথা উঠবে। কোনও সন্দেহ নেই রুতুরাজ তিন ফরম্যাটের ক্রিকেটার।
>
> –আশিস নেহেরা
> গুজরাট টাইটান্সের কোচ

ঘরে প্রথমবার কিউয়ি বধ বাংলাদেশের

সিলেট, ২ ডিসেম্বর : দেওয়াল লিখন শুক্রবার পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। শনিবার পঞ্চমদিনে লাঞ্চের আগে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৫০ রানে জিতে ঘরের মাঠে লাল বলের ক্রিকেটে প্রথমবার কিউয়ি বধ সারল বাংলাদেশ। সেইসঙ্গে দুই ম্যাচের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেলেন নাজমুল হোসেন শান্তরা।

৩৩২ রান তাড়া করতে নেমে গতকালই দ্বিতীয় ইনিংসে ১১৩/৭ হয়ে গিয়েছিল কিউয়িরা। তাইজুল ইসলাম (৭৫/৬), নইম হাসানদের (৪০/২) সামনে নিউজিল্যান্ড যে শনিবার বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারবে না জানাই ছিল। ড্যারিল মিচেল (৫৮) অবশ্য একটা দিক ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে নইম ফেরাতেই বাংলাদেশ জয় অনেকটা নিশ্চিত হয়ে যায়। তবে অধিনায়ক টিম সাউদি (৩৪) ও ইশ সোধি (২২) ৪৬ রানের পার্টনারশিপে হারের ব্যবধান কমানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দুজনকে তুলে নিয়ে হাফডজন উইকেট পকেটে ঢোকান তাইজুল। নিউজিল্যান্ড ৭১.১ ওভারে ১৮১ রানে অলআউট হয়ে যায়।

মহমেডানের আজ শীর্ষে ওঠার লড়াই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : আই লিগের এক বনাম দুইয়ের লড়াই। ৭ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত শীর্ষে শ্রীনিধি ডেকান এফসি। ১ ম্যাচ কম খেলে সমসংখ্যক পয়েন্ট নিয়ে গোল পার্থক্যে দ্বিতীয় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। সমীকরণই বলে দিচ্ছে লিগের প্রথম পর্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নামতে চলেছে সাদা-কালো ব্রিগেড। শেষ চার ম্যাচে জিতে যেমন ফুরফুরে মেজাজে ডেভিড লালহালানসাঙ্গারা, তেমনই টানা তিনটি অ্যাওয়ে ম্যাচ জেতার আত্মবিশ্বাস নিয়ে রবিবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে নামছে হায়দরাবাদি দল।

ইন্টার কাশী ম্যাচের পর ১১ দিনের দীর্ঘ বিরতিতে দল লাভবান হবে, এমনই মন্তব্য করে সাদা-কালো কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ বলেন, 'লিগের ঠাসা সূচির মধ্যে এই বিরতির দরকার ছিল। প্রস্তুতিতে আমরা আরও নিজেদের গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। সেইসঙ্গে বিপক্ষ দল নিয়ে বিশ্লেষণ করার সময়ও পাওয়া গিয়েছে।' অ্যালেক্সিস গোমেজ ও মিরজালোল কাসিমভের নির্বাসন সমস্যার মাঝে চোট আছে সামাদ আলি মল্লিক ও দীপু হালদারের। দল নির্বাচন নিয়ে কোচ বলেছেন, 'শ্রীনিধির বিরুদ্ধে ডেভিডকে পাচ্ছি। এডি হার্নানডেজও ফর্মে চলে এসেছে। হুয়ান নেল্লার সবে যোগ দিয়েছে। ৯০ মিনিট খেলার পরিস্থিতিতে নেই। তবে ওদের স্কোয়াডে রাখা হবে। ম্যাচের পরিস্থিতি অনুযায়ী নামাব কিনা ঠিক করব।'

রমেশবাবুর পরিবারের ঐতিহাসিক নজির

প্রজ্ঞানানন্দর দিদি বৈশালী দেশের নতুন গ্র্যান্ডমাস্টার

বার্সেলোনা, ২ ডিসেম্বর : ভাই রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দর পর এবার দিদির পালা। কোনেরু হাম্পি ও হরিকা দ্রোণাভালির পর তৃতীয় ভারতীয় মহিলা গ্র্যান্ডমাস্টার হলেন বৈশালী রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ। শনিবার বার্সেলোনায় চলা চতুর্থ এল লোব্রেগাট ওপেনে চলতি বছরে সবমিলিয়ে ২৫০০ রেটিং পয়েন্ট ছাপিয়ে যাওয়ার সুবাদে এই উপাধি পান ২২ বছর বয়সি তামিলনাড়ুর দাবাড়ু। সেইসঙ্গে দাবার ইতিহাসে প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার দিদি-ভাই জুটি হলেন তাঁরা। অবশ্য এর আগে প্রথম দিদি-ভাই জুটি হিসেবে ক্যান্ডিডেটস দাবায় যোগ্যতা অর্জন করে তাঁরা ইতিহাসের পাতায় নাম তুলেছেন।

বৈশালী ও রমেশবাবুর সাফল্যে উচ্ছ্বসিত তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন শনিবার সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'ভারতের তৃতীয় ও তামিলনাড়ুর প্রথম মহিলা গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়ার জন্য বৈশালীকে অনেক অভিনন্দন। এই বছরটা তোমার অসাধারণ কেটেছে। ভাইয়ের পাশাপাশি তুমিও ক্যান্ডিডেটস দাবায় যোগ্যতা অর্জন করে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে চলা প্রথম দিদি-ভাই জুটি হিসেবে ইতিহাস গড়েছ। তোমাদের সাফল্যের নতুন অধ্যায় হিসাবে প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার দিদি-ভাইয়ের জুটি হয়ে উঠলে। তোমাদের সাফল্যে আমরা গর্বিত। বৈশালীর এই যাত্রা দাবা উৎসাহীদের কাছে অনুপ্রেরণা ও রাজ্যের নারী ক্ষমতায়নের নিদর্শন।'

দিদি বৈশালীর সঙ্গে রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ।

বাউন্স-মুভমেন্ট নিয়ে সতর্ক করছেন এবিডি

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর : প্রশংসাও রয়েছে। আবার সতর্কবার্তাও রয়েছে!

প্রশংসা সঞ্জু স্যামসনকে নিয়ে। আর সতর্কতা নেলসন ম্যান্ডেলার দেশের বাইশ গজের অতিরিক্ত বাউন্স ও মুভমেন্ট নিয়ে।

অজিদের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ শেষ করেই ভারতীয় দল মিশন দক্ষিণ আফ্রিকায় রওনা হয়ে যাবে। ১০ ডিসেম্বর সেখানে প্রথম ম্যাচ। তার আগে আজ দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি ক্রিকেটার এবি ডিভিলিয়ার্স ভারতীয় দলকে সতর্ক করেছেন।

মিশন দক্ষিণ আফ্রিকা

ডিভিলিয়ার্স বলেছেন, 'দুর্দান্ত একটা সিরিজের অপেক্ষায় রয়েছি। ভারত দারুণ দল। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ভারতীয় দলের কাজটা সহজ হবে না একেবারেই। দক্ষিণ আফ্রিকার পিচে অতিরিক্ত বাউন্স ও মুভমেন্ট সমস্যায় ফেলবে টিম ইন্ডিয়াকে।'

নেলসন ম্যান্ডেলার দেশে রওনা হওয়ার আগে ভারতীয় দলের জন্য যেমন সতর্কবার্তা দিয়েছেন এবিডি। তেমনই ক্রিকেটমহলকে চমকে দিয়ে টিম ইন্ডিয়ার অন্যতম সদস্য সঞ্জুকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন তিনি। ডিভিলিয়ার্সের কথায়, 'সঞ্জু দুর্দান্ত প্রতিভা। ব্যাট হাতে রীতিমতো দক্ষ। একবার উইকেটে জমে গেলে বিস্ফোরক ব্যাটার ও। সঙ্গে উইকেটকিপিংয়ের কাজটাও অনায়াসে করে দেয় ও।' একদিনের বিশ্বকাপের ভারতীয় স্কোয়াডে ছিলেন না সঞ্জু। জাতীয় দলের হয়ে ইতিমধ্যেই ১৩টি ওয়ান ডে খেলেছেন তিনি। কিন্তু এখনও প্রভাব ফেলতে পারেননি।

আইপিএল-কেই কৃতিত্ব দিচ্ছেন রিঙ্কু

বেঙ্গালুরু, ২ ডিসেম্বর : ১০০ মিটার ছক্কা।

বেন ডোয়ারহুসকে মারা রিঙ্কু সিংয়ের যে ওভার বাউন্ডারি রীতিমতো চর্চায়। ছোটখাটো চেহারার রিঙ্কুর শটে এত জোর আসে কোথা থেকে! ম্যাচ শেষে বন্ধু জিতেশ শর্মার কাছে সেই রহস্যই ফাঁস করেন রিঙ্কু। জানান, পেশি শক্তি নয়, এটা তার সহজাত ক্ষমতা।

ঈশান কিষানের জায়গায় গতকাল খেলার সুযোগ পেয়ে জিতেশও সফল। রিঙ্কুর সঙ্গে জুটি গড়ে দলকে অক্সিজেন জোগান। এত লম্বা ছক্কা মারলে কি করে? জিতেশের যে প্রশ্নের জবাবে রিঙ্কু বলেছেন, 'স্পেশাল কিছুই নয়। তোমার সঙ্গেই জিম করি। তুমিও জানো। ভালো খাবার খেতে ভালোবাসি। খাইও। বরাবরই ওজন তুলতে ভালো লাগে। শক্তিটা সহজাত। তারই ফল এটা।'

মহেন্দ্র সিং ধোনির জুতোয় পা রেখেছেন। ভারত নতুন ফিনিশার পেয়ে গিয়েছে। রিঙ্কু-বন্দনা জারি গত কয়েকদিন ধরে। সাফল্যের জন্য কলকাতা নাইট রাইডার্সের নয়নের মণি আইপিএলকেই কৃতিত্ব দিচ্ছেন। রিঙ্কুর যুক্তি, বেশ কিছুদিন ধরেই খেলছেন। অভিজ্ঞতার বেড়েছে। আইপিএলেও ৫-৬ বছর হয়ে গেল। মেগা লিগে খেলা আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে। চাপের মুখে নিজেকে শান্ত রাখতে পারেন।

পঞ্চম উইকেটে রিঙ্কু-জিতেশের ৬৬ রানের জুটি চাপ কিছুটা আলগা করে দেয়। শুরু থেকে মন্থর গতিতে ছুটতে থাকা ইনিংসকে ১৭৪-এ পৌঁছে যায়। জিতেশ বলেছেন, 'যখন ব্যাট করতে নামি চাপ টের পাচ্ছিলাম। তবে উলটো প্রান্তে রিঙ্কুর উপস্থিতি অনেক সাহায্য করেছে। সারাক্ষণ উৎসাহ জুগিয়েছে আমাকে। চাপ সরিয়ে নিজের খেলাটা খেলতে বলছিল। সবকিছুর জন্য ওকে ধন্যবাদ।'

ওদিকে দীর্ঘদিন পর জাতীয় দলে ফিরেছেন দীপক চাহার। প্রত্যাবর্তনের ম্যাচের শুরুটা (প্রথম ২ ওভারে ২৯ রান দেন) ভালো হয়নি। কিন্তু শেষ দুইয়ে ভুলভ্রান্তি দূর করে চেনা ছন্দে। যে আত্মবিশ্বাস নিয়ে চাহার এবার টেস্ট-প্রত্যাবর্তনকেই পাখির চোখ করছেন। ম্যাচ শেষে কথা প্রসঙ্গে যে ইচ্ছের কথা জানিয়েও দিয়েছেন ভারতীয় সুইং বোলার।

দীপক চাহারের কথায়, প্রস্তুতি সবসময় গুরুত্বপূর্ণ। রনজি ট্রফির জন্য ভালো প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। আইপিএলের জন্যও তৈরি ছিলেন। এখন টেস্টের জন্য মুখিয়ে আছেন। দল যদি চায়, তাহলে কিছুটা সময় পেলে নিজেকে টেস্টের জন্য প্রস্তুত করে ফেলবেন

রায়পুরে ম্যাচ শেষে জিতেশ শর্মার সঙ্গে আড্ডায় রিঙ্কু সিং।

অভিমন্যুকে ছাড়া আজ গোয়া অভিযানে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : অতীত ভেবে লাভ নেই। সব ম্যাচই এখন আমাদের জন্য ফাইনাল। তাই সামনে তাকাতে হবে পজিটিভ মানসিকতা নিয়ে।

অভিমন্যু ঈশ্বরণ নেই। শেষ ম্যাচে চোট পেয়ে বিজয় হাজারে ট্রফি থেকেই ছিটকে গিয়েছেন প্রাক্তন বাংলা অধিনায়ক। তাই তাঁর বদলি হিসেবে বর্তমান বাংলা অধিনায়ক সুদীপ ঘরামি কাল ওপেন করতে পারেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে আগামীকাল খেলা শুরুর আগে।

কে আছে, কে নেই, ভেবে লাভ নেই। ক্রিকেট খেলাটা মাঠে হয়। তাই বাইরে থেকে বেশি কথা না বলে ক্রিকেটের দিকে ফোকাস করা। বাকি থাকা শেষ দুই ম্যাচে জিততে পারলে পরের পর্বে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে বাংলার।

কাল গোয়ার বিরুদ্ধে চলতি বিজয় হাজারে ট্রফির মহা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলতে নামার আগে এভাবেই আজ সন্ধ্যায় মুম্বই থেকে এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেলেন কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা। মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে চলতি বিজয় হাজারে ট্রফির শেষ ম্যাচ খেলেছিল বাংলা দল। সেই ম্যাচেই আঙুলে চোট পেয়েছিলেন ওপেনার অভিমন্যু। রক্তাক্ত হয়েছিলেন। করতে হয়েছিল মোট চারটি সেলাইও। সেই চোটের কারণে ভারতীয় 'এ' দলের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের স্কোয়াডে থাকা অভিমন্যুকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নির্দেশে বিজয় হাজারে ট্রফি থেকে সরে দাঁড়াতে হল। বাংলা দলের তরফে সরকারিভাবে তাঁর কোনও পরিবর্ত ক্রিকেটার নেওয়া হয়নি। জানা গিয়েছে, অধিনায়ক সুদীপ আগামীকাল অভিষেক পোড়েলের সঙ্গে ওপেন করতে পারেন। সন্ধ্যার দিকে মুম্বই থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, 'অভিমন্যুর বিকল্প হঠাৎ করে পাওয়াটা সহজ নয়। তাছাড়া ও ভালো ফর্মেও ছিল। কিন্তু এখন কিছু করার নেই। ওপেনিংয়ে অভিমন্যুর বিকল্প হিসেবে আমরা ঘরামির কথা ভাবছি। দেখা যাক কী হয়।'

শেষপর্যন্ত গোয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচে অধিনায়ক সুদীপ ওপেন করবেন কি না, আগামীকালই স্পষ্ট হবে। কিন্তু তার আগে কাল মুম্বইয়ের বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্সের মাঠে গোয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে একটু বেশিই সতর্ক টিম বাংলা। নক আউটে যাওয়ার জন্য বাকি দুই ম্যাচে জিততেই হবে বাংলা দলকে। এমন অবস্থায় কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, 'আমাদের জন্য সব ম্যাচই এখন ফাইনাল। জিততেই হবে পরিস্থিতি।' এমন চাপের অবস্থার মধ্যে বাংলার দলের জন্য অশনিসংকেত হিসেবে হাজির মুম্বইয়ের পিচে থাকা সকালের আর্দ্রতা। যেখানে টসে জিতলেই সব দল রান তাড়ার পথে যাচ্ছে। আর প্রথমে ব্যাট করা দল সমস্যায় পড়ছে। বাংলা কোচের কথায়, 'কিছু করার নেই। বাস্তবকে মেনে নিয়ে সবরকম চ্যালেঞ্জের জন্য তৈরি থাকতে হবে আমাদের।'

বিজয় হাজারে ট্রফি খেলতে ব্যস্ত বাংলা দলের সঙ্গে সময় কাটালেন মহম্মদ সামি।

গার্ডেন সিটিতে অজি বধেই সিরিজে ইতি টানতে চান সূর্যরা

বেঙ্গালুরু, ২ ডিসেম্বর : সতীর্থ অক্ষর প্যাটেলকে চাপে ফেলতে ভালোবাসেন।

চাপে পড়লে নাকি অক্ষরের থেকে সেরাটা বেরিয়ে আসে! আগামীকাল সিরিজের শেষ ম্যাচেও কি অক্ষর কিংবা দলের অন্য কাউকে নিয়ে এমন বিদঘুটে স্ট্র্যাটেজি থাকবে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের?

শুক্রবার রায়পুরে চতুর্থ ম্যাচ জিতে সিরিজ পকেটে পুরে নিয়েছে ভারত। আগামীকাল বেঙ্গালুরুতে নিয়মরক্ষার ম্যাচ। ফলে সূর্যের মগজাস্ত্র থেকে তার ব্যাটিংয়ের মতো অভিনব কিছু পরিকল্পনা বেরোলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। টি২০ সিরিজ জয়ের পর নতুন কিছু পরিকল্পনা রূপায়ণ, পরীক্ষানিরীক্ষাতেই চোখ থাকবে ভারতীয় শিবিরের।

অস্ট্রেলিয়া চাইবে ফেরার আগে শেষটা জয়ের মেজাজে করতে। সিনিয়াররা প্রায় সকলেই দেশে ফিরে গিয়েছেন। ট্রাভিস হেড, ম্যাথু ওয়েডের মতো সিনিয়ার দলের নিয়মিত দুই-তিনজন খেলোয়াড় বাদ দিলে আনকোরা টিম। আগামী প্রজন্মের যে দলের কাছে প্রতিটি ম্যাচই শেখার, অভিজ্ঞতা অর্জনের।

সূর্যকুমারের নেতৃত্বাধীন এই ভারতীয় দলের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। রিঙ্কু সিং ইতিমধ্যেই একের পর এক চমক দেখিয়ে চলেছেন। চাপের মুখে ঠান্ডা মাথায় নিজের কাজ করার অভ্যাস নিঃসন্দেহে প্রাপ্তি দলেরও। রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের দায়িত্বশীল ব্যাটিং, যশস্বী জয়সওয়ালের বিস্ফোরক শুরুটাও ইউএসপি।

গার্ডেন সিটিতে কুড়ির ক্রিকেটে যাকে সম্বল করে ফের জয়ের জন্য ঝাঁপাবেন ভিভিএস লক্ষ্মণের প্রশিক্ষণাধীন ভারত। পাশাপাশি চোখ থাকবে জিতেশ শর্মা, মুকেশ কুমার, দীপক চাহারদের দিকে। ঈশান কিষানের জায়গায় নেমে জিতেশ সফল গত ম্যাচে। বিয়ের পরের দিন দেশের হয়ে খেলতে নেমে মুকেশ গতানুগতিক।

টি২০ বিশ্বকাপের আগে দীপককে ছন্দে ফেরানোর প্রয়াস প্রত্যাশিত। সুইং, নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সঙ্গে দীপকের অভিজ্ঞতা সম্পদ হতে পারে। চোট-আঘাতের ফলে কেরিয়ারে বারবার ব্রেক লেগেছে। ছবিটা বদলাতে চান, শুক্রবার ম্যাচ শেষে বলেও দিয়েছেন।

অক্ষর-রবি বিষ্ণোইয়ের স্পিন জুটি গত ম্যাচে জয়ের অন্যতম কারিগর। ম্যাচের সেরা অক্ষর। বিষ্ণোইয়ের ধারাবাহিকতা নিঃসন্দেহে প্রাপ্তি। কৃতিত্বটা রবি দিচ্ছেন দলের স্পিন বোলার সাইরাজ বাহুতুলেকে। সিনিয়ারদের অনুপস্থিতিতে দায়িত্বটা ফের সফলভাবে সামলাতে চান। অবশ্য চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের পিচ ভারতের স্পিন অঙ্কে কাঁটা হতে পারে। ছোট বাউন্ডারি, হাইস্কোরিং ম্যাচের ইতিহাস রয়েছে এখানে। ফলে নতুন বলে পেসারদের দিকে দুই দল তাকিয়ে থাকবে। আর সেই ভাবনায় জেসন বেহরেনডর্ফের উপস্থিতি ফ্যাক্টর হতে পারে। প্রথম কয়েক ওভার দেখে নিলেন বাকিটা ব্যাটারদের। গার্ডেন সিটির পরম্পরা বজায় থাকলে ব্যাটিং-বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। প্রশ্ন, সুযোগটা কারা নিতে পারবে? অস্ট্রেলিয়া চলতি সিরিজে এখনও পর্যন্ত ১৯ জন ক্রিকেটারকে ব্যবহার করেছে। রায়পুরের ম্যাচে পাঁচ-পাঁচটা পরিবর্তন। টি২০ বিশ্বকাপের লক্ষ্যে সবাইকে দেখে নেওয়া পাখির চোখ, তা পরিষ্কার।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত পেসার তনভীর সাঙ্ঘা, অ্যারন হার্ডি, নাথান এলিসদের পারফরমেন্স উৎসাহ জোগাবে। আগামীকাল সেই তালিকা আরও দীর্ঘ করার চেষ্টা থাকবে ক্যাঙারু শিবিরে। এখন দেখার সিরিজের ব্যবধান ভারত ৪-১ করবে নাকি সান্ত্বনার জয়ে ফেরার বিমানে উঠতে সক্ষম হবে ওয়েডের দল।

ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া
পঞ্চম টি২০
স্থান : চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম, বেঙ্গালুরু
ম্যাচ শুরু : সন্ধ্যা ৭টা
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেলে

শুভেচ্ছা

বিবাহবার্ষিকী

☺ নাম : শম্ভু পাণ্ডে ও আরতি পাণ্ডে (বাবা ও মা) : রিয়া দেব এর পক্ষ থেকে তোমাদের ২৫তম বিবাহবার্ষিকীর অনেক শুভেচ্ছা। খড়িবাড়ি, দার্জিলিং।

সাদা বলে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে সামি

প্রজ্ঞানানন্দর দিদি বৈশালী দেশের নতুন গ্র্যান্ডমাস্টার

–খবর উনিশের পাতায়

ABRIDGE E TENDER NOTICE

Tender are hereby invited vide tender reference e-NIT No. 01/JHAR-I/2023-24 & 02/JHAR-I/2023-24, dated : 01/12/2023 from the undersigned. Details work and tender conditions are available in the office of the undersigned in any working day during office hours. Visit : www.wbetender.gov.in and office notice board for further details.

Prodhan
Jharaltagram-I Gram Panchayat

স্মরণে

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু আনন্দ জাগে।।

স্বর্গীয় অরুণ কুমার ঘোষ (দুলু স্যর)
প্রয়াণ : ১৪/১১/২০২২ (ইং)

প্রথম প্রয়াণতিথিতে তোমাকে জানাই প্রণাম ও শ্রদ্ধাঞ্জলি। তোমার কর্ম, নীতি ও আদর্শ আমাদের মননে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সদা থাকো আনন্দে।

– কৃষ্ণা, অনির্বাণ, তানিয়া

ডিফেন্ডাররাই জয় আনলেন বাগানের

হায়দরাবাদ এফসি–০
মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট–২ (হামিল ও আশিস)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর : গত মরশুমে লিগ টেবিলের নীচের দিকে থাকা নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি–র বিরুদ্ধে হেরে লিগ–শিল্ডের লড়াই থেকে ছিটকে যায় মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। এবারও যখন শেষদিকে এই শীতের রাতে কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে সংখ্যাগরিষ্ঠ মোহনবাগান সমর্থকরা আশঙ্কায় ভুগতে শুরু করেছেন তখনই গোল ব্রেন্ডান হামিলের। আর সংযুক্তি সময়ে আশিস রাইয়ের গোলটা নিশ্চিতভাবেই বোনাস।

গোলের পর আশিস রাইকে ঘিরে উল্লাস মোহনবাগানের।

মোহনবাগানে এখন পরিবর্ত হিসাবে নেমে ফুটবলাররা বেশি ভালো খেলছেন। এএফসি কাপে ওডিশা এফসি–র বিরুদ্ধে পরে নেমে অনিরুদ্ধ থাপা ও কিয়ান নাসিরি ভালো খেলেছিলেন। এদিনও পরে নেমে আর্মান্দো সাদিকু গোল লক্ষ্য করে শট নেওয়ার পরই যেন আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল মোহনবাগান। ৮৫ মিনিটে সাহাল আব্দুল সামাদের পাস থেকে পিছন থেকে উঠে এসে মাথা ঠান্ডা রেখে গোল হামিলের। আর এই গোলের ফলে আইএসএলে এখনও পর্যন্ত সব ম্যাচে জয়ী মোহনবাগান। পাঁচ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে তিন নম্বরে উঠে এল সবুজ–মেরুন শিবির। একইসঙ্গে রেকর্ডও। প্রথম দল হিসাবে আইএসএলের প্রথম পাঁচ ম্যাচে জয়। আর এই জয়ের ফলেই এএফসি কাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার ধাক্কা হয়ত কাটিয়ে উঠতে পারবেন বিশাল কেইথ–লিস্টন কোলাসোরা।

প্রথম একাদশে দুটি পরিবর্তন। ওডিশা ম্যাচে মাঝমাঠে বিশ্রি খেলা গ্লেন মার্টিন্স ও স্ট্রাইকিং লাইনে সাদিকুকে এদিন স্বাভাবিকভাবেই বসিয়ে অনিরুদ্ধ ও ওডিশার বিরুদ্ধে দলের দ্বিতীয় গোলদাতা কিয়ানকে রাখেন প্রথম একাদশে হুয়ান ফেরান্দো। এখনও দিমিত্রিস পেত্রাতোস ও মনবীর সিং ফিট না হতে পারা যে মোহনবাগান আক্রমণকে অসম্ভব দুর্বল করে দিয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সবুজ–মেরুনের সেই ভয়ংকর চাপটাই উধাও এখন। যা থাকে মনবীর এবং বিশেষ করে দিমিত্রি থাকলে। তবে কিয়ান এবং জেসন কামিংস অত্যন্ত সাদামাটা এদিন। এসব কারণেই সম্ভবত মোহনবাগান ডিফেন্স এখন অতি সাদামাটা আক্রমণের সামনেও নড়বড় করে। জো নোলসের হেড ও ৫৬ মিনিটেও জোয়াও ভিক্টরের শট অল্পের জন্য বাইরে যায়। দুই ক্ষেত্রেই বাগান ডিফেন্স অরক্ষিত ছিল। ২৯ মিনিটে বক্সের ঠিক বাইরে পাওয়া ফ্রি–কিক থেকে লিস্টনের শট ক্রসপিসে এবং গুরমিত সিংয়ের হাতে লেগে বাইরে যাওয়া ছাড়া প্রথমার্ধে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। ৮০ মিনিটে হুগো বৌমৌসের একক চেষ্টায় তৈরি করা সুযোগটা অল্পের জন্য বাইরে যাওয়া দুর্ভাগ্যজনক। ম্যাচের শেষে ফেরান্দো বললেন, 'অ্যাওয়ে ম্যাচ সবসময়ই কঠিন। তবে আমি খুশি ছেলেরা শেষপর্যন্ত ধৈর্য ধরে নাছোড় মনোভাব দেখানোয়।'

ম্যাচটা ছিল হায়দরাবাদের হোম ম্যাচ। তেলেঙ্গানা নির্বাচনের জন্য যা ভুবনেশ্বরে সরিয়ে নিয়ে আসতে বাধ্য হয় থংবোই সিংটোর ক্লাব। আইএসএলের একমাত্র ভারতীয় হেড কোচ ম্যাচের আগে জানান, মোহনবাগানের মুখোমুখি হওয়ার জন্য এটাই সেরা সময়। নিশ্চিতভাবেই তাঁর ইঙ্গিত ছিল ফেরান্দোর দলের শেষ দুই ম্যাচে হারের দিকে। হামিলের পর সংযুক্তি সময়ে আশিস ডান পায়ের ভলিতে দ্বিতীয় পোস্ট দিয়ে গোলটা করে তাঁদের যাবতীয় আশায় জল ঢেলে দেন। পরপর দুটি অ্যাওয়ে ম্যাচে জয় বরং অক্সিজেন জোগাল মোহনবাগানকে।

মোহনবাগান ঃ বিশাল, আশিস, ইউসতে, ব্রেন্ডান, শুভাশিস, সাহাল (নামতে), অনিরুদ্ধ , হুগো, লিস্টন, কিয়ান (সুহেল) ও কামিংস (সাদিকু)।

সহজ গ্রুপে জার্মানি, গ্রুপ অফ ডেথে ইতালি-স্পেন

হামবুর্গ, ২ ডিসেম্বর : হামবুর্গে তারকাখচিত এক অনুষ্ঠানে শনিবার হয়ে গেল আগামী বছরের ইউরো কাপের গ্রুপবিন্যাস। যেখানে আয়োজক জার্মানি সহজ গ্রুপ পেলেও শুরুতেই কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়তে চলেছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইতালি। 'বি' গ্রুপে তাদের সঙ্গে রয়েছে স্পেন ও ক্রোয়েশিয়া। গ্রুপ পর্ব পেরোতে খুব একটা কাঠখড় পোড়াতে হবে না ইংল্যান্ডকেও। ১৪ জুন থেকে আসন্ন ইউরো কাপ শুরু হবে। ফাইনাল বার্লিনে, ১৪ জুলাই। এদিন গ্রুপবিন্যাস হয়ে গেলেও তিনটি দলকে মার্চ মাসে প্লে–অফ খেলে ইউরোয় যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

একনজরে গ্রুপবিন্যাস

গ্রুপ 'এ' : জার্মানি, স্কটল্যান্ড, হাঙ্গেরি, সুইৎজারল্যান্ড।
গ্রুপ 'বি' : স্পেন, ক্রোয়েশিয়া, ইতালি, আলবেনিয়া।
গ্রুপ 'সি' : স্লোভেনিয়া, ডেনমার্ক, সার্বিয়া, ইংল্যান্ড।
গ্রুপ 'ডি' : নেদারল্যান্ডস, প্লে–অফ জয়ী–১, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স।
গ্রুপ 'ই' : বেলজিয়াম, স্লোভাকিয়া, রোমানিয়া, প্লে–অফ জয়ী–২।
গ্রুপ 'এফ' : তুরুস্ক, প্লে–অফ জয়ী–৩, পর্তুগাল, চেক প্রজাতন্ত্র।

সেমিতে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : অসমের রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটিতে ইস্ট জোন আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পুরুষদের টেবিল টেনিসে সেমিফাইনালে উঠল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। শনিবার কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৩–০ ব্যবধানে মণিপুরের ডিএম ইউনিভার্সিটিকে হারিয়েছে। এর ফলে সর্বভারতীয় আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতা ও খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমসের জন্য ছাড়পত্র পেল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ

জলপাইগুড়ি, ২ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে শুরু হবে। সংস্থার ক্রিকেট সাব–কমিটির চেয়ারম্যান ভোলা মণ্ডল জানান, সুপার ডিভিশনে দুই গ্রুপ মিলিয়ে ১২টি দল খেলবে। লিগের জন্য জেওয়াইএমএ মাঠে সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের জন্য দুইটি পিচ করা হয়েছে।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি–৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী– ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১, ফোন : ০৩৩–২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি– ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার– ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার–৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা– ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২–২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in